কোরকে কীট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মল্লিকা।

রাত্রি-কাল। সুবর্ণ-গ্রামের প্রান্ত-স্থিত একটী পুষ্পোদ্যান মধ্যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন।

পুষ্পোদ্যান সান্নিধ্যে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী। হেমচন্দ্র কুলীন-ব্রাহ্মণ। তিনি ধনবান্ ব্যক্তি—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; গ্রাম-মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

হেমচন্দ্রের কন্যা "মল্লিকা" একাকিনী নির্জন পুষ্প-বাটিকা মধ্যে, এক জন যুবা পুরুষের সহিত নিভৃতে—মৃদু মৃদু কি কথোপকথন করিতেছিল।

মল্লিকা ষোড়শী। কিন্তু অদ্যাপিও অবিবাহিতা। মল্লিকার স্বভাব খুব ভাল।—গ্রামস্থ সকলেই মল্লিকার প্রশংসা করিত। কাহারও মুখে, কোন অংশে কিছুমাত্র গ্লানি বা নিন্দা শুনিতে পাওয়া যাইত না; তবে, "বিবাহের বয়স অতিক্রম করায়"

গ্রামসম্পর্কীয় ঠাকুর দাদা—অথবা ঠাকুরাণী-দিদীর মধ্যে, কচিৎ কেহ কখন "থুব্‌ড়া-মেয়ে" বলিয়া তামাসা করিত।

কিন্তু মল্লিকার তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও রাগ ছিল না। মল্লিকা জানিত যে (বিবাহ সম্বন্ধে) পিতার কোন দোষ নাই ও দোষটী সম্পূর্ণ বল্লালসেনের।

বাস্তবিকও হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ-রূপে নির্দ্দোষী। তাঁহার ইচ্ছা যে, গ্রাম মধ্যেই মল্লিকার বিবাহ দেন—মল্লিকা সর্ব্বদা চোকের উপর থাকে। এমন কি, সুপাত্র পর্য্যন্তও স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই থাকিত;—সে কথা তিনি কাহারও সাক্ষাতে সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না!

হেমচন্দ্র বড় কুলীন—"রঘুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।" রঘুরামের পাল্‌টি-ঘর দুষ্প্রাপ্য—খুঁজিলে ক্বচিৎ মিলে। তিনি মনে মনে যে পাত্র স্থির করিয়াছিলেন, তাহা জাত্যংশে অসমান। তাঁহার অপেক্ষা—অপেক্ষা-কৃত নীচ—"কাম-দেব পণ্ডিতের সন্তান।" এই জন্য তিনি সাহসী হইয়া এ কথা কাহারও সাক্ষাতে উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

উভয় সঙ্কট। আবার গোপনেও দুহিতার বিবাহ দি'তে পারেন না। স্ত্রীলোকের আমোদ—হুলুধ্বনি—বাসরের গীত—পাড়ার লোকের নিকটে মুখ, বন্ধ হইবার নহে। এদিকে, কুলীনের মেয়ের বিবাহ; লক্ষ কথা ,ব্যয়—লুক গোল-যোগ। বিবাহ কাজ!—কিছুতেই গোপন থাকিবে না। জ্ঞাতি ও কুটুম্বেরা শুনিলে, এক পক্ষে—জাতি মারিবেন, এক-ঘ'রে করি-

বেন, কেহ সঙ্গে বসিয়া খাইবেন না। অপর পক্ষে—হুঁকা, নাপিত বন্ধ! এই সাত পাঁচ ভাবিয়া হেমচন্দ্র একাল পর্য্যন্ত দুহিতার বিবাহ দি'তে পারেন নাই।

ল্লিকাও মনে মনে মনোমত সুপাত্র স্থির করিয়াছিল। এবং ইহাও স্থির করিয়াছিল যে, "যদি চির-কাল অবিবাহিতা থাকিতে হয়—সেও ভাল—তথাপিও জীবন-মধ্যে অপর কাহাকেও কখন বিবাহ করিব না।" আজি মল্লিকা, তাহার এ স্থিরতার কোন ব্যতিক্রম জানিতে পারিল। "তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে" বলিয়া, অনেক অনুনয় করিয়া যুবাকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে আসিতে আহ্বান করিয়াছিল।

যুবা অবনত-গ্রীব হইয়া, সম্মুখস্থ মল্লিকা-বৃক্ষ-স্থিত একটী বিকসিত মল্লিকা ফুল তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "মল্লিকে!—আমাকে ডাকিয়াছিলে কেন?"

মল্লিকা মৃদু-স্বরে বলিল, "একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া।"

যুবা। কি কথা মল্লিকে?

মল্লি। যথার্থ বলিবেত?

যুবা। "কবে না বলিয়াছি?"

মল্লি। বলিয়াছ;—আজি বলিবেত?

যুবা। "কি?"

মল্লি। তোমার পিতার কথা অন্যথা করিতেছ কেন?

যুবা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "পিতার কোন্ কথা অন্যথা করিয়াছি মল্লিকে?"

মল্লিকা এ কথার উত্তর করিল না। বলিল, "সুকুমারীর সহিত কি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে?"

যুবা নীরব। কেবলমাত্র "একবার তাঁহার অধর প্রান্ত মনস্তাপ-বিকম্পিত হইল—আর, একবার মাত্র (কি দেখিবার জন্য) তিলার্দ্ধ কাল মল্লিকার মুখের দিকে চাহিলেন।

মল্লিকা তাহা দেখিতে পাইল না। বলিল. "কথা [illegible]হইতেছে না কেন?„

যুবা মনে [illegible] [illegible]ছিলেন। অন্যমনস্কতায় বলিলেন, "কি?„

যে সময়ে যুবা মল্লিকার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, সে সময়ে যদি মল্লিকার দৃষ্টি, যুবার সেই ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টির উপর ক্ষণকালের জন্যও পড়িত, তবে মল্লিকার হৃদয়-পরীক্ষা হইত —মল্লিকা পুনর্ব্বার এপ্রকার জিজ্ঞাসা করিতে পারিত—কি না, বুঝা যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। মল্লিকা আবার বলিল, "তোমার বিবাহেরসম্বন্ধ কি স্থির হইয়াছে?„

"বারম্বার কি কথা?" যুবা নীরব।

মল্লিকা কি পাষাণী? পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বিবাহের সম্বন্ধ কি স্থিরীকৃত হইয়াছে?"

যুবা। কোথায়?

মল্লি। "সুকুমারীর সহিত?"

যুবা। স্থির হয় নাই—কথা হইতেছে।

মল্লি। "তোমার পিতা বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন; তুমি বিবাহে অমত-প্রকাশ করিতেছ কেন?"

যুবা স্থির-দৃষ্টে মল্লিকার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, মল্লিকে! আমি বিবাহ করিব না!"

মল্লিকাও যুবার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি—কোমল। কোমল-স্বরে বলিল "কেন?"

যাহার কাছে মন খোলা—যে অকপটমনে মনের অন্তর, বাহির সমস্ত জানে;—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে "কেন?" যুবা এ কেন—র উত্তর দিতেপারিলেন না।—নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

মল্লিকা স্বতঃই বলিল, "কথা শুন,———"

মল্লিকার কথা শেষ না হইতে হইতেই যুবা বলিলেন, "কি?"

"বিবাহ ক—" মল্লিকা দৃষ্টি বিনত করিল। "একি অনুরোধ? না।—এ তিরস্কার!" যুবা মনে ব্যথা পাইলেন। মল্লিকারও "বিবাহ কর" এই কথাটী বলিতে কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে চোকেও জল আসিল; মল্লিকা গ্রীবা অবনত করিয়া কাঁদিল।

ব্যথার—ব্যথিত নহিলে, ব্যথা বুঝিতে পারে না। যুবা বুঝিলেন যে, "মল্লিকা কাঁদিতেছে।"—নহিলে, মন কাঁদিবে কেন? বলিলেন, "মল্লিকে! তুমি কি কাঁদিতেছ?"

মল্লিকা অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। বলিল, "না।"

যুবা আর কথা কহিতে পারিলেন না। মল্লিকার সেই বিশালায়ত স্নেহ-সম্পূর্ণ চোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মল্লিকাও

(নীরব দেখিয়া) যুবার মুখের দিকে চাহিল। চোকে চোকে মিলিল—চারি-চক্ষু—এক হইল। উভয়ের চক্ষু নির্ণিমেষ—দৃষ্টি অপরিতৃপ্ত। উভয়েই ব্রহ্ম-ক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব—নীরব, অথচ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে—অন্তরে উভয়েই স্বীকার করিলেন যে, "আজিকার এই দৃষ্টিই শুভ-দৃষ্টি।" আজি হইতে উভয় দেহ অর্দ্ধ—অর্দ্ধ—অন্তরে—অন্তরে (সমষ্টি) এক হইল। আজি হইতে, "উভয়-হৃদয়ে উভয়-অধিকার—অন্য কেহ এ হৃদয়ে কখন স্থান পাইবে না"—হৃদয় সমর্পিত হইল। আজি অবধি, "উভয়-ঋণে উভয়ে আবদ্ধ"—উভয় হৃদয়ে ঋণ-পত্র লিখিত হইল। এখন পর্য্যন্ত, "কথায় যাহা হউক না কেন—মনে—মনে ঠিক্ রহিল।—প্রতিজ্ঞা-পত্রে উভয়-সাক্ষর পড়িল।"

তা ত হলো। উভয়-মনের কপাট বন্ধ। চাবি কোথায়? কাহার কাছে গচ্ছিত—কে এমন বিশ্বাসী? "মনের-চাবী অন্যকে দিতে কি বিশ্বাস হয়?" না। তবে কোথায়? "উভয়-হৃদয় অন্বেষণ কর—পাইবে।"

বোধ করি উপরোক্ত "শুভ-দৃষ্টির" কথায়, অনেকেই বলিবেন যে, "বিবাহ-রাত্রেইত বর ও কন্যার মস্তকের উপর একখানি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। তাহার পর, সেই বস্ত্রের ভিতরে (বর ও কন্যা) পরস্পরে শুভ—দৃষ্টি হয়। সে সকল কোথায়? তাহা ত কিছুই হইল না! মল্লিকা অবিবাহিতা—বিবাহ হইল না। কই,—মাথায়ও ত কাপড় পড়িল না! তবে এ শুভ-দৃষ্টি কেমন?"

যেমনই হউক, বিবাহ না হইলে যে শুভ-দৃষ্টি হয় না, মল্লিকা বা যুবা, পরস্পর কেহই তাহা স্বীকার করিবেন না। উভয়েই বলিবেন, "যে দৃষ্টটী"—দৃষ্ট-কাল হইতে চির-জীবন অন্তরে সম-ভাবে অঙ্কিত থাকে ;—তাহাই শুভ-দৃষ্টি। যে দৃশ্যে উভয়-হৃদয়ের সমতা-ভাব জন্মে ; যে দৃষ্টির অকপটতায় উভয়ের মন উভয়ে সম্পষ্ট দেখিতে পায় ; যে দৃষ্টির অপরিতৃপ্ততা-জনিত নয়ন স্বতঃই নির্ণিমেষ হয় ;—তাহাই শুভদৃষ্টি। যে দৃষ্টিতে,—(বাক্য ব্যতীত)—অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতে থাকে ; যে লিপ্সু-দৃষ্টে আসঙ্গ-লিপ্সা জন্মে ; যে মধুর-দৃশ্যে মন সমাকৃষ্ট হয় ;—তাহারই নাম শুভ-দৃষ্টি। শুভ-দৃষ্টির আবার, বিবাহ, বস্ত্রের দ্বারা দৃষ্ট্যাচ্ছাদন, বা অন্য কোন আপত্তি কি ? যখন নয়নের এইরূপ সাভিলাষ দৃষ্টি ও তৎ-চুম্বকাকৃষ্ট মনের সমতা জন্মে ; তখনই শুভ-দৃষ্টি হয়। শুভ-দৃষ্টি, ভালবাসার আদি—প্রণয়ের সূত্র-পাত—সুখের মূল-বন্ধ। শুভ-দৃষ্টি নহিলে—ভালবাসা হয় না ; ভালবাসা নহিলে—প্রণয় হয় না ; প্রণয় নহিলে—সুখ-লাভ হয় না। শুভ-দৃষ্টিতে—ভাল-বাসা, ভাল-বাসায়—প্রণয়, প্রণয়ে—নিরবচ্ছিন্ন-সুখ পর পর ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

আজিকার এ দৃষ্টিতে, হৃদয়ের—সমাকৃষ্টতা ও সমতায় ; নয়নের—অকপটতা ও নির্ণিমেষতায় ; দৃষ্টির—অপরিতৃপ্ততা ও দৃশ্য-প্রিয়কারিতায়, উভয়েই জানিলেন যে, "এই শুভ-দৃষ্টি। এ মধুর প্রিয়প্রেক্ষ্য-দৃষ্টি, আজীবন অন্তরে অক্ষয়—সম-ভাবে অঙ্কিত থাকিবে।"

মল্লিকা আগে কথা কহিল। বলিল, "কথা রাখ—বিবাহ কর—সুকুমারীকে—" মল্লিকা আর বলিতে পারিল না।

যুবা নীরব।

মল্লিকা যে বিষয়ে অনুরোধ করিতেছিল, তাহাতে যুবার মনে আপাততঃ মল্লিকাকে অবিশ্বাসিনী বলিয়াই বোধ হইতে পারে। কিন্তু ক্ষণ-কাল পূর্ব্বে মল্লিকার যে, মন বুঝিবার ইচ্ছা ছিল, এখন আর সে উদ্দেশ্য নহে। এখন মল্লিকা ভাবিল, "যখন সমাজ-বিরুদ্ধ, তখন আমার সহিত বিবাহ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তজ্জন্য কেন উভয়েই মানসিক ক্লেশ-ভোগ করি? আমি একা দুঃখ পাই—সে ভাল। আমারই বা দুঃখ কি? আমি চির-কাল এইরূপ থাকিব। এবং যাহাকে ভাল বাসি—তাহাকে যদি কোন প্রকারে সুখী করিতে পারি, তবে তাহাতেই বিপুল সুখানুভব করিব।" মল্লিকা আবার বলিল, "বিবাহ না করিলে, সংসার চলিবে কেন? তোমার মাতা পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা আর কত-কাল বাঁচিবেন?"

যুবার চোকে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কাতর স্বরে বলিলেন, "মল্লিকে! বিবাহ না করিলে সংসার চলিবে না; মাতা পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাও আর অধিক দিন বাঁচিবেন না; আমি তাঁহাদের এক-মাত্র সন্তান, আমি বিবাহ না করিলে এ বংশ এই পর্য্যন্ত—বংশ-লোপ্ হয়, ইহা কি আমার ইচ্ছা? কিন্তু আমি কি করিব? মল্লিকে! আমি বিবাহ করিব না!"

মল্লিকা বলিল, "ছি! ঐ এক-কথাই বারম্বার?"

যুবা স্বতঃই বলিলেন, "মল্লিকে! বিবাহ করিব না।—তবে করিতাম, যদি,———"

"যদি কি?"

"যদি কৌলীন্য-প্রথা না থাকিত।"

কথা,—মল্লিকার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিল। মল্লিকা কত যত্নে যে অশ্রু-সংবরণ করিল, যুবা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। মল্লিকা এ কথার উত্তর করিল না। বলিল, "তোমাকে এ অনুরোধ করিতাম না, যদি (আমাদের মত) তোমাদের বিবাহ-বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষমতা না থাকিত। আমরা পিতৃ-সমক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে পারি না;—সুতরাং পিতার যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই সম্প্রদান করেন। কিন্তু তোমাদের সে আশঙ্কা নাই। যখন ইচ্ছা করিলে স্বয়ং দেখিয়া পর্য্যন্তও বিবাহ করিতে পার; তখন আর বিবাহে অমত করিতেছ কেন?"

যুবা মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া বলিলেন, "মল্লিকে! কেন তাহা তুমি জানিবে না! আর———"

মল্লিকা হৃদয় মধ্যে বুঝিয়াও বুঝিল না। বলিল, "আর কি?"

"আর তোমার মুখে ওকথাটী শুনিতেও ভাল লাগে না।"

মল্লিকা সরলা না—রাক্ষসী? বলিল, "তবে কি বিবাহ করিবে না?"

যুবা বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আবার ঐ কথা!"

মল্লিকা অপ্রতিভ হইল।

"মল্লিকে! তোমার জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার পর্য্যন্তও করিতে পারি—জগতে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর কি ?—যদি কিছু থাকে, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু ঐ কথা তোমার মুখে বারম্বার শুনিতে পারি না!" এই বলিয়া যুবা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ক্রস্ত প্রস্থান করিলেন।

আর—মল্লিকা? মল্লিকা একাকিনী সেই পুষ্পোদ্যান মধ্যে "প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ" দাঁড়াইয়া রহিল। সে মূর্ত্তি স্থির—অনিশ্চিন্ত—অথচ, কোমলতা ব্যঞ্জক। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে, কিঞ্চিৎ গম্ভীরতাও প্রতিভাত হয়; সে—চিন্তা-জনিত। ভাবিল, "বিবাহ করিবেন না কেন? এ প্রতিজ্ঞাই বা কেন? কাহার জন্য?"

মল্লিকার চক্ষে জল আসিল। মল্লিকা চক্ষু বস্ত্রাঞ্চলে মুছিল। আবার ভাবিল, "আমার দ্বারা কি ইহার কোন প্রতিকার হইতে পারে না?"

"না। আমিই এ প্রতিজ্ঞার মূল।" মল্লিকা আবার কাঁদিল। আবার চক্ষু মুছিল। শেষে, "ভাবিয়া কি করিব! আমার কি অনিচ্ছা? কিন্তু আমি কি করিতে পারি—আমি পরা-ধীনা!" মল্লিকা মনকে প্রবোধ দিল। পুষ্পোদ্যান মধ্য হইতে আস্তে আস্তে গৃহের দিকে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাহার অভিপ্রেত ?

হেমচন্দ্র একাকী কক্ষাভ্যন্তরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত। কক্ষ-মধ্যে, একটী মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর। তাহাতে তৈলাভাব। কে প্রদীপে তৈল-সেক করিবে ? হেমচন্দ্র তাহা দেখিতেছেন না। তিনি জানুর উপরি মস্তক রাখিয়া চিন্তা করিতেছেন।

চিন্তাও গুরু-তর।—"দুহিতার বিবাহ !"

প্রথম চিন্তা—"দেশাচার। দেশাচার কি অনিষ্ট-জনক ও দুরুল্লঙ্ঘনীয় বিষয় ! ক্রমশঃ ইহার এত-দূর প্রাবল্য জন্মিয়াছে যে, (নিতান্ত ঘৃণনীয় হইলেও) আমরা কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিতেছি না। এমন কি, স্বদ্ধ দেশাচারের অধীনতায়—কতশত পিতা (পরিণাম জানিয়াও) কন্যাকে অপাত্রসাৎ করিতেছেন।—কেহ অশীতিপর-বৃদ্ধকে ; কেহ,—হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য মূঢ়ে ; কেহ,—চির-রোগীকে স্বচক্ষে দেখিয়াও কন্যাসম্প্রদান করিতেছেন।

দুহিতা পরাধীনা।—পিতার অধীন। কি করিবে ? পিতার, যাহাকে ইচ্ছা হইতেছে, তাহাকেই সম্প্রদান করিতেছেন। "শেষ যে দুঃখ, তাহা দুহিতারই ভোগ্য ; আমিত তাহার অংশভাগী হইব না ?" কন্যার উপরে কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই

কি পিতার এপ্রকার বিবেচনা করা উচিত? যদি তাহারা স্বাধীনা হইত, তবে কি তাহাদের পক্ষে এরূপ বিবেচিত হইতে পারিত? স্ত্রীজাতির বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিলে কতদূর সুখের বিষয় হইত! স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই স্ব স্ব মনোমত স্বামী ও ভার্য্যালাভে আজীবন পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতেন।—তাহাতে সর্ব্বত্র সুপ্রণয়-সঞ্চার হইত। এবং কুপ্রণয় ও কুটিলতার সমূলোচ্ছেদ হইত।

আর বর্ত্তমান নিয়মে? বর্ত্তমান নিয়মে "ধ'রে বেঁধে" প্রণয় করিতে বলা হয়! হয় স্ত্রী—নয় স্বামী, একপক্ষ অন্যের মনোনীত হইল না; অথচ, (পুত্র ও কন্যার বিবাহে—পিতার সম্পূর্ণ অধিকার) পিতা বিবাহ দিলেন। এপ্রকার বিবাহে প্রণয় হইবে কেন? প্রণয়ের সাধারণ অর্থ "মনের মিল।" একের মনে প্রণয় হয় না। প্রণয়ে, উভয় মনের "সমতা" আবশ্যক করে। মনোবৃত্তি সহ মিশিয়া দুই মন—এক হইলেই প্রণয় হয়। সুতরাং এ প্রণালীর বিবাহে, তাহা কিরূপে হইবে? এ প্রকার বিবাহে ক্বচিৎ প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই অপ্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে। বিবাহ সময়ে, হয়ত একের অমনোনীতে, বিবাহ হয়। কিন্তু পরিণামে উভয়কেই জ্বালাতন হইতে হয়। এ বিবাহের ফল, অপ্রণয় সঞ্চার—কলহ,—পরিশেষে আত্ম-হত্যা পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে!

স্ত্রীজাতির "বিবাহ-সম্বন্ধে" স্বাধীনতা থাকিলে সুখের হইত সত্য, কিন্তু ইহাতে একটীমাত্র অভাব দেখিতেছি। এ নিয়ম প্রচলিত হইলে, পরিণয়াভিলাষিণী-স্ত্রীলোক মাত্রেই

গুণবান পাত্র খুঁজিবে। কে ইচ্ছা-পূর্ব্বক গুণহীনপাত্রকে বিবাহ করিতে চাহে ?

অভাব এই যে, "তবে কি নিগু'ণ-ব্যক্তির বিবাহ হইবে না ?"

না হওয়াই উচিত। আরও আপাততঃ গুণহীনের বিবাহ হউক না হউক, ইহাতে ভবিষ্যতে একটী উপকার দেখিতেছি। যদি গুণ-বান না হইলে বিবাহ না হয়; তবে ত সকলেই বাল্য-কালে যত্ন-পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিবে ও গুণ-শিক্ষায় যত্ন-বান হইবে; যত্নে সফল—পরিশেষে কৃতকার্য্যও হইতে পারিবে। ইহাও অল্প উপকার নহে।

দ্বিতীয় চিন্তা—"কৌলীন্য-প্রথা। প্রথাটী কি? বরাবর চলিয়া আসিতেছে। প্রথাটী কি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ?

না। ঈশ্বরত নিয়ত মানবের হিত চেষ্টায় নিরত। তবে কেন এরূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি করিবেন ? তিনি পক্ষ-পাতী নহেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই তাঁহার সৃষ্ট। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আবার পক্ষ-পাতিতা কি ? তাঁহার নিকটে দুইই সমান। তবে কেন পক্ষ-পাত করিবেন ? কুলীন-তনয়ার যে চির-কাল দুঃখ সহ্য করিতে হইবে; ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সুতরাং কৌলীন্য-প্রথাও তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

তবে, কাহার অভিপ্রেত ?

বল্লাল সেনের। তিনি প্রবল রাজা ছিলেন। বঙ্গাধিপতি। কে তাঁহার মতের প্রতিবন্ধকতা করিতে সাহসী হইবে ? সুত-রাং তিনি নির্ব্বিবাদে আপন ইচ্ছানুরূপ মত প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পরিণামে যে কত-দূর অনিষ্ট ঘটিবে,

তাহা সে সম্বন্ধে একবারও বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। ফলতঃ, দেশাচারের মধ্যে কৌলীন্ত-প্রথা যে কত-দূর অনিষ্ট-কারী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আরও, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বল্লাল সেনের মতের নিন্দা করা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। যাহাতে সমস্তলোক সদ্গুণ-সম্পন্ন হইতে যত্ন-বান হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মতে, "যে ব্যক্তি নব-গুণ-বিশিষ্ট হইবেন, তিনিই কুলীন।" কুলীনের বহু-বিবাহও তাহার মতের বিপরীত। কিন্তু এখন সে নিয়ম কোথায়? সে নব-গুণই বা কোথায়? কুল-লক্ষ্মীর কৃপায়, কুলীন-সন্তানে এখন সহস্র-গুণ বর্ত্তমান্!

বিশেষতঃ, বিবাহই কুলীনের এক প্রকার ব্যবসায়-স্বরূপ হইয়াছে। কুলীনেরা অর্থলোভে এক একজন শতাধিকও বিবাহ করিতেছেন। বিবাহ করিয়া ভার্য্যা প্রতিপালন করিতে হইলে বুঝা যাইত! সে বিষয়ে ব্যবস্থা ভাল, "পিতা মাতা স্বীয় কন্যা প্রতিপালন করিবে; তাহার কোন ভার-গ্রহণ করিতে হইবে না। (লাভের মধ্যে) বিবাহ করিয়া, "জামাই আদরে থাইব—আরও টাকা পাইব!" তবে আর এ সুখের বিবাহ না করিব কেন?" (প্রতিপালন করা দূরে থাকুক্) ভার্য্যার সহিত এককালে সম্বন্ধ-রহিত।—তিলার্দ্ধ-জন্যও সাক্ষাৎ নাই। সরলা বালিকা (সধবা হইয়াও) বিধবার ন্যায়, পিতৃ-গৃহে বাস করে! যদি (কালে-ভদ্রে) একদিন স্বামী আই-

সেন, তবেই স্ত্রীর মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে। কেন না, "অর্থ না দিতে পারিলে" স্বামী আলাপ পর্য্যন্তও করিবেন না। "অর্থ নাই" বলিলে, শুনিবেন না। বালিকা যে অর্থ কোথায় পাইবে, তাহা একবারও বিবেচনা করিবেন না। এ সকল কি সামান্য দুঃখের বিষয় ?

অপর পক্ষে,—"একের মরণে,—শতাধিক স্ত্রী বিধবা" কেন, এ সকল কি সভ্যতা ? এ রোগের কি ঔষধ নাই ?

"আছে"——

"কিঞ্চিৎ দড়ী ও একটী কলসী সংগ্রহ করিয়া (গলায় বাঁধিয়া) সর্ব্ব-সমক্ষে ডুবিয়া মরা !

"সকলের সাক্ষাতে কেন ? গোপনে মরিলে কি হয় না ?"

"না। গোপনে মরিলে, কেহ দেখিতে পায় না—কেহ উপদেশও পায় না। আর, সকলের সাক্ষাতে মরিলে, সকলে উপদেশ পায়—সকলে জানিতে পারে যে, "এ পাপের—এই প্রায়শ্চিত্ত !"

তৃতীয় চিন্তা—"কেমন করিয়া প্রাণ-ধরিয়া—গঙ্গা প্রসাদের সহিত মল্লিকার বিবাহ দিব ? তাহাত কখনই পারিব না।—প্রাণ থাকিতে নহে !——

দুহিতার বিবাহে অর্থ ব্যয় আছে, সে জন্য নহে ;—আমি অর্থ-ব্যয়ে কাতর নহি। লোক-নিন্দা, সে জন্যও নহে ;—লোকে কি নিন্দা করিবে ?—গঙ্গা প্রসাদ ত আমার অপেক্ষা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ। তবে কিসে ? গঙ্গাপ্রসাদ ধন-হীন বলিয়া ?"

না। তাহাতেও নহে।

"তবে কেন?"

"গঙ্গা প্রসাদ অপাত্র।"

চতুর্থ চিন্তা—"মনে মনে যে পাত্র স্থির করিয়াছি, সৎ-পাত্র বটে" কিন্তু তাহাকেও ত কন্যা-সম্প্রদান করিতে পারিব না! কুল-মর্য্যাদায় (আমার অপেক্ষা) নীচ। লোক-নিন্দা হইবে—সমাজে নিন্দাস্পদ হইব।———

"সৎ-পাত্রে—কন্যা-দানই কর্ত্তব্য।" সুতরাং এটী আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অসৎ-কার্য্য করিলেই, লোকে নিন্দনীয় হয়। কিন্তু আমাকে সৎ-কার্য্য করিয়াও (দেশাচার জন্য) লোক-নিন্দা সহ্য করিতে হইবে!

পঞ্চম চিন্তা——"আর ভাবিতে পারি না! দুহিতাও আর অবিবাহিতা রাখিতে পারি না। রাখিতেও পারি না——ভালও দেখায় না। এই মাসের মধ্যেই মল্লিকার বিবাহ দি'ব। (সুখ্যাতি হউক, বা অখ্যাতিই হউক) আর কন্যা অবিবাহিতা রাখিব না।

আমিত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই—এখনও করিতেছি না। যাহাতে তাহার ভাল বিবাহ হয়; যাহাতে মল্লিকা সুখী হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছি। তবে সকল বিষয়েই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ করে। অদৃষ্ট-ফল সকলেরই ভোগ করিতে হয়। যাহার যেমন অদৃষ্ট—আমি কি করিব? মল্লিকারও অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই ঘটিবে।"

ভাবিতে ভাবিতে হেমচন্দ্রের "তন্দ্রা" আসিল। সে গৃহ-

মধ্যে, উপাধান বা অন্য কোন শয্যা ছিল না। হেমচন্দ্র যে মাদুরে বসিয়াছিলেন, তাহারই উপর (বিনা উপাধানে) শয়ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——oo——

হেমচন্দ্রের স্বপ্ন।

চিন্তাকুলিত দেহে প্রায়ই সু-নিদ্রা হয় না। হেমচন্দ্রেরও সু-নিদ্রা হইল না। রাত্রি দিন চিন্তা; নিদ্রা ত হয়ই,না-- যদিও একটু তন্দ্রা আসিল, তাহাতেও কণ্টক!—

হেমচন্দ্র তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন যেন, "গঙ্গাপ্রসাদের সহিতই মল্লিকার বিবাহ হইল। তিনি দেশাচার-বাধ্য হইয়া, (ইচ্ছা না থাকিলেও) লোক-নিন্দাভয়ে বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পর, ক্রমে এক মাস—দুই মাস—তিন মাস কাল গত হইল।—

একদিন সায়াহ্ন-সময়ে, তিনি বাটীর সম্মুখস্থ ভূভাগোপরি পাদচারণ করিতেছিলেন। সহসা আকাশ প্রান্তে, একটু কাল-মেঘ দেখা দিল। একটু মেঘ, ক্রমে একখানি বৃহৎ মেঘের আকার ধারণ করিল। কিঞ্চিৎ পরেই, মেঘে আকাশ ঢাকিল—সূর্য্য ঢাকিল—দিবসে, অমাবস্যা রজনীর ন্যায় নিবিড়ান্ধকার হইল। নদীর জল, ঊর্দ্ধ-স্থিত ঘন-কৃষ্ণাভ্র-প্রতিবিম্বিত

হইয়া কালিমা-ব্যাপ্ত হইল। স্থির জলের নীচে,—সে জল-স্তরিমা মেঘ-মালা স্তরে স্তরে অসীম কৃষ্ণ-পর্ব্বত-বৎ শোভা পাইতে লাগিল। কাল মেঘের উপর—বিদ্যুদালোক চমকিতে লাগিল; পড়িল—নিভিল—নিভিল—পড়িল, মুহুর্মুহুঃ চলিল। ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। নিহার-সদৃশ অল্প বারি-বিন্দু পড়িতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে বড় বড় দুই এক ফোঁটা জলও তাঁহার গায়ে পড়িল।—

তখন তিনি ত্রস্তে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইচ্ছা, একটী কক্ষাভ্যন্তরে যাইবেন। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া, আর যাইতে পারিলেন না।—সহসা একটী স্ত্রীলোক সেই প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া, তাঁহার গতি-রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে, তিনি ইতি-পূর্ব্বে আর কখন দেখেন নাই।

স্ত্রীমূর্ত্তি, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কোথা যাই-তেছ? কি দেখিতে যাইবে? যাইতে পারিবে না।"—

বলিতে বলিতে সেই প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে রোদন-কোলাহল পড়িল। সে বামা-কণ্ঠ-নিঃসৃত রোদন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। যেমন ত্রস্তে গৃহ-প্রবিষ্ট হইবেন, অমনি দ্বার-স্থিতা বামা-মূর্ত্তি পুনর্ব্বার হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক দ্বারাবরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

তখন তাঁহার মনের অভিপ্রায়,—স-বলে গৃহ প্রবেশ করি-বেন। দ্বারাবরোধকারিণীকে—দ্বারান্তরিতা করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। অমনি সে মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল।

তখন তিনি গৃহ-প্রবিষ্ট হইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, "পরিবারস্থা স্ত্রীলোক-মাত্রেই শোকমগ্না!" সভয়ে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ কেন উত্তর করিল না। বারম্বার জিজ্ঞাসা করায়, শেষে পরিচারিকার মুখে উত্তর পাইলেন। যাহা উত্তর পাইলেন, তাহাতে তাঁহার দেহ ঘুরিল—মস্তক ঘুরিল—চক্ষু ঘুরিল,—শরীরের উষ্ণ শোনিত বেগে ধমনীতে ধাবিত হইল। উত্তর পাইলেন, "মল্লিকা বিধবা হইয়াছে!"

শুনিবামাত্র তিনি আস্তে আস্তে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তখন ভূতলও ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যেন, "তিনি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। কোন অপরিচিত অন্ধকারময় পথে, (অন্ধকার সমষ্টি-মধ্য দিয়া) কেহ তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে।„ যেন, শ্বাসাবরোধকারী প্রভূত বাস্প-রাশি নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে মুহুর্মুহুঃ তাঁহার শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। কষ্টের একশেষ। পথ, একেত অন্ধকার-ময়—দ্বিতীয়তঃ কণ্টকাকীর্ণ। পথের স্থানে স্থানে ভয়াবহ ভূত প্রেতাদি ফিরিতেছে—মধ্যে মধ্যে অপরিস্ফুট-স্বরে বলিতেছে "অপরিণাম-দর্শী ও অবিবেচক ব্যক্তিদিগের পরিণামে এই পথ। আমরাও এক কালে পৃথিবীতে গিয়াছিলাম; কিন্তু আত্ম-সুখে রত—সুদ্ধ আত্ম-সুখ মিটাইয়াছি। অপরের সুখ—দুঃখের ভারও আমাদের হস্তে ছিল। কিন্তু অবিবেচক।—তাহা বিবেচনা করি নাই। আপনার সুখের জন্য, তাহাদিগকে অশেষ দুঃখ দিয়াছি। ভাবি নাই যে, "ঈশ্বর আমাদের হস্তে তাহা

দের সুখের ভার দিয়াছেন, আমরা (তৎপরিবর্ত্তে) তাহা-দিগকে দুঃখ দি'ব কেন ?„-

অপরিণামদর্শী!—কন্যার পরিণাম-ফল বিবেচনা করিয়া দেখি নাই। (পরিণামে অশেষ দুঃখ পাইবে জানিয়াও) যে অধিক অর্থ দিতে পারিয়াছে, তাহারই নিকটে (অম্লান বদনে) কন্যা-বিক্রয় করিয়াছি! তাহাদের সুখের-পথে কাঁটা দিয়াছি। (ঈশ্বর-সমীপে ন্যায্য বিচার) আমাদের পথেও যে একদিন কাঁটা পড়িবে, তাহা তখন ভাবি নাই। এখন দেখি-তেছি যে, "সে পাপের—এই প্রায়শ্চিত্ত!„

"এ কি কথা ?„ শুনিবা-মাত্র তিনি সভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। বহু-কষ্টে অন্ধকাররাশি-অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। জগৎ ধূমাকার বোধ হইল। উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তখনও আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ। তথায় আর দাঁড়াইতে সাহস হইল না; তিনি পুনর্ব্বার সেই গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তখনও গৃহমধ্যে পূর্ব্ববৎ রোদন কোলাহল হইতেছিল। সে কোলাহলে তাঁহার ব্যথিত হৃদয় আরও ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি যে মেঘ দেখিয়া ভয়ে গৃহ-মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন, সে মেঘে লুকাইয়াও নিস্তার পাইলেন না। একবার গম্ভীর-নিনাদে মেঘ গর্জ্জন হইয়া, যেন—সেই গৃহ-মধ্যেই (পূর্ব্ব-কৃত অপরিণাম-দর্শিতা-পাপের দণ্ড-স্বরূপ) তাঁহার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল।"

চমকের সহিত হেমচন্দ্রের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যার

উপর উঠিয়া বসিলেন। গৃহ অন্ধকার। প্রদীপ পূর্ব্বেই নিভিয়া গিয়াছিল। হেমচন্দ্র অন্ধকার-ময় প্রকোষ্ঠ-তলে বসিয়া ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশ! এ কি স্বপ্ন!" তাঁহার আমূল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে পড়িল। আকাশের মেঘাড়ম্বর মনে পড়িল। হেমচন্দ্র উঠিয়া আকাশ দেখিতে চলিলেন। আকাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, "আকাশে মেঘ কোথায়? আকাশ পরিষ্কার—কৌমুদী-প্রদীপ্ত। পৌর্ণমাসী রজনী। নীলাম্বরে, চন্দ্রমণ্ডল সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ চন্দ্র-মণ্ডল নিয়ে একটী চকোর উড়িতেছে; আসিতেছে—যাইতেছে—ইতস্ততঃ করিতেছে, তাহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মেঘ-হীন—বিমলাকাশে, অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে। কচিৎ কোনটী তেজ-বিস্ফারিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে পড়িতেছে—প্রতিবাসী-নক্ষত্র-গণকে স্বীয় তেজের প্রাখর্য্য দেখাইতেছে। (দেখাদেখি) জগতী-তলেও বৃহদ্বৃক্ষ-গাত্রোপরি-মণ্ডিত অসংখ্য খদ্যোতালোক মিটি মিটি জ্বলিতেছে; নিভিতেছে—জ্বলিতেছে—এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতেছে; সংক্ষুব্ধ-সাগরোর্ম্মিবৎ অশ্রান্ত চলিতেছে, আসিতেছে—যাইতেছে—একটীর পর একটী ছুটিতেছে।"

হেমচন্দ্র বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সংক্ষুব্ধ-মনে তথায় পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কিসেই বা ভাল লাগিবে? হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা। স্বপ্নে, প্রাণ-প্রতিমা মল্লিকার অমঙ্গল দর্শন করিয়াছেন!

কে হেমচন্দ্রের তৎ-কালীন মনের ক্লেশ অনুভব করিতে পারেন?

যদি কেহ হেমচন্দ্রের ন্যায় কন্যা-বৎসল পিতা হয়েন, এবং তাঁহার এরূপ স্বপ্ন ঘটিয়া থাকে; তবে তিনিই হেমচন্দ্রের মনের ক্লেশ বুঝিতে পারিবেন।

স্বপ্ন অমূলক। লোকের সাক্ষাতে বলিলে, লোকে হাঁসিবে। অমূলক কথা বলাও দোষ। লোকে যেন অমূলক বলিয়া হাঁসিল; কিন্তু হেমচন্দ্র মনকেত স্বপ্ন অমূলক বলিয়া প্রবোধ দিতে পারিলেন না? ভবিষ্যতে সত্য হউক, বা মিথ্যা হউক; আপাততঃ হেমচন্দ্রের মনের বিশ্বাস যেন, গঙ্গা প্রসাদের সহিত বিবাহ হইলেই মল্লিকা বিধবা হইবে!

মনবড় অস্থির। হেমচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় পুনর্ব্বার গৃহ-প্রবিষ্ট হইলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উন্মত্তের ন্যায় গৃহ-মধ্যে ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পূর্ব্ব-বৎ বিনা উপাধানে সেই শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাত্রে হেমচন্দ্র বাটীর ভিতর শয়ন করিতেন। বিশেষতঃ, আজি এখনও আহার হয় নাই। বর্ষা-কাল। বৃষ্টি আসিতে অধিক-ক্ষণ নহে। এ সময়ে সকাল সকাল কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া শুইতে পারিলেই ভাল হয়। কে বসিয়া রাত্রি জাগে?

আহারীয় প্রস্তুত। প্রদীপ জ্বলিতেছে। কাহার ব্যথা কে বুঝে? গৃহিণী প্রদীপের কাছে বসিয়া পরিচারিকার সহিত গল্প করিতেছেন; আর মধ্যে মধ্যে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। হেমচন্দ্রের দেখা নাই। পরিচারিকা মন বুঝিয়া

বলিল, "আজ্ পরে কাল মেয়ের বিয়ে ;—এই বয়সে এত !" গৃহিণী শুনিলেন ; কিন্তু উত্তর করিলেন না। কেবল একটু-মাত্র হাঁসিলেন। সে হাঁসির অর্থ,—"না হইবে কেন ? আমাকে যে ভাল বাসেন। বয়সে, ভাল বাসায় কোন প্রতিবন্ধকতা-চরণ করিতে পারে না। ভালবাসায় চির-কালই এইরূপ হয়।" পরিচারিকাটী মন্দ নহে। নিতান্ত অরসিকাও নহে। কত গল্প জানে ; কত শ্লোক জানে। বলিল, "এত ভাল-বাসা-বাসি ; কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। অতি দর্পে———"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কথা যা'ক্! রাত্রি প্রায় দ্বি-প্রহর হইতে চলিল। এখনও আসিলেন না। বিলম্বের কারণ কি ?"

কারণ যাহাই হউক, পরিচারিকা ডাকিতে চলিল। পরি-চারিকার স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র হেমচন্দ্রের পুনর্ব্বার স্বপ্ন স্পষ্ট মনে পড়িল। যে অনল অন্তরে ধোঁয়াইতে ছিল, তাহা জ্বলিল—স্বপ্নে পরিচারিকা যে সর্ব্বনাশ-সংবাদ তাঁহাকে শুনাই-য়াছিল, তাহা মনে পড়িল। মানব-চিত্তের নিয়তই পরিবর্ত্তণ। পরিবর্ত্তণ-শীল-চিত্তের যে দিনটী ভাল-ভাবে গত হয় সেই দিন-টীই ভাল। কখন যে মনের কিরূপ অবস্থা ঘটে, কিছুই বলা যায় না! হেমচন্দ্রের ধৈর্য্য-বিলুপ্ত হইল। সে স্বপ্ন-দৃষ্ট-বিষয়যথার্থ বলিয়াই বোধ হইল।—হেমচন্দ্র ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন ; চিৎকার পূর্ব্বক পরিচারিকাকে মারিতে গেলেন।

পরিচারিকা ভয়ে পলায়ন করিল। বাটীর ভিতরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কি হইয়াছে ?"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কর্ত্তা আজ একেবারে মেরে খুন করেছেন!"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি?"

পরিচারিকা অর্দ্ধ-রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তা কি জানি! সে কীল পিঠে পড়িলে কি পিঠ থাকিত?"

গৃহিণী বুঝিলেন যে, "কাণ্ডটা কি।" হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, "তবুও ভাল! আমি বলি বুঝি সত্য সত্যই হ'বে।"

পরি। সত্য হইলে কি আমাকে দেখিতে পাইতে? ভাগ্যে পলাইয়াছিলাম!

পরি। তাঁহাকে কি কিছু বলিয়াছিলি?

পরি। না।

গৃহি। তবে মারিতে আসিবেন কেন?

পরি। আমি কি মিথ্যা বলিতেছি? যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন চোকের মাথা খাই!

'পরিচারিকার এক-চক্ষু কাণা ছিল। সে চোকের মাথা খাইবে কি—অগ্রেই খাইয়া বসিয়াআছে!' সুতরাং এ দিব্যতে গৃহিণীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না।

পরিশেষে পরিচারিকা আরও কঠিন দিব্য করিয়া বসিল। বলিল, "যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন ভালবাসার মাথা খাই!"

ভালবাসা জিনীসটী, না থাকিলেও শুনিতে ভাল। পরিচারিকার কেহ ভাল বাসিতে থাকুক্, বা নাই থাকুক্, এবার আর গৃহিণীর অবিশ্বাস রহিল না। গৃহিণী, ডয়ে ডাকিতে যাইতে পারিলেন না।

পরিচারিকার ত কথাই নাই !—পরিচারিকা স্ব-চক্ষে হেম-চন্দ্রের অবস্থা দেখিয়াছিল। ভাবিতেছিল, "আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! একি! সেই হেম—এই!" পরিচারিকা পূর্ব্বে আর কখন হেমচন্দ্রকে এরূপ ক্রুদ্ধ-প্রকৃতিস্থ হইতে দেখে নাই।

"হেমচন্দ্র কেন এ প্রকার হইলেন ?"

গৃহিণী প্রথমতঃ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে, গুহ্য-বৃত্তান্ত মনে পড়িল। গৃহিণী মনে মনে হাঁসিলেন—"এ আর কিছুই নহে! রাত জেগে জেগে বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছে।" অমনি মনে মনে ঔষধও স্থির করিয়া রাখিলেন,—"বাটীর ভিতরে আসিলেই (তেলাকুচার পাতার রসের বদলে) হাঁসি-মুখে দু-কথা বুঝাইয়া বলিবেন; অমনি বাতিক জল হইয়া যাইবে। আর,————

তাড়াতাড়ি এক বাটী জলে,—একদলা মিছ্‌রী ফেলিলেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শেষটা, অ—আ—ই—ঈ !

যামিনীর শেষ ভাগ। প্রকৃতি গম্ভীরা। জীবগণ নিশী-থিনী অঙ্কে সুখ-সুপ্ত। চারিদিক নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে "টুঁ" শব্দটী নাই। স্নেহ-ময়ী নিদ্রা-দেবী জীব-গণকে বিশ্রাম

প্রদান করিতেছেন। সুখী, রোগী, দুঃখী ;—সকলের অবস্থা সমান। সুখী চিত্তের—সন্তোষ ; রোগীর ক্লেশ ; দুঃখী ব্যক্তির —সে দুঃখ-ভাব-ব্যক্তি নাই। কৃপণের—ধন-চিন্তা ; দাম্ভীকের অহঙ্কার ; হিংসকের—হিংসা-লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইবে না। যে দিকে দেখ,—নিদ্রা-দেবীর মায়া-জাল। প্রকৃতি-করে বীণা-ধ্বনি ঝিল্লী-রব, কি মধুর বাজিতেছে।—সুশীতল নৈশ-সমীরণ—সুপ্ত জীব-গণের গাত্রে ধীরে ধীরে সুখ-সেব্য বীজন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে অপেক্ষা-কৃত জোর-বান্ সমী-রান্দোলনে পল্লবিত বৃক্ষ-পত্রে মর্ম্মর শব্দ হইতেছে।—নিদ্রা দেবীর এত যত্নে কাহার না নিদ্রা হয় ? সকলেই নিদ্রিত।

কিন্তু হেমচন্দ্রের নিদ্রা কোথায় ? সে রাত্রে আর হেম-চন্দ্রের নিদ্রা হইল না। ক্রমে নিশার শেষ হইয়া আসিল। তারকা-গণ একটী একটী করিয়া আকাশ-পটে অদৃশ্য হইতে লাগিল। আকাশে, কৃষ্ণতা দূরীভূত হইয়া অনন্ত নীল-প্রভা প্রকটিত হইল। কোন খানে আর অন্ধকার নাই। আলোকে চোক ফুটিল—নিদ্রার মায়া প্রকাশ হইয়া পড়িল ; জীব-গণ একে একে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল। পক্ষী-গণ এককালে মহান্ কোলাহল করিয়া উঠিল ; বৃক্ষ-শাখায় বসিল ; কেহ কেহ আহারান্বেষণে ছুটিল।

হেমচন্দ্র জাগিয়াই রাত্রি-যাপন করিলেন। সম্পূর্ণ প্রভাত হইল। তথাপিও শয্যা হইতে উঠিলেন না। সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। শুদ্ধ কি শয়ন ? হেমচন্দ্র মনের ক্লেশে ব্যাধি-যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অন্ন বেলা হইল। রৌদ্র উঠিল। রৌদ্র, বাতায়ন-রন্ধ্র পথে কক্ষ-প্রবেশ করিয়া—হেমচন্দ্রের চোকে, মুখে, মস্তকে লাগিতেছিল। তবুও হেমচন্দ্র উঠিলেন না। কে উঠিবে? হেমচন্দ্র ত অজ্ঞান!

সহসা একটী স্বর হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। গৃহের বাহিরে কে ডাকিল, "হেমচন্দ্র ?"

"কে ?"

উত্তর হইল, "যাদবানন্দ ঘটক।"

দ্বার মুক্ত হইল।

যাদবানন্দ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিতে করিতে বলিলেন, "হেম! টাকার কি করিতেছ ?"

হেমচন্দ্র, যাদবানন্দের দিকে চাহিলেন। যাদবানন্দ স্বতঃই বলিলেন, "অনেক টাকা চাই !"

হেমচন্দ্র এবার কথা কহিলেন। বলিলেন, "কিসে ?"

যাদবানন্দ ব্যঙ্গোক্তিতে বলিলেন, "কিসে তা জান না ? মল্লিকার বিবাহে !"

হেম। কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন ?

যাদ। উত্তম পাত্র। কুলে—শীলে—মানে সর্ব্বাংশেই ভাল।

হেম। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। "কোথায় সম্বন্ধ করিলেন" তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

যাদ। উত্তম স্থান। জল—বাতাস ভাল। জলত বাড়ীর

পায়ে বলিলেই হয়। খাদ্য সুখ[illegible]—সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। বাজার নিকট। গ্রামের [illegible] বলিলেও বলা যায়। আবার, সকাল—বিকাল দু-বেলা হা[illegible]।

হেমচন্দ্র বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "[illegible]! আপনাদের ঘটক-জাতির ঐটী বড় দোষ!"

যাদবানন্দ রাগত হইয়া বলিলেন, "কোনটী?"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "দোষ এই যে, এক কথার অন্য জবাব দিয়া, এবং পাঁচ রকম মিথ্যা বাড়াইয়া বলিয়া—কোন রূপে বিবাহের সাত-পাকটী ঘুরাইয়া দিতে পারিলেই হয়! আপনাদের কি? ঘটকালির টাকাত কোথাও যাইবে না? পরিশেষে যত যন্ত্রণা মেয়ের—আর মেয়ের বাপের!"

যাদ। কোন কথা মিথ্যা বাড়াইয়া বলিলাম?

হেম। কোন কথা?—জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় সম্বন্ধ করিলেন?" উত্তর—"উত্তম পাত্র!" পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর—"উত্তম স্থান!" এ সকল কি এক কথার অন্য জবাব নহে?

যাদ। ইহাকে এক কথার, অন্য জবাব বলে না। কথা এই যে,—আমি যখন এ বিবাহের ঘটক; তখন আমার কর্ত্তব্য তোমাকে এ বিষয় বিশেষ করিয়া বলি। তাহার পরে, তোমার ইচ্ছা হয় কন্যার বিবাহ দাও; না হয়, না দাও; সে তোমার ইচ্ছা। তোমাকে সমস্ত বিষয় সবিশেষ জানান আমার উচিত কি না?

হেম। উচিত। কিন্তু একে একে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর প্রদান করুন !

যাদ। কর ?

হেম। "কোথায় সম্বন্ধ করিলেন ?"

যাদ। "বিক্রমপুর। পল্লীকে—পল্লী ; সহরকে—সহর। আর পয়সা হইলে, সকল ব্যাই——"

হেমচন্দ্র, (যাদবানন্দের কথায়) বাধা দিয়া বলিলেন, "পাত্র কে ?"

যাদবানন্দ বলিলেন, "গঙ্গা প্রসাদ। জানবিৎ বর—যাচাই আবশ্যক করিবে না। আমি, কালি বিক্রমপুরে গিয়াছিলাম। আমরা কুলাচার্য্য—কথা পড়িলেই বুঝিতে পারি। গঙ্গা-প্রসাদের বিবাহে মত হইয়াছে ; তবে কি না—কথার ভাবে বুঝা যায়, কিছু অধিক টাকা লইবে।"

"এই বুঝি আপনার উত্তম পাত্র ? এই জন্য বুঝি এত—"

হেমচন্দ্র মনস্তাপে নীরব হইলেন।

যাদবানন্দ বলিলেন, "উত্তম নয়ই বা কিসে ? রূপে, গুণে বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, লিখিতে, পড়িতে, বলিতে গঙ্গা প্রসাদের সমান আর নাই।"

হেম। আর কএকটী গুণ বাকী থাকে কেন ?—গাহিতে বাজাইতে, নাচিতে ; বিশেষ—গাঁজা, গুলী, চরস, চণ্ডু, সিদ্ধি ; শেষটা,—

খানায় পড়িয়া, "অ—আ—ই—ঈ !"

যাদ। (সক্রোধে) এমন স্থানে আসাই নয় ! নির্দ্দোষী

ব্যক্তির নিন্দা ? বিশেষতঃ তুমি ত কতকগুলি অখাদ্য দ্রব্যেরই নাম করিয়া ফেলিলে ; গঙ্গাপ্রসাদ ইহার মধ্যে কোন্‌টী ব্যবহার করে ?

হেম। "তাঁহার সকল গুলিতেই অধিকার আছে। কিন্তু তাদৃশ সঙ্গতি নাই। সুতরাং সকল গুলি যুটিয়া উঠে না। গাঁজা অল্প পয়সায় হয়। একারণ গাঁজাটিতেই বিশেষ নিপুণ !" বলিতে বলিতে হেমচন্দ্রের শরীর দুঃখ-কণ্টকিত হইল। বলিলেন, "মহাশয় ! চোকে দেখিয়া গঙ্গাপ্রসাদকে কিরূপে কন্যা-দান করিব ? আমি মল্লিকার বিবাহ দিব না ; না হয়, মল্লিকা চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় থাকিবে !"

যাদ। সেকি ?

হেম। সেকি ! তবে কি চোকে দেখিয়া সর্ব্বগুণহীন অথচ, গাঁজা-খোরকে কন্যা-সম্প্রদান করিতে হইবে ?

যাদ। তুমি পাগল হইয়াছ ! নহিলে, এ প্রকার বলিবে কেন ?

হেম। আমি পাগল নহি ; যথার্থ কথাই বলিতেছি।

যাদ। এই বুঝি তোমার যথার্থ কথা ?

হেম। অযথার্থ কিসে দেখিলেন ?

যাদ। সকলি অযথার্থ ! গঙ্গা প্রসাদ দেখিতে, শুনিতে, সভ্য, ভব্য সর্ব্ব বিষয়েই ভাল ; তবে কিনা, বয়স একটু অধিক হইয়াছে।

হেম। একটু—না, সম্পূর্ণ ! আশীর উপরও যে দুই এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে !

যাদ। তা কুলীনের অমন একটু বয়সে বিবাহ হয়। এখনকার নব্যেরা খ্রীষ্টান। তাহাদের ব্রহ্মানুষ্ঠান—সন্ধ্যা, গায়ত্রী কিছুই নাই! বয়স অল্প খুঁজিলে খ্রীষ্টানে কন্যা-দান করিতে হয়। আর, বয়স একটু অধিক হইলে, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম থাকে, ব্রহ্মানুষ্ঠান থাকে, সকলি থাকে।

হেম। সকলের মধ্যে, গঙ্গা প্রসাদের কি আছে?

যাদ। গঙ্গাপ্রসাদের সকলি আছে। যে গুণি কুলীনের লক্ষণ,—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণং॥"—

তা সকলি আছে।

হেম। আছে—না, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে?

যাদ। "বিদ্রূপ?"

হেম। বিদ্রূপ করিতেছি না। যথার্থই বলিতেছি, গঙ্গা প্রসাদে গুণের লেশ মাত্রও নাই!

যাদ। বল কি। এখন ও কথা মুখেও আনিও না; তুমিইত আমাকে মল্লিকার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে বলিয়াছিলে?

হেম। আমিই সম্বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু ও প্রকার সম্বন্ধ করিতে বলি নাই!

যাদ। হেমু! তবে কিরূপ সম্বন্ধ করিতে বলিয়াছিলে?

হেম। সৎপাত্রে সম্বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম।

যাদ। কেন, গঙ্গা প্রসাদ কি সৎপাত্র নহে? তুমি বলিলে,

"গাঁজা-খোর।" গঙ্গা প্রসাদ কি গাঁজা খায়! গঙ্গা প্রসাদ নির্দ্দোষ। তবে কিনা, শ্বাস-কাসের পীড়া হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি একটু আফিঙ্গ ব্যবহার করে।

হেম। আফিঙ্গত গঙ্গাপ্রসাদের নিত্য-কর্ম্ম। তদ্ব্যতীত গাঁজা, গুলী, চরস, শেষ চণ্ডু মুখশুদ্ধি আছে!

যাদ। (সক্রোধে) আমরা কুলাচার্য্য। কুলীনের কুলজী গান করে বেড়াই—কুলীনের অন্ন খাই; আমরা কুলীনের নিন্দা শুনিতে পারি না। বিশেষতঃ গঙ্গা প্রসাদ "গদাধর ঠাকুরের সন্তান।" বড় কুলীন। তাহার নিন্দা?—

"কুলের রাজা মধুসূদন, গদাধর পাচ।
রতি, বিষ্ণু সম-ভাব আর আর সব কাচ্!"

তা সে সেই গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান। তাহার নিন্দা!

হেম। নিন্দার যোগ্য হইলে, সকলকেই নিন্দা করা যায়।

যাদবানন্দ বুঝিলেন যে, হেমচন্দ্র কথায় ভুলিবার লোক নহেন। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদু-ভাবে বলিলেন, "হেম! নিন্দা কর, নিষেধ করি না। কিন্তু দুহিতার বিবাহের কি করিবে?"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "না হয় দুহিতা অবিবাহিতা থাকিবে।"

যাদবানন্দ এ কথার উত্তর করিলেন না। বলিলেন, "হেম! আজি তোমাকে এরূপ রাগত রাগত দেখিতেছি কেন!"

বাস্তবিকও হেমচন্দ্র স্বপ্ন দেখিয়া পর্য্যন্ত, গঙ্গাপ্রসাদের নামে চটিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহারও সাক্ষাতে

বলিতে পারেন না; কেমন করিয়াই বা বলিবেন? সুতরাং অন্য-বিধ ভাবে বলিলেন, "আপনি রাগ করিবেন না। গঙ্গা প্রসাদ নিকটস্থ বলিয়াই তাহার দোষ গুণ সমস্ত জানিতে পারিয়াছি; তজ্জন্যই নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু দূরস্থ হইলে, দোষ গুণ কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। সুতরাং নিন্দাও করিতাম না। আপনার কথাই "বেদবাক্য" বলিয়া স্বীকার করিতাম।"

যাদবানন্দ বলিলেন, "তাহা যেন হইল, না হয় দুহিতা অবিবাহিতা থাকিবে এ কথা বলিলে কেন?"

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন।

যাদবানন্দ আবার বলিলেন, "হেম! কন্যা কি অনূঢ়া রাখিতে পারিবে?"

হেমচন্দ্র আরও অপ্রতিভ হইলেন। বিনীত-ভাবে বলিলেন, "মল্লিকার বিবাহের ভার আপনার উপর।"

যাদ। তাহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু তোমার পাত্রটি যন্ন যে দুষ্প্রাপ্য?

হেম। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যতীত, আর একটী সৎপাত্র চেষ্টা করিবেন। আপনি যত্ন করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। মূল কথা—পাত্রটী ভাল হয়। আমি অর্থ ব্যয়ে কাতর নহি। যে যত অর্থ চাহে, আপনি তাহাই স্বীকার করিবেন। আর আপনার ঘটকালির পরিশ্রম বিষয়েও কিছুমাত্র অবিবেচনার কার্য্য হইবে না।

টাকার কথা নহিলে, ঘটকের মন নরম হয় না। যাদবানন্দ স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "আমি আজিই পাত্রানু-

সন্ধানে যাইব। ফলে, যাহা হয় পাঁচ দিন পরে জানাইব।” এই বলিয়া যাদবানন্দ প্রস্থান করিলেন। আর, যাইবার সময় মনে মনে যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা পরে প্রকাশ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরলা।

হেমচন্দ্র আপাততঃ কথঞ্চিৎ স্থির-চিত্ত হইলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন, “যাদবানন্দ পাঁচ দিন পরে আসিয়া যাহা হয় বলিবেন।” কি বলিবেন? সে ভবিষ্যদ্বিষয়। এখন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু ভাল-চিন্তাটীই অগ্রে মনোমধ্যে দেখা দেয়। (পরে যাহা হয় হইবে) এখন হেমচন্দ্রের মনের বিশ্বাস যে, “যাদবানন্দ আসিয়াই শুভ-সংবাদ দিবেন।”

যখন মনে কোন গুরুতর চিন্তা জন্মে, তখন নিতান্ত বন্ধু-ব্যক্তির সহিত আলাপও ভাল লাগে না। কিন্তু মন ভাল থাকিলে, আর মনের সে ভাব থাকে না। তখন মন স্বতঃই প্রিয়-জনের নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। এখন হেমচন্দ্রের মন কতকাংশে নিশ্চিন্ত। সুতরাং হেমচন্দ্রেরও মন ছুটিল। কোথায়?

কোথায়?—সমস্ত রাত্রি উপবাস। রাত্রি জাগিয়া চক্ষু

ফুলিয়াছে। তাহাতে কে ক্লেশ মনে করে। "হয়ত অন্য দিকেও উপবাস!"—কি হইয়াছিল, জানিবার জন্য হেমচন্দ্র তাড়াতাড়ি প্রিয়তমা বনিতা সরলার নিকটে গমন করিলেন।

পাঠক! "প্রশংসা রূপের না গুণের?" গুণের প্রশংসাই অধিক। তবে, রূপের সঙ্গে গুণ থাকিলে, সোনায়—সোহাগা হয়। সরলা সেইরূপ রূপে-গুণে সুন্দরী।

সরলার বর্ণটী হরিদ্রাক্ত নহে। উজ্জল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বর্ণটী আপাদ-মস্তক স্নেহ মাথান। অনিন্দিত মুখখানি অতি সুন্দর—সরলতা-ব্যঞ্জক; যেন, দর্শককে ভালবাসিবার জন্য সরল-ভাবে ইঙ্গিত করিতেছে। মুখের মধ্যে আবার চোক-ছুটী খুব ভাল। কৃষ্ণতার চক্ষু ছুটী যে সম্পূর্ণ স্থির, তাহা নহে। একবার দেখ, বোধ হইবে যেন, চোক-ছুটী নাচিতেছে; আবার দেখ বোধ হইবে যেন, হাসিতেছে। ফলতঃ চোক-ছুটী যে কি জন্য হাসে, কি কারণে নাচে, তাহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু ইহা অনায়াসে অনুভব করা যায় যে, চক্ষু-ছুটী—অকপট; যেন স্পষ্ট-রূপে "সরলা" নামের পোষকতা করিতেছে। অঙ্কিত-ভ্রূ-যুগ সুচিত্রিত—মধ্যস্থূল—সূচ্যগ্র-সমাপ্ত। অন্যান্য যাবতীয় অঙ্গ সুগঠিতাকৃতি ও সুমানান। বস্তুতঃ সরলা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরী। সরলার স্বভাবও যার পর নাই সুন্দর।

সরলাকে সুন্দরী বলায়, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, যাহার ষোড়শী কন্যার বিবাহ; সে যদি সুন্দরী, তবে কুৎসিতা কে?

পাঠক! মনে করুন, একজন প্রতিমা-নির্ম্মাতা একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গেল। গঠন তাদৃশ ভাল হইল না। ক্রমে প্রতিমা-খানি বেশ শুখাইল। পরিশেষে এক জন কর্ম্মঠ চিত্র-কার আসিয়া, প্রাণপণ যত্নে রং ফলাইল; প্রাণপণে চিত্র করিল। চিত্র নিখুঁত হইল। কিন্তু প্রতিমা মানাইল না।

কারণ?

কারণ,—'মূলে ভুল প্রতিমা-খানির প্রথম গঠন ভাল হয় নাই।'

কিন্তু যদি প্রতিমা-খানির প্রথম-গঠন ভাল হইত; তবে চিত্রকার বিনা-প্রযত্নেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। প্রতিমা-খানি বেশ মানাইত।

পাঠক! সরলা-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিবেচনা করুন। যাহার প্রথম গঠন ভাল হয়, বয়সে তাহাকে কুৎসিত করিতে পারে না। আর যাহার প্রথম-গঠন কুৎসিত হয়, সে কোন কালেই সুশ্রী হইতে পারে না। সরলার প্রথম-গঠনই নিখুঁত।

সরলা গৃহ-মধ্যে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। কি ভাবিতে ছিল? ভাবিতেছিল, "স্ত্রীলোকে কেমন করিয়া স্বামীর উপর মান করে? জানিলে, আজি মান করিয়া থাকিতাম!"

সরলার অধিক-ক্ষণ এ চিন্তা করিতে হইল না। কারণ, সেই সময়ে হেমচন্দ্র কক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলে! কি চিন্তা করিতেছ?"

সরলা চাহিয়া দেখিল। দেখিল, যাহার চিন্তা,—সেই। বলিল, "কালি আসিলে না কেন?"

হেম। এই বুঝি উত্তর হইল?

সর। আগে আমার কথার উত্তর দাও?

হেম। কি?

সর। রাত্রে আহার করিতে আসিলে না কেন?

হেম। কারণ ছিল।

সর। কি?

হেমচন্দ্র কথা কহিলেন না।

সরলা স্বতঃই বলিল,"তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছিল? তা বল না কেন? আমি রাত্রে শ্যামার মুখে শুনিয়া, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

হেম। কি ঔষধ?

সর। একটু মিছ্‌রী ভিজার জল। আনিব?

হেম। না।

সর। কেন?

হেম। আমার কোন অসুখ হয় নাই।

সর। অসুখ হয় নাই ত শ্যামাকে মারিতে আসিয়াছিলে কেন?

হেম। যন্ত্রণায়!

সর। এত যন্ত্রণা কেন?

কেন? হেমচন্দ্রের মুখে দুঃখের হাসি আসিল। বলিলেন, "যার জ্বালা,—সেই জানে।"

সরলার সে নাচানিয়া চক্ষু, হেমচন্দ্রের মুখের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইল। সরলা বলিল, "তুমি কি আমাকে ভালবাস না?"

হেম। "বাসি।"

সর। "না।"

হেম। কেন সরলে?

সর। ভাল বাসিলে, তোমার যন্ত্রণা অবশ্যই জানিতাম।

হেমচন্দ্র সরলার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কথা কহিতে পারিলেননা। কি উত্তর করিবেন? একদৃষ্টে সরলার সে স্নেহ-পূর্ণ সরল চক্ষু প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বিস্মিত হই-লেন। দেখিলেন, চোকে আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য! ভাবিলেন, চোকে কি আন্তরিক ভাব প্রকাশ পায়? অথবা, এরূপ চক্ষু যার, সে বুঝি সরলাই হয়; এবং এপ্রকার চক্ষু হইলেই বুঝি তাহার আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করে। আরও দেখিলেন, যেন সরলার চক্ষু বলিতেছে,—

হেম! তুমি সরলাকে ভালবাস না। ভালবাসিলে তাহাকে মনের কথা লুকাইবে কেন? অবশ্যই সরলাকে মনের কথা বলিতে। কিন্তু তুমি যে সরলাকে ভাল বাস না; তাহাতে সে কিছুমাত্র দুঃখিতা নহে। সরলা মনে করে, তাহাকে তুমি কি গুণে ভাল বাসিবে? তাহাতে ভাল বাসিবার মত কি আছে? যদি কিছু থাকিত, তবে তুমি অবশ্যই তাহাকে ভাল বাসিতে।

পুনশ্চ,—তুমি মনে করিতে পার যে, তুমি সরলাকে ভাল বাস না বলিয়া, সরলাও তোমাকে ভালবাসে না! সরলা তাহা কখন পারিবে না; প্রাণ থাকিতে নহে! সে তোমাকে আজীবন সমান ভাল বাসিবে।

যেন চক্ষু পুনর্ব্বার বলিল, তুমি সরলার জীবন-সর্ব্বস্ব। তুমি এখানে কেন? আইস। সরলা তোমাকে রম্য-স্থানে রাখিবে। তথায় থাকিতে বিশ্বাস না হয়, সরলা তোমাকে অকপট মনে হৃদয় খুলিয়া দেখাইবে। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়—হৃদয় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অপরিমিত প্রেম; সেই অপরিমিত-প্রেম-পূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয় খানি অকপটে দেখাইবে। যদি সেখানে থাকিতে তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ হয়, তবে সরলা সেই দণ্ডেই তোমার জন্য প্রাণ দিবে।

আবার বলিল,—তোমার মুখ অত ম্লান কেন? সরলা মরিলে কি তুমি সুখী হও? যদি হও, তবে সে অধিক কষ্ট-সাধ্য নহে। সরলা তোমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করে; গুরুর মত দেখে। সে তোমাকে কখন অযত্ন করে নাই; কখন ভিন্ন ভাবে দেখে নাই। যদি কখন অযত্ন করে, তবে সেই দিন বলিও, "সরলা অবিশ্বাসিনী! সরলার জীবনের সুখ কি? "তুমি।" তুমি অবিশ্বাসিনী মনে করিলে, সরলা তখনি মরিবে।"

হেমচন্দ্রের ভ্রান্তি জন্মিল। হেমচন্দ্র শুনিলেন যেন সরলা বলিতেছে, "তুমি যদি সরলাকে মনের কথা না বল; তুমি যদি সরলাকে না ভাল বাস, তবে সরলার বাঁচিয়া কি সুখ? মরাই ভাল।" তখন হেমচন্দ্র অপরিমিত প্রেম-পূর্ণ মুখে বার-বার বলিতে লাগিলেন, "সরলে! আমি তোমাকে ভাল বাসি। তুমি আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ করিতেছ?"

সরলা মাথা নাড়িল, "না।"

হেমচন্দ্র এবার আর সরলার চক্ষে সেরূপ দেখিলেন না। এবার দেখিলেন যেন চক্ষু বিনত-ভাবে বলিতেছে, "তুমি কাহার জন্য কাতর হইতেছ? সরলার জন্য? সরলা কে? সরলা তোমার দাসী। দাসীর জন্য অত কেন? সে চিরকাল তোমার দাসী থাকিবে।" হেমচন্দ্র আবার বলিলেন, "সরলে! আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমাকে ভাল বাসি।"

সরলা, কি বলিবে মনে করিয়া হেমচন্দ্রের দিকে চাহিল। কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। আবার সে সরল-চক্ষু ঘুরিয়া মৃত্তিকোপরি পড়িল।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "এ মান।" আবার মনে হইল, না। সরলা মান কাহাকে বলে, জানে না। এ সরল চক্ষের মান কেমন? হেমচন্দ্র ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "সরলে! আমার উপর কি রাগ করিয়াছ?"

সরলা বলিল, "না।"

হেম। না ত কথা কহিতেছ না কেন?

সর। তুমি মনের কথা বলিলে না কেন?

হেম। সরলে! মাথা মুণ্ডু সে বলিবার কথা নহে! শুদ্ধ শুনিয়া তোমার ক্লেশ হইবে বলিয়া বলি নাই। নহিলে, তোমার কাছে এ হৃদয়ের কি গোপনীয় আছে?

সর। তবে বলিতেছ না কেন?

হেম! তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া।

সর। যে ক্লেশ তুমি সহিতে পারিয়াছ, তাহা সরলাও সহিতে পারিবে।

হেম। না সরলে! এ সেরূপ কথা নহে!

সর। তবে বলিবে না?

হেম। সরলে! বলিতেছি,———

সরলা হেমচন্দ্রের দিকে চাহিল।

তখন হেমচন্দ্র আদ্যোপান্ত স্বীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া, সরলার গায়ে কাঁটা দিল। সরলা বলিল, "শুন, আমার এক ভিক্ষা,———

হেম। কি?

সর। "তুমি গঙ্গাপ্রসাদের নাম মুখে আনিতে পারিবে না।"

হেম। সরলে! তা কি আর বলিতে হয়?

সর। আর এক কথা,———

হেম। কি?

সর। মল্লিকার ভাল বিবাহ দিও!

হেম। আমার কি অনিচ্ছা! কিন্তু ভাল পাত্র যে পাওয়া যায় না!

"চেষ্টা কর। এরূপ বিবাহ দিও, যেন মল্লিকা, আমার মত সুখী হয়।" এই বলিয়া সরলা গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইল।

হেমচন্দ্রও "তাহাই হইবে" বলিয়া, বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সোনায়-সোহাগা।

রাত্রি তিনদণ্ডাতীত। গঙ্গা প্রসাদ একাকী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন। চণ্ডী-মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী পার্শ্ব-ভগ্ন মৃন্ময় প্রদীপ জ্বলিতেছে। তৈল-ভাব প্রযুক্ত হ্রস্ব-দীপ্তি প্রদীপালোক মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। গঙ্গাপ্রসাদ নির্জনে বসিয়া গাঁজা খাইতেছিলেন।

গাঁজা খাওয়া সমাপ্ত হইল। গঙ্গাপ্রসাদের মন এতক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। এখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। গঙ্গাপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "যাদবানন্দ বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আজি তিনি আসিবেন। কই, এখনওত আসিলেন না? কেন, হেমচন্দ্রের কি অমত হইয়াছে? হইবে।

হেমচন্দ্র বড় বুদ্ধিমান্। সকলেই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করে! তা যদি আমার সহিত দুহিতার বিবাহ দিতে, হেম অমত প্রকাশ করিয়া থাকেন; তবে আমি তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ বলিতে পারি না!

কেন?

কেন? গরিব-ব্রাহ্মণ কিছু টাকা পায়; তাহাতে কণ্টক? হেমের কি ব্রহ্ম-শাপেরও ভয় নাই? তিনি কি একবারও মনে

করিবেন না; একবারও ভাবিবেন না যে, "ইহাতে অমত করিলে ব্রহ্ম-মন্যুতে পড়িতে হইবে—গঙ্গাপ্রসাদ মর্ম্মান্তিক গালি দিবে?"

না। হেম কি আর অমত করিতে পারেন? তিনিইত আমার নিকটে যাদবানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন! বিশেষতঃ যাদবানন্দকে যে কথা বলিয়াছি; তাহার জোরে—যাদবানন্দ যে প্রকারেই হউক, হেমচন্দ্রের মত করাইবে।

কি কথা?

সে কথা, মনে মনে থাকুক, এখন ভাঙ্গিব না। না, বলি। এখানে কে আছে যে শুনিবে? বড় করিয়া বলিব না, যদিই কেহ শুনিতে পায়! আস্তে আস্তে বলি,—

যাদবানন্দ আবার আমাকে বলেন যে, "বিবাহ করিয়া যে টাকা পাইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ আমাকে দিতে হইবে। তোমার 'ভীমরথী হইয়াছে! তোমাকে হেম কন্যা-সম্প্রদান করিবে কেন? হেমের কি দৌহিত্রের মুখ দেখিবার ইচ্ছা নাই; না, দুহিতার মুখ দেখিবার ইচ্ছা নাই, তাই তোমাকে কন্যা-দান করিবে? যদিই করে, ত সে আমারই গুণে। টাকা নহিলে, কেন আমি তোমার জন্য এত পরিশ্রম-স্বীকার করি; কেনই বা পাঁচ রকম মিথ্যা-কথা বলিতে যাই?

আমি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিয়াছি। নহিলে, যাদবানন্দ ঘটকালি করিতে চাহেন না। কিন্তু মনে মনে যাহা গড়িয়া রাখিয়াছি, তাহা এখন বলিব না। অগ্রে—হাত করি, তার পর সে পরে বলিব।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যাদবানন্দ হেমচন্দ্রের নিকটে বিদায়-কালীন মনে মনে ইহারই কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "হেম! যাদবানন্দ গঙ্গাপ্রসাদ-সমীপে যে আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়াছে, সে আশা যাদবানন্দ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যত পাত্রানুসন্ধান করিতে বল না কেন; যত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও না কেন, যাদবানন্দ গঙ্গাপ্রসাদের সহিতই মল্লিকার বিবাহ দেওয়াইবে!"

গঙ্গাপ্রসাদ পুনর্ব্বার ভাবিলেন, "তবে আপনার কথাও বলিতে হয়।—আমার আর বিবাহ করা ভাল দেখায় না। বৃদ্ধ বয়স। এখন বিবাহ করিলে, লোকে নিন্দা করিবে। তা লোক-নিন্দায়ই বা ক্ষতি কি? আমার বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যই টাকা। (নহিলে, কুলীন হইয়া কে কোন্ কালে ঘটকের খোসামোদ করিয়া বিবাহ করে?) সেই টাকা যখন পাইতেছি; তবে আর বিবাহে দোষ কি? টাকাই কুলীনের কুল! টাকা পাইলে, আমরা লোক-নিন্দায় ভীত হই না। শুদ্ধ কি লোক-নিন্দা?——

টাকা কুলীনের কুল—টাকাই সন্তোষ।
টাকা পেলে, কোন কাজে না বিচারি দোষ।

বিশেষ আবার আজি কালি বড় টানাটানি। হাতে একটী পয়সা নাই। না হয়, এক বেলা পেটে না খাইয়াও থাকিতে পারি; কিন্তু, একটু গাঁজা ও একটু আফিঙ্ নহিলে ত এক তিলও চলে না! আবার আফিঙ্গের অনুপান একটু দুগ্ধ নহিলেও চলে না! পয়সা নহিলে এ সকল কোথা হইতে

হইবে? এ বিবাহটা ঘটিলে এখন ত কিছু-দিন চলে; তার পর নয় (বিবাহ করা না করা) শেষে আবার বিবেচনা করা যাবে।

এই ত 'আর না—আর না' করিয়াও, এক পণ বিবাহ করিয়াছি! এত যে বৃদ্ধ হইয়াছি; যদি টাকা পাই, তবে এখনও আর এক পণ বিবাহ করিতে পারি! বিবাহে ত আমার কোন কষ্ট নাই, কেবল একদিন যাতায়াতের পরিশ্রম-মাত্র। তা না হয়, পালকীতেই যাইব। কিন্তু এটী আমাদের (কুলীনের) বড় একটা ব্যবহার নাই। আমাদের প্রথম বিবাহেই যাহার ভাগ্যে যাহা হউক, পরিশেষে পদব্রজেই কার্য্য-সমাধা করিয়া থাকি। তা যাহাতেই হউক, যাওয়ার জন্য আর আট্‌কাইবে না।"

মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিয়া, গঙ্গাপ্রসাদ পরিশেষে মল্লিকার সহিত বিবাহ-বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। "পণের টাকা পাইব" এই কথা বারম্বার তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। মনোমধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ জন্মিল। কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশের অন্য কোন উপায় ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদ সকল আনন্দাধারে সে আনন্দ রাখিলেন—পুনর্ব্বার গাঁজা সাজিলেন!

সোনায়—সোহাগা। একে বিবাহের আনন্দ, তাহার উপর গাঁজা! উভয় আনন্দে গঙ্গাপ্রসাদের মন গলিল।

তখন গঙ্গাপ্রসাদ পৃথিবী-ময় আনন্দ দেখিতে লাগিলেন। মনে আনন্দ; গৃহে আনন্দ; হুঁকা আনন্দ-রবে মুহুর্মুহুঃ ডাকি-

তেছে। কলিকায় আনন্দের আগুণ; আনন্দে, আনন্দ-ধূম প্রসব করিতেছে। চারিদিকে আনন্দ। আনন্দে গঙ্গাপ্রসাদের মন উথলিয়া উঠিল। আনন্দের অতিরেকে ইন্দ্রিয়গণও বিপরীত ভাব ধারণ করিল। আনন্দে সে ক্ষুদ্রায়তন চক্ষু-দ্বয়, অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্রায়তন ও রক্তবর্ণ হইল; তাহার বয়স-সুলভ শিথিল-জ্যোতিঃ, আরও অপ্রখর হইল। গঙ্গাপ্রসাদ স্বাভাবিকই একটু বড় কথা নহিলে, শুনিতে পাইতেন না। এক্ষণে, আনন্দে সে কর্ণ-দ্বয় প্রায়াবরুদ্ধ হইল। স্বাভাবিক সরস-রসনা, আনন্দে বিশুষ্ক ও নীরস হইল। আনন্দে গঙ্গাপ্রসাদের মস্তক ঘুরিল; দেহ ঘুরিল; সে ক্ষুদ্রারক্তিম চক্ষু ঘুরিল; জগৎ ঘুরিল!

গঙ্গাপ্রসাদের সে সময়ের আনন্দ-সাগরের আনন্দ-সন্তরণ দেখিবার লোক তথায় অন্য কেহ ছিল না। কেবল-মাত্র এক ব্যক্তি (কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই) দ্বারান্তরালে থাকিয়া দেখিতেছিলেন। সে, যাদবানন্দ।

যাদবানন্দ, হেমচন্দ্রের নিকটে বিদায় হইয়া দুই দিন পাত্রানুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এ পাত্রানুসন্ধানের কারণ স্বতন্ত্র। ভাবিয়াছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ ত হাতের মধ্যেই আছে; তদ্ব্যতীত দেখি যদি ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা পাই। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের মত গুণ-বান্ পাত্র নহিলে, কে তাঁহাকে ঘুষ্ দিয়া বিবাহ করিবে? সুতরাং যাদবানন্দের এ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। যাদবানন্দ কোথায়ও মনোমত পাত্র না পাওয়ায় পরিশেষে ভাবিলেন, "দূর হউক! কোথায় পাত্র

খুঁজিয়া বেড়াইব? গঙ্গাপ্রসাদও ত যাহা পাইবে তাহার অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে; বিশেষ আবার তাহাকে পূর্ব্বেই আশা দিয়াছি। আপাততঃ সেইখানেই যাই; তাহার পরে হেমচন্দ্রকে যাহা হয় একটা বলিব।" এই মনে করিয়া যাদবানন্দ, গঙ্গাপ্রসাদের বাটী উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন গঙ্গাপ্রসাদ গাঁজা খাইতেছিলেন। যাদবানন্দ ভাবিলেন, এখন নিকটে যাওয়া উচিত নহে; গঙ্গাপ্রসাদ লজ্জা পাইবে। আবার ভাবিলেন, হেম কি সাধ করিয়া গাঁজাখোর বলিয়াছে! আমি বাড়াইলে কি হইবে, এ সকল কি কখন অপ্রকাশ থাকে? বিশেষ, বাড়ীর কাছে বাড়ী! হেম, সমস্তই জানিতে পারিয়াছে; না বলিবে কেন? হেমেরই বা দোষ কি! হেম ত দেখিয়া শুনিয়া কন্যাটীকে জলে ফেলিতে পারে না?

আমিই বা কি করিব? পূর্ব্বে হইলেও বা যাহা হয় একটা করিতে পারিতাম। এখন গঙ্গা প্রসাদের সহিত (ভালই হউক, আর মন্দই হউক) একটী বন্দবস্ত করিয়াছি। আবার সে দিবস (হেমচন্দ্রের অমতে) গঙ্গা প্রসাদকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, "তোমাকে কন্যা-সম্প্রদান করিতে হেমের একান্ত ইচ্ছা; এখন তোমার মত হইলেই হয়।" আর, আমার আজি এখানে আসিবার কথাও বলিয়া গিয়াছিলাম। দেখি কি হয়।

যাদবানন্দ গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ প্রথমতঃ চিনিতে পারিলেন না। মুদিতোন্মুখ-

চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, আর কিছুই নহে; এ নিঃসন্দেহ উপদেবতা। মনে একটু ভয় হইল। তখন উপদেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, "মেরোনা দাদা! তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে। তুমি আমার জ্ঞাতি; সম্পর্কে ভাই হও। আরও গাছে তোমার বাস, সম্প্রতি গাছ হইতে আসিতেছে। লোকে, গাঁজাকেও কাঠ-নেশা বলে, সম্প্রতি আমিও কাঠ-নেশা করিয়া বসিয়া আছি। কাষ্ঠ,তোমার বাসা—আমার খাদ্য; এ সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠতা আছে।"

উপদেবতা কথা কহিল না।

তখন গঙ্গা প্রসাদ ভাবিলেন, উপদেবতা নহে। উপদেবতা হইলে কথা কহিত। বড়-ভাইয়ের জিজ্ঞাসায় কি এতক্ষণ নিরুত্তর থাকিতে পারে? "এ ভাদ্র-বধূ প্রেতিনী।" বলিলেন, "ছি! বধূমাতা তুমি ত বড় লজ্জা-হীনা? ভাশুরের ঘরে ভাদ্র-বধূ! ভূত-ভায়া দেখিলে, মর্ম্মান্তিক রাগ করিবেন। মনে করিবেন, "দাদার বুঝি ভাদ্র-বধূর সঙ্গে ব্যভি—।" সে কথা মুখে আনিব না। তুমি শীঘ্র বাহিরে যাও?"

প্রেতিনী বাহিরে গেল না।

গঙ্গাপ্রসাদের মনে সন্দেহ জন্মিল। ভাদ্র-বধূ হইলে, আবার কোন লজ্জায় ঘরে থাকিবে? ভাশুরের সহিত রহস্য? না, এমন হইবে না। বিশেষ, ভাশুরের মত ভাশুর; উপযুক্ত ভাশুর। এ কখন ভাদ্র-বধূ প্রেতিনী নহে।

তখন, গঙ্গাপ্রসাদ স্থির-দৃষ্টে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, ভূত বা প্রেতিনী, এ দুইয়ের

একটীও নহে। কারণ, গঙ্গাপ্রসাদ মৃত্তিকার উপর ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। উপদেবতা হইলে, মৃত্তিকায় ছায়া পড়িবে কেন? গঙ্গাপ্রসাদ ধ্রুব জানিতেন যে, উপদেবতার ছায়া নাই।

তবে কে?

অবশেষে স্থিরী-কৃত হইল যে, মানুষই বটে। এ আর কেহ নহে; "মনোহর।" নহিলে রাত্রে আসিবে কেন? রাত্রে ত এখানে আর কেহ আইসে না।

মনোহর সেন, গঙ্গাপ্রসাদের গাঁজার-ইয়ার। মনোহর প্রত্যহ রাত্রে এক একবার গঙ্গাপ্রসাদের কাছে আসিত। তবে যে দিবস নিতান্ত প্রয়োজন থাকিত, সেই দিন তাহার আসা বন্ধ হইত।

গঙ্গাপ্রসাদ মনে করিলেন, মনোহর বুঝি রাগ করিয়াছে। নহিলে, কথা কহিতেছে না কেন? আমি মনোহরকে না বলিয়া একা একা গাঁজা খাইতেছিলাম; তা মনোহর ইহাতে রাগও করিতে পারে। এই ভাবিয়া গঙ্গা প্রসাদ, মনোহরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিশুষ্ক কণ্ঠে, অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে, রাম প্রসাদী সুরে, গীত ধরিলেন;—

"তাই গাঁজা-প্রেম ভালবাসি।
আছে অন্ত-কালে নরক-রাশী॥
সদ্যঃ, পাপী-বিনাশিতে; গাঁজায় আছে তীক্ষ্ণ অসি।
ডঙ্কা মেরে চলে যাব, গাঁজা খেলে সদ্যঃকাশী!"

যাদবানন্দ এতক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে ছিলেন। আর কথা না

কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "গঙ্গাপ্রসাদ একে বারে অধঃপাত যাইতেছ ?"

গঙ্গা প্রসাদ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "বাঃ! এং মনোহর নহে! তবে তুমি কে ?"

যাদবানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন, "বুড় বয়সে, একেবারে লোক হাসাইতে বসিয়াছ ?"

গঙ্গাপ্রসাদ এবার চিনিলেন। বলিলেন, ঠাকুরদাদা। আমি চিনিতে পারি নাই ?"

"তা বুঝিয়াছি!" যাদবানন্দ উপবিষ্ট হইলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম-সম্পর্কে যাদবানন্দকে ঠাকুর-দাদা বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু বয়স সম্বন্ধ ধরিলে, গঙ্গাপ্রসাদই ঠাকুরদাদা হন। গঙ্গাপ্রসাদ স্বতঃই বলিলেন, "তবে ঠাকুর-দাদা, কি মনে করিয়া ?"

যাদবানন্দ বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধ করিতে।" আর মনে মনে বলিলেন, হেমচন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিতে!

গঙ্গা। কোথায় ? হেমচন্দ্রের কন্যার সহিত ?

যাদ। নহিলে, আর কাহার এমন কপাল জোর ? কে এমন সর্ব্ব-গুণাকর স্বামী-রত্ন লাভ করিবে ?

গঙ্গা। কেন আমার গুণ কি অল্প ?

যাদ। তাহাতে আরও সন্দেহ আছে ?

গঙ্গা। কেন, কিসে আমাকে নির্গুণ দেখিলেন ?

যাদ। শুদ্ধ, ছাই ভস্ম খাওয়ায়!

গঙ্গা। কি খাইয়াছি ?

যাদ। গাঁজা।

গঙ্গা। পূর্ব্বে খাইতাম; কিন্তু এখন আর খাই না।

যাদ। কেন, এইমাত্র যে খাইলে?

গঙ্গা। আর খাই না; তবে কি না, বিবাহের বৎসরটা সুধু সুধু যায়, তাই একবার খাইয়া দেখিলাম।

যাদ। তাহা ত অনেক-ক্ষণ বুঝিয়াছি! এখন আমি বলি কি,—যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ সকল পরিত্যাগ করিলে ভাল হয় না?

গঙ্গা। হয়।

যাদ। তবে পরিত্যাগ কর না কেন?

গঙ্গাপ্রসাদ বলিলেন, "পরিত্যাগ ত করিয়াছি।" মনেমনে বলিলেন, কে পরিত্যাগ করিবে? এ দেহ ভস্ম না হইলে নহে!

যাদবানন্দ বলিলেন, "এখনও অর্দ্ধ-দণ্ড-কাল গত হয় নাই, খাইলে; আবারও বলিতেছ, পরিত্যাগ করিয়াছি!"

গঙ্গ। সে কথা যা'ক! এখন আসল কথার কি, তা বলুন?

যাদ। আসল কথা কি?

গঙ্গা। হেমচন্দ্রের ত মত হইয়াছে?

যাদ। হইয়াছে।

গঙ্গা। না হইবে কেন? আমার সহিত যে বিবাহ হইবে, এটী তাঁহার কন্যীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

যাদ। সৌভাগ্য অল্প নহে, সম্পূর্ণ! এখন বিবাহে কোন প্রকার অমত নাই ত?

একটী স্ত্রীলোক ঘরে না থাকিলে, গৃহ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না; অধিক কি, নিজে রাঁধিতে হয়! বিশেষতঃ গৃহিণীর সন্তান সন্ততি হয় নাই ; হইলে, তাঁহার ভাগ্যে স্বামী-গৃহে বাস ঘটিত কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। এক-পণ সতীনের মধ্যে, গৃহিণী একা স্বামী-গৃহে ছিলেন বলিয়া যে আদরে ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত! তবে, স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রণয়-ভাগিনী হইলে; স্বামীর মুখে মিষ্ট কথা শুনিতে পাইলে, সাংসারিক যাবতীয় দুঃখকে মনোমধ্যে তুচ্ছ-জ্ঞান করিতে পারে। গৃহিণীর ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। তিনি কার্য্যের মধ্যে, কেবল সাংসারিক কার্য্যে দাসীর ন্যায় খাটিতেন মাত্র।

গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র ও কন্যা, উভয়ে অনেকগুলি হইয়াছিল। তাহারাও স্ব স্ব মাতামহালয়েই বাস করিত। পুত্রেরা, যত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ না হইত; তত দিন পর্য্যন্ত পিতাকে চিনিত না। কিন্তু, এ নিয়মটী কন্যার পক্ষে ছিল না। কন্যারা, (কি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা) কোন কালেই পিতাকে চিনিত না! তবে, গঙ্গাপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে কি না, কোন দিন বিবাহ হইবে, সে সন্ধান লইতেন। কিন্তু এ অনুসন্ধান পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত নহে! ইহার অন্য একটী কারণ আছে।

কারণ এই যে,—গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের বিবাহ দিনে তাড়াতাড়ি শ্বশুর-বাটী উপস্থিত হইতেন। কিন্তু, তথায় কাল-বিলম্ব করিতেন না; বিবাহ-রাত্রে, কন্যা-কর্ত্তার স্বীকৃত অর্থ হস্তগত

করিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। আর চির-জীবন পুত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকিত না!

কুলীন-কন্যার বিবাহে অর্থ পাওয়া যায় না। বরং, অধিক অর্থ-ব্যয় নহিলে বিবাহ হয় না। গঙ্গাপ্রসাদ তাহাতে বড় চতুর! কন্যার বিবাহে যাইতেন না; এবং বিবাহ হইল কি না, সে সন্ধানও করিতেন না। কন্যার কোনরূপ লভ্য না থাকায়, কোন কালেই কন্যার সহিত গঙ্গাপ্রসাদের আত্মীয়তা ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদের সাংসারিক ব্যয়ের পক্ষে, নিজের ও পুত্রের বিবাহই একপ্রকার অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। আর দুই একটী শ্বশুর-বাটী হইতেও মাসিক-বৃত্তি-স্বরূপ, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতেন।

গঙ্গাপ্রসাদ কুলীন ব্রাহ্মণ; অন্যান্য প্রকারেও কিছু কিছু পাইতেন। বংশজ কি শ্রোত্রিয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণে গেলে, সম্মান-স্বরূপ কিঞ্চিৎ পাইতেন। (যেখানে কিছু না পাইতেন, সেখানে বড় মাছের মুড়টাও পাইতেন!) এইরূপ পাঁচ-প্রকারে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। তবে যাহা তাঁহার মাসিক ব্যয় হইত; তাহা যদি সুদ্ধ সাংসারিকে ব্যয়িত হইত, তবে সচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। কিন্তু, তাঁহার অধিকাংশই গাঁজা ও আফিঙ্গে ব্যয়িত হইত; সুতরাং সাংসারিক ব্যয়ের পক্ষে অনাটন পড়িয়া যাইত।

এইস্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে।—গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম-মধ্যে চিকিৎসক ছিলেন। বিষ-ভিষক্। বিষ-বড়ী প্রয়োগই তাঁহার বিষ্-চিকিৎসার প্রধান

ঔষধ ছিল। এ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তাঁহার অল্প পসার ছিল না। লাভও অল্প ছিল না। তবে, ভদ্র-সমাজে বিদ্রূপ করিয়া যাহাই বলুন না কেন; নীচ-সম্প্রদায়ে ধ্রুব জানিত যে, দেশের মধ্যে তিনি একজন দিগ্‌গজ চিকিৎসক। এজন্য সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে দুই একজন লোক দেখিতে পাওয়া যাইত। এবং উল্লিখিত চিকিৎসার কথায় কথায় বিষের প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহার গৃহে নানাজাতীয় তীব্র-বিষ সতত সংগ্রহ থাকিত।

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন। গঙ্গাপ্রসাদের এই চিকিৎসা-বৃত্তান্ত, আর একবার স্মরণের আবশ্যক হইবে।

পূর্ব্বে, শ্বশুর-বাটী গমন করিলে, এক বৎসররের ন্যূনে গঙ্গা প্রসাদ বাটী আসিতে পারিতেন না। কারণ, ক্রমান্বয়ে অনেক-গুলি শ্বশুর-বাটী পরিভ্রমণ করিতে হইত। সুতরাং, প্রত্যাগমনে কাল-বিলম্ব হইয়া পড়িত। কিন্তু, ইহাতে তাঁহার সামান্য লাভ ছিল না। প্রত্যেক স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া, গঙ্গাপ্রসাদ বিলক্ষণ দশ টাকা লইয়া আসিতেন।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার এ লাভে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তিনি কএক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আর শ্বশুর-বাটী যাইতেন না। বৃদ্ধাবস্থাও বটে; আরও, তাঁহার শ্বশুরালয় গমনাগমন-সম্বন্ধে গ্রাম মধ্যে একটী গল্প শুনিতে পাওয়া যাইত। গল্পটী সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাইত। যথা,—

"গঙ্গাপ্রসাদের পুস্তকাকারে বান্ধা, একখানি খাতা ছিল। কারণ, তিনি অনেক গুলি বিবাহ করিয়াছিলেন; এজন্য,

প্রত্যেক শ্বশুরের ও সেই গ্রামের নাম তাঁহার স্মরণ থাকিত না। উক্ত খাতায় তাহা সবিশেষ লিখিত ছিল। তিনি যখন শ্বশুরালয় পরিভ্রমণে যাত্রা করিতেন, তখন উল্লিখিত খাতাখানি সঙ্গে করিয়া লইতেন। কিন্তু এদিকে আর তাঁহাকে খাতা দেখিতে হইত না। কারণ, বহু দিবস পর্য্যন্ত যাতায়াত করায়, শ্বশুরবাটীগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি (যদিই ভ্রম হয়) সন্দেহ প্রযুক্ত, খাতাখানি সঙ্গে লইতেন। গঙ্গাপ্রসাদ যে, সকল শ্বশুর-বাটীতেই যাইতেন, তাহা নহে। তাঁহার শ্বশুর-শ্রেণী মধ্যে যিনি কিঞ্চিৎ সম্পত্তিসম্পন্ন ছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহারই বাটীতে যাইতেন। আর যিনি হীনাবস্থা-সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার বাটী যাইতেনই না, তবে কোন কারণ বশতঃ যদি কচিৎ যাইতেন।

এক দিবস গঙ্গাপ্রসাদ শ্বশুর-বাটী পরিভ্রমণ করিতে করিতে, বেলা দ্বি-প্রহর সময়ে "খেয়া-ঘাটে" উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলের শেষে গিয়াছিলেন; নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন যে, নৌকা যাত্রী-পরিপূর্ণ। নৌকা, খুলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে-ছিল। গঙ্গাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি নৌকার উপর উঠিলেন। কিন্তু, তথায় স্থানাভাব। তিনি, উপবিষ্ট একজন যুবার পার্শ্বে বসিলেন। কিন্তু তাহাতে যুবার বসিবার কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইতে লাগিল। যুবা, তাঁহাকে সরিয়া বসিতে বলিল। নৌকায় আর স্থান ছিল না। সুতরাং তিনি যুবার কথায় মনোযোগ করিলেন না। কথায় কথায়, যুবার সহিত তাঁহার বচসা উপস্থিত হইল। এবং অশ্রোতব্য "শালা" ইত্যাদি নানাবিধ সুমিষ্টালাপও হইল।

পরিশেষে নৌকা কিনারায় লাগিলে বিবাদ মিটিল। কেন না, গঙ্গাপ্রসাদ নৌকা হইতে নামিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ রৌদ্র-প্রযুক্ত নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়াই, তিনি একটী পল্লবিতবৃক্ষের ছায়ায় বসিলেন। কথঞ্চিৎ পথ-শ্রান্তির লাঘব হইলে, গঙ্গাপ্রসাদ খাতা খুলিয়া দেখিলেন যে, নিকটে একটী শ্বশুরালয় আছে। তখন উঠিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন।

তথা হইতে সে গ্রাম অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। অর্দ্ধ-ক্রোশ পথ ব্যবধান মাত্র। গঙ্গাপ্রসাদ যথাসময়ে শ্বশুর-বাটী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, যে যুবকের সহিত নৌকায় তাঁহার বচসা হইয়াছিল, সে যুবাও তথায় রহিয়াছে! ভাবিলেন, এ যুবা কে? এ বাটীর ত কেহ নহে?

তিনি যে সন্দেহ করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, 'সে যুবা তাঁহারই পুত্র!'

তখন পিতা ও পুত্র, উভয়েই লজ্জিত হইলেন! পুত্র, পিতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে মুখস্থ ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে এ কথা ভুলিতে পারিলেন না।

গঙ্গাপ্রসাদ শ্বশুর-বাটী হইতে বিদায় হইয়া বাটী আসিলেন। এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিলেন না। কোন মুখেই বা বলিবেন? কিন্তু ইহা অপ্রকাশও রহিল না। কথা বাতাসের অগ্রে ছুটে। প্রতিবাসীরা কেমন করিয়া শুনিয়া ফেলিল! ক্রমে ক্রমে, (প্রতিবাসীরা যে শুনিয়াছে)

গঙ্গাপ্রসাদ তাহাও শুনিলেন। তাঁহার মনে মনে অভিমান জন্মিল; শ্বশুর-বাটীর প্রতি অশ্রদ্ধাও জন্মিল। ভাবিলেন, আমার বিবাহ সকল গুলিই এই প্রণালীর। অর্থাৎ, বিবাহের পর অবধি ভার্য্যার সহিত আর সাক্ষাৎ নাই; সন্তানকে চিনিতে পারিব কেন—সন্তানই বা আমাকে চিনিতে পারিবে কেন? সুতরাং পুনর্ব্বারও এ প্রকার ঘটিতে পারে। গঙ্গা প্রসাদ শ্বশুর বাটী যাওয়া বন্ধ করিলেন।”

তদবধি গঙ্গাপ্রসাদ শ্বশুর-বাটী পরিভ্রমণের বাৎসরিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

“ভালবাসার নূতন কি ?”

দিন যায়। কে রাখিবে? যত দিন যাইতেছে; তত বয়স বাড়িতেছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। কোন চেষ্টাও নাই। বিবাহের কি হইবে? উত্তর,—‘বিধি লিপি।’ কে বিধাতার উপর ভার দিয়া এরূপ নিশ্চিন্ত থাকে?

লোকের কি? কত লোকে কত কথা বলে, কত ঠাট্টা করে, কত হাসে। মালতী বলে, “মল্লিকে! বোন্, আর বিবাহ করিয়া কি করিবি? মাছ খাইতেছিস্, দু-বেলা ভাত খাইতেছিস্, বিবাহ করিয়া কি তাহাতেও বঞ্চিত হইবি?”

মল্লিকা কাণে শুনে—মুখে কিছুই উত্তর করে না। মনে মনে কি ভাবে। মনের দুঃখে, কখন হাসে—কখন কাঁদে। যখন মন বড় অস্থির হয়, তখন পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকে; আর ভাবে, 'বামনের ইচ্ছা,—পূর্ণচন্দ্র!' আর কাহার বিবাহে এত গোল-যোগ?'

যখন মল্লিকার বিবাহে এত গোল-যোগ, তখন পাঠক মহাশয় মনে করিতে পারেন যে, মল্লিকা যার পর নাই কুৎসিতা। নহিলে, বর জুটিতেছে না কেন? কুলীন-কন্যা হইলেই কি বিবাহ আট্‌কাইয়া থাকে? যদি জিনিস ভাল হয়, তবে কি পড়িতে পায়? যে যেমন জিনীস, খরিদারও সেইরূপ জুটিয়া থাকে। খরিদার জুটিবে কি?—হেমচন্দ্র কুৎসিত নহেন, গৃহিণীও ত কুৎসিতা নহেন; মল্লিকাই, হেমচন্দ্রের সখের বাগানে—টকো আম!

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একথা নিশ্চিন্ত বলা যায় যে, কেবল-মাত্র দেশাচার জন্য মল্লিকার বিবাহ হইতেছে না। নহিলে, রত্ন কি পড়িতে পায়? কে না রত্নহারে যত্ন করে? মল্লিকা সেই রত্নহার। আরও, টক্ কিসে? (পাকিলে যদি টক্ হয়) আপাততঃ মল্লিকা, কাঁচামিঠা।

মল্লিকা সুন্দরী। মল্লিকার মুখ-খানি সরল—নিখুঁত। সে গোলাপী-বর্ণাঙ্কিত—অপ্রতিম-সৌন্দর্য্য-মহিম-দেহ-প্রতিমা খানি; সে প্রতিমার অলঙ্কার—সে সর্ব্বাঙ্গীন-সৌকুমার্য্য-ভাব-ব্যক্তি; সে স্নেহ-সন্দ্ৰ মারবিন্দ-নিভাননে, পদ্ম-মধু—সে মৃদুমন্দ হাসিটুকু; সে আকর্ণ-সংপ্রবাশগ্রী-সূচিকণাঙ্কিত-ভ্রু-যুগ-সম প্রিত

——স্নেহ-রস-সংবেষ্টিতারক্ত-সক্ত্র-স্বরেন্দীবর-সদৃশ প্রেমময় চক্ষু-দু'টী, তাহার মধুরিম—সে নয়ন মধু-মাখা-দৃষ্টিটী ; প্রতিমার এ তিনটী অলঙ্কারই অতুল্য। ওষ্ঠ-দু'খানি, পাতলা, দৃষ্টি-লালী, অবিশ্রাম স্বতঃই হাসি হাসি। চোক-দু'টী, সজীব তেজাল, দৃষ্টি-মরীচিকা ; অথচ লাজুক, লজ্জায় অর্দ্ধ-বিকসিত। তন্মধ্য-স্থিত তারা-দুটী, সু-গোল, সমুজ্জ্বল, অসম-কৃষ্ণ,—'শ্বেত-প্রাকারে কৃষ্ণমণি পরিবেষ্টিত।' চুল-গুলি, পরিস্কার, কোমল ; কিন্তু (পদ-গুল্ফ-স্পর্শী নহে) নিতম্বাশ্রিত। গ্রীবা, সুগোল, সু-বঙ্কিম, ঈষম্মাত্র সম্মুখাবনত ; সে দৃষ্টির অবনতি জন্য। কপাল-খানি, অমল, সু-বিস্তৃত অথচ, নিটোল। নাসিকা, সুগঠিতাকৃতি, উন্নত ; কিন্তু অত্যুন্নত নহে, মুখ-মানান মানান্। কপোল দু-টী, গোলাপ-মুকুল ; আজিও অসম্পূর্ণ, কচি কচি – সবে-মাত্র কোটো কোটো —সম্পূর্ণ বালিকা-ভাববিশিষ্ট। হস্ত দুখানি, কমনীয়, সবল, আপুষ্ট ক্রমশঃ ক্ষীণ। হস্তাঙ্গুলি-গুলি, ছোট ছোট, সুমানান্ ; ছোট হাতে – ছোট আঙ্গুল। শরীরটী মধ্যবিত্ত, নাতি-খর্ব্বোচ্চ, কিন্তু সুললিত ও সৌন্দর্য্য-মহিত, —সুনীল-সলিলা-সরসী বক্ষে, মৃদুল তরঙ্গান্দোলিত—পূর্ণ-দল-বিকাশী-সরোজিনী-বৎ ; অথবা, সুমৃদু-সমীর-সম্পৃক্তে—দোদুল্যমানাবাসন্তী-সম্মিত, সে দেহলতা সৌন্দর্য্যগর্ব্বে দুলিতেছিল। বর্ণ, পূরা গৌর, কিন্তু প্রতিমার গাত্রের ন্যায় নহে; একটু লাল—একটু গোলাপী ; অথচ, লাল-গোলাপ নহে।

বেলা অপরাহ্ন। মল্লিকা একাকিনী গৃহ-প্রাঙ্গনে বসিয়া

কি চিন্তা করিতেছিল। গৃহ নির্জ্জন। মল্লিকাও এক্ষণে নির্জ্জন গৃহই ভালবাসে।

গঙ্গাপ্রসাদের সহিত সম্বন্ধের কথা, মল্লিকা ইতি-পূর্ব্বে কতক কতক শুনিয়াছিল। এবং ইহাও নিশ্চয় করিয়াছিল যে, গঙ্গাপ্রসাদের সহিত বিবাহ দিতে পিতার একান্ত মত আছে। কিন্তু সম্প্রতি মল্লিকার সে বিশ্বাস কতকাংশে অপনীত হইয়াছিল। প্রত্যূষ সময়ে, যে দিবস যাদবানন্দ ও হেমচন্দ্র পরস্পর কক্ষাভ্যন্তরে কথোপকথন করিতেছিলেন; মল্লিকা তাহা জানিতে পারিয়া, নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে দ্বার-পার্শ্বে গিয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। শুনিয়া মল্লিকা সুখী হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে নাই। মল্লিকার হৃদয়ে সুখ ও দুঃখ, উভয়ই ক্রমান্বয়ে উদিত হইয়াছিল।

সুখ এই যে,—গঙ্গাপ্রসাদের সহিত বিবাহ দিতে পিতার একান্ত অমত আছে। পিতার ইচ্ছা, গুনবান্ পাত্রে বিবাহ দিবেন। প্রকাশে, ঘটককেও তাহারই কথা বলিলেন।

দুঃখ এই যে,—মল্লিকা পূর্ব্বে কেবল গঙ্গাপ্রসাদের নামমাত্র শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার গুণ-বত্তার সবিশেষ কিছুই পরিচয় পায় নাই। তৎপরে মল্লিকা, (পিতার মুখে) গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল। ভাবিতেছিল, সকল সময় মানুষের মন একরূপ থাকে না। আজি পিতার অমত আছে, হয়ত আবার কালি মত হইতেও পারে। বিশেষতঃ ঘটক বলিলেন, আমাদের ঘর না কি প্রায়ই পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি আবার পিতার মত হয়।

মল্লিকা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। পরিশেষে ভাবিল, আমি বুদ্ধি-হীনা সন্দেহ নাই। নহিলে, বৃথা ভাবিতেছি কেন? আমি ত আর এক্ষণে বালিকা নহি। যদি পিতার মত হয়, তবে মনের কথা ভাঙ্গিব; অনায়াসে বলিব যে, আমি বিবাহ করিব না। পিতাও ত বলিয়াছেন যে, "যদি মল্লিকা চিরকাল অবিবাহিতা থাকে, সেও ভাল; তথাপি মল্লিকার অপাত্রে বিবাহ দিব না।" আমিও না হয়, তাহাই বলিব।

অথবা, আমিই নির্ব্বুদ্ধি! নহিলে, অকারণ এত ভাবি কেন? ঘর না মিলিলেই বা ক্ষতি কি? ঘরে কি করিবে? (কিঞ্চিৎ নীচ ঘর হইলেও) যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছি, তাহাকেই আজীবন ভালবাসিব। এ জীবনে অপর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না। ভালবাসা এক—দ্বিতীয় নাই। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে ভুলিয়া; ভালবাসা ভুলিয়া, নূতন করিয়া আবার কালি আর একজনকে কিরূপে ভালবাসিব? ভালবাসার নূতন কি? ভালবাসা চির-কালই নূতন। ভাল বাসা যদি ভুলিতে পারা যাইবে; ভালবাসার যদি মধ্যে মধ্যে পাত্র পরিবর্ত্তন হইবে, তবে আর ইহার নাম ভালবাসা হইল কিসে? ভালবাসার জন্ম কোথায়? মনে। সেই মন যত দিন থাকিবে, ভালবাসাও তত দিন থাকিবে।

তা ত হল। সব হল। এখনও অল্প আপত্তি;—পিতার সাক্ষাতে ত বলিতে পারিব? লজ্জা হইবে না ত?

কেন লজ্জা হইবে? এক দিনের লজ্জায় কি চির-দিনের

সুখ হারাইব? যাহাকে ভাল বাসিতে হইবে; যাহার সহি চির-কাল একসঙ্গে বাস করিতে হইবে; দুঃখের সংসারে- যাহাকে লইয়া সুখী হইতে হইবে; যাহার মুখ চাহি সাংসারিক যাবতীয় দুঃখও, সুখ বলিয়া বোধ হইবে; এ মুহূর্ত্তের লজ্জায় কি সেই চিরজীবনের সুখ নষ্ট করিব?

স্বামী—বস্ত্রে রত্নহার; মনের অভিলাষ; চিন্তায় কল্পনা ভক্তিতে গুরু; ব্যথায় ব্যথিত; প্রণয়ে প্রণয়ী। স্বামী- সুখের সুখী; দুঃখের দুঃখী; বিপদে বান্ধব। তৃষ্ণায় জল; জ তরণী; অগ্নিতে জল। স্বামী—জল-মগ্নে সন্তরণ; গৃহ-দা পলায়ন; সর্পদংশনে মণি-মন্ত্র।

স্বামী—গ্রীষ্মে, শীতল-বীজন; বর্ষায়, সুখ-শয্যা; শরতে চাঁদ। স্বামী—হেমন্তে গাত্র-বস্ত্র; শীতের আগুন; বসন্তে মলয়ানিল।

স্বামীর প্রেম—সংসারের সার; জীবনের সুখ; সুখে সীমা। এক কথার লজ্জায় কি সেই সুখের সীমা—স্বামী-সু বঞ্চিত হইব?

পিতার সাক্ষাতে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, লোকে লজ্জ হীনা বলিবে। কিন্তু সে কথা চিরকালের নহে; লোকে, দু চারি দিন বলিবে। আর না বলিবে, চির-জীবন আপনাকে ক পাইতে হইবে।

তখন, মল্লিকা পিতৃ-সমক্ষে বলাই যুক্তি-স্থির করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিষে—বিষে, অমৃত।

প্রত্যুষ সময়ে যাদবানন্দ, হেমচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হই-লেন। হেমচন্দ্র কক্ষাভ্যন্তরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তা এক দিবসের নহে। যখন মল্লিকার বয়স পাঁচ বৎসর, তখন হইতেই তাঁহার চিন্তা আরম্ভ; এখন ত মল্লিকা ষোড়শী!—এই একাদশ বৎসর কাল হেমচন্দ্রের সমান চিন্তা। শুদ্ধ চিন্তাও নহে। চিন্তা ত মানসিক যন্ত্রণা আছেই; হেম-চন্দ্র শারীরিক অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, এই একাদশ বৎসর নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মল্লিকার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গালী-নিয়ম প্রতিবাদী! কোথাও মনোমত পাত্র জুটিল না।

হেমচন্দ্র যে এ পর্য্যন্ত পাত্র পান নাই, তাহা নহে। পর পর, অনেকগুলি পাত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? মনের মত মিলিল না। কোথায়ও 'সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন' পাত্র পাইলেন না। যে গুলি পাইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে, কোন-টী কুল-মর্য্যাদায় নীচ; কোনটীর বয়স অধিক; কোনটী বিদ্যা-হীন।—কুলীন ঘরে প্রায়ই বিদ্বান্‌পাত্র পাওয়া যায় না। কারণ, কুলীনেরা সচরাচর অনেকগুলি বিবাহ করেন। সুতরাং, সন্তানও অনেকগুলি জন্মে। পুত্রকে বিদ্যা-শিক্ষা করাইতে

হইলে, ব্যয় সাপেক্ষ করে। একটী পুত্র হইলেও বা কোন প্রকারে লেখা পড়া শিখাইতে পারেন। কিন্তু অনেক-গুলিতে অনেক ব্যয়। সুতরাং, সকল গুলিই মূর্খ হয়! আরও, পিতাকে দেখিয়াও কুলীন-সন্তানের মনে একটু অভিজ্ঞতা জন্মে; একটু সাহসও হয়।—কেন না, পিতাওত লেখা পড়া জানেন না। একাল পর্য্যন্ত ত কেবল, বিবাহ করিয়াই খাইতেছেন! আমিও তাহাই করিব। দেখিয়া শুনিয়া, পুত্রের এই অভিজ্ঞতা জন্মে।

সাহস এই যে,—বিবাহে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই। অর্থ চাহি না; লেখাপড়া চাহি না; কুরূপ হইলে ক্ষতি নাই; স্বভাব ও পান দোষেও ক্ষতি নাই, (বল্লাল সেনের কল্যাণে) বিবাহ ত কিছুতেই আট্কাইবে না?

হেমচন্দ্র যদি কচিৎ খুঁজিতে খুঁজিতে কোনটীর বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প. এবং কুল-মর্য্যাদায় সমান পাইলেন; তবে সেটীর দুই তিনটী বিবাহ! এইরূপ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও, হেমচন্দ্র নির্দ্দোষ পাত্র পাইলেন না। এ দিকে কাল-বিলম্ব করায়, অগ্রে যাহাদিগকে কথঞ্চিৎ ভাল পাইয়াছিলেন, তাহাদিগেরও বিবাহ ও বয়স অধিক হইয়া পড়িল। সুতরাং আর সে সম্বন্ধ হইল না।

হেমচন্দ্র যে এখনও ঘটকের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; তাহা নহে। এখনও নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পূর্ব্বে কখন কখন গঙ্গাপ্রসাদ, (অভাব পক্ষে) হেমচন্দ্রের মনে স্থান পাইতেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়া পর্য্যন্ত গঙ্গা-

প্রসাদ, তাঁহার বিষ হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ভ্রমেও গঙ্গাপ্রসাদের নাম করিতেন না।

আজি হেমচন্দ্রের মনে হইল যে, যাদবানন্দের আসিবার কথা আছে। মনে একটু ভয়ও হইল; কেন না, পাছে যাদবানন্দ আসিয়া, গঙ্গাপ্রসাদের সহিতই মল্লিকার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। হেমচন্দ্রের হৃদয় আবার ব্যথিত হইল। তখন তিনি কি কর্ত্তব্য, তাহারই চিন্তা করিতে বসিলেন।

এই সময়ে যাদবানন্দ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "হেম! কি চিন্তা করিতেছ?"

হেমচন্দ্র যাদবানন্দের দিকে চাহিলেন। যে জন্য চাহিলেন, সে আশা নিবৃত্ত হইল।

যাদবানন্দ স্বতঃই বলিলেন, "হেম! এ কএক দিন আহার নিদ্রা বন্ধ! বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু পাত্র ত পাওয়া যায় না!"

যাদবানন্দ যে কি বলিবেন, তাহা শুনিবার জন্য হেমচন্দ্র এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হেমচন্দ্র সে সতৃষ্ণ-দৃষ্টি বিনত করিলেন। মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তবে কি হইবে? আর ত দুহিতা অনূঢ়া রাখা যায় না?"

যাদ। রাখাও যায় না; ভালও দেখায় না।

হেম। তাহাই বলিতেছি। মল্লিকার বিবাহের কি হইবে?

যাদবানন্দ উত্তর করিলেন না।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "বিবাহের কি হইবে?"

যাদবানন্দ এবার কথা কহিলেন। বলিলেন, "হেম! মন-স্থির কর; গঙ্গাপ্রসাদের সহিতই বিবাহ দাও।"

হেমচন্দ্র নীরব।

যাদ। তাহাতে লোক-নিন্দা হইবে না। গঙ্গাপ্রসাদ অপাত্র নহে।

হেম নিরুত্তর।

যাদ। হেম! নীরব হইলে কেন?

হেমচন্দ্র একটি অন্তর্জীর্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি বলি কি——

যাদ। "আমি বলি কি" বলিয়া, আবার নীরব হইলে কেন?

"আমি বলি কি, পূর্ণচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিলে হয় না?"

যাদবানন্দ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "সে কি?"

হেম। কেন?

যাদ। লোকে কি বলিবে?

হেম। কি বলিবে?

যাদ। পূর্ণ চন্দ্র কি তোমার সমান ঘর?

হেম। না।

যাদ। তবে?

হেম। তবে কি?

যাদ। লোকে নিন্দা করিবে।

হেম। আমি সৎপাত্রে কন্যা-দান করিতেছি; তবে এ লোক নিন্দায় ক্ষতি?

যাদ। ক্ষতি এই যে, "সমাজ-চ্যুত হইবে।"

হেম নীরব।

যাদ। হেম! যাহা বলি, তাহার উত্তর কর?

হেম। বলুন।

যাদ। দুহিতা কি অবিবাহিতা রাখিতে পারিবে?

হেম। না।

যাদ। নীচ-ঘরে বিবাহ দিতে পারিবে?

হেম। লোক নিন্দা হইবে।

যাদ। হইবে; তাহা সহ্য করিতে পারিবে?

হেম। না।

যাদ। তবে কি করিবে?

হেম। তাহাই ভাবিতেছি।

যাদবানন্দ বলিলেন, "হেম! একাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভাবিতেছ; আর কত কাল ভাবিবে?"

হেমচন্দ্র নিরুত্তর।

যাদবানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন, " হেম! কথা শুন;——

" কি?"

" দুহিতার বিবাহ দাও?"

হেম। কাহার সহিত?

যাদ। গঙ্গাপ্রসাদের সহিতই বিবাহ দাও।"

হেমচন্দ্রের শরীরে যেন 'বৃশ্চিক-দংশন' করিল। হেমচন্দ্র যন্ত্রণায় নীরব হইলেন।

যাদবানন্দ আবার বলিলেন, " মল্লিকার বিবাহ দাও?"

হেম। কোথায়?

যাদ। "বিক্রমপুর।"

হেম নীরব।

যাদ। হেম! নীরবে কি ফল হইবে? দুহিতা অবিবাহিতা রাখিলে, আপাততঃ লোকনিন্দা; পরিশেষে কলঙ্ক ও নানাপ্রকার অপযশঃ ঘটিবার সম্ভাবনা। হেম! কথা রাখ, এ বিষয়ে অমত করিও না।

হেম। আমার কি অনিচ্ছা? কিন্তু কি করিব?

যাদবানন্দ বলিলেন, "অনিচ্ছা হইলেও, যখন অন্য পাত্র পাওয়া যাইতেছে না, তখন গঙ্গাপ্রসাদকেই কন্যা-সম্প্রদান কর।"

হেমচন্দ্র এ কথার উত্তর করিলেন না। মনে মনে নানাবি কল্পনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, পূর্ণচন্দ্রের সহিত বিবা দিলে, লোক-নিন্দা হইবে; সমাজ-চ্যুত হইব! অবিবাহিতা রাখিতে পারিব না; জন-সমাজে নিন্দাস্পদ হইব। গঙ্গাপ্রসাদে সহিত বিবাহ দিলে লোক-নিন্দা হইবে না সত্য, কিন্তু মল্লিকা চির-জীবনের সুখ নষ্ট হইবে!

হেমচন্দ্রের এক হৃদয়ে, একদিকে, গঙ্গাপ্রসাদ-বিষ অন্যদিকে, পূর্ণচন্দ্র-সম্বন্ধে লোকনিন্দা মহাবিষ! হৃদয়ে বিষে যোগ; একাধারে উভয় বিষ মিশিল। হেমচন্দ্রের হৃদ বিষে—বিষে, অমৃতের গুণ ধরিল! বলিলেন, "আপনি বিক্রমপুরে গিয়াছিলেন?"

যাদবানন্দ উত্তর করিলেন, "গিয়াছিলাম।"

হেম। গঙ্গাপ্রসাদের কিরূপ অভিপ্রায় বুঝিলেন?

গঙ্গা। তাঁহার বিবাহে মত হইয়াছে। মত কি হয় ?—অনেক অনুরোধ করিয়া তবে মত করাইয়াছি।

হেম। পণের বিষয় কিরূপ জানিলেন ?

গঙ্গা। অধিক নহে।

হেম। কত ?

গঙ্গা। যে রূপ নিয়ম আছে, তাহাই লইবে।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার নীরব হইলেন।

যাদবানন্দ বুঝিলেন যে, হেমচন্দ্রের কতক মত হইয়াছে। নহিলে, এ প্রকার জিজ্ঞাসা করিবেন কেন ? যাদবানন্দ মনে মনে পরমাহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "হেম ! কি স্থির করিলে ?"

হেমচন্দ্র একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মাথা মুণ্ড কি স্থির করিব ! যেমন অদৃষ্ট ! গঙ্গাপ্রসাদকেই কন্যা-দান করিব।"

যাদবানন্দ বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। দিন-স্থির করিলে হয় না ?"

হেমচন্দ্র অগত্যা সম্মত হইয়াছিলেন। অগত্যা বলিলেন, "দেখুন।"

টাকার লোভ। লোভে, অৰ্দ্ধ-তিলে—বৎসরজ্ঞান ! যাদবানন্দ অগ্রেই দিন দেখিয়া রাখিয়াছিলেন। বলিলেন, "আমি দিন দেখিয়াছি। কালি উত্তম দিন আছে।"

হেম। কালি ?

যাদ। 'কালি' নহিলে, এ বৎসর আর দিন নাই।

হেম। কেহ ত জানিতে পারিবে না ?

যাদ। কুলীন-কন্যার বিবাহ, বড় একটা কেহ জানিতেও পারে না।

হেম। তবে কি কালই?

যাদ। কাজে কাজেই।

হেম। গঙ্গাপ্রসাদ কেমন করিয়া শুনিবে?

"তুমি অন্যান্য বিষয়ের উদ্যোগ কর। আমি গঙ্গাপ্রসাদকে সংবাদ দিতেছি।" এই বলিয়া যাদবানন্দ প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিষাদিনী।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গঙ্গাপ্রসাদ চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া, যাদবানন্দের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে, কি কথোপকথন করিতেছিলেন।

আর, চণ্ডীমণ্ডপের বহির্ভাগস্থ পার্শ্বে—দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া, একটী স্ত্রীলোক তাহা শুনিতেছিল—কাঁদিতেছিল—মধ্যে মধ্যে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল।

পাঠক! স্ত্রীলোক যেই হউক, তাহার নামোল্লেখে প্রয়োজন করিতেছে না। তাহার নাম যাহাই হউক না কেন, (বিবাহের পর অবধি আজিকার পর্য্যন্ত অবস্থায়) তাহাকে "বিষাদিনী" বলিয়া উল্লেখ করিব।

বিষাদিনীর বয়ক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। বিষাদিনী

রমা সুন্দরী। কিন্তু মনের ক্লেশে ও অযত্নে, পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের ক্রমশঃ হ্রাসতা দৃষ্ট হইতেছে। বিষাদিনীর মুখ-খানি, ক্লিষ্ট, বিষাদ-মাখা।—সেই বিষাদ-মাখা মুখে (বিষাদের মধ্যে) সম্পূর্ণ শান্ত-ভাব-ব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছিল। চোক-দুটী, বিষাদে হ্রস্ব-প্রভ, মায়াবী মায়াবী; দেখিলেই তাহার আন্তরিক দুঃখ জানিতে ইচ্ছা জন্মে। সে বিষাদ-স্ফুরণ দৃষ্টিতেও, বিষাদ স্ফুরিত হইতেছিল; বিষাদিনীর আন্তরিক দুঃখের কতকাংশ ব্যক্ত করিতেছিল। সে বাসন্তী-সন্নিভ সুকোমল দেহ-লতা, বিষাদা-তপতাপে বিশুষ্ক ও শীর্ণ! তৈলাভাবে সে অসংযমিত কেশরাশী, রুক্ষ ও তাম্রবর্ণ। বিষাদিনীর সে কমনীয়-গাত্রে খড়ি উড়িতে-ছিল। তাহার পরিধেয়, এক-খানি জীর্ণমলিন বাস—শত-গ্রন্থি-বিচ্ছিন্ন! আশ্চর্য্যের মধ্যে এই যে, এত অযত্নে ও এত মনের ক্লেশেও বিষাদিনীর সে সৌন্দর্য্যকে শ্রী-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই; দেখিলেই বোধ হইবে, 'বিষাদিনী, সুন্দরী-কুলেরগরিমা।'

বিষাদিনী ভাবিল, আমার সুখের সংসারে কে আসিবে? 'কালি, সুবর্ণ-গ্রাম হইতে হেমচন্দ্রের কন্যা আসিয়া, আমাকে এ সংসার হইতে তাড়াইবে!'

সুখের সংসার! কেন? এ সংসারে সুখ কি? স্বামী, দু-চোকের বিষ দেখেন! দিনান্তে তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না; বা, তাঁহার মুখে একটী কথা শুনিতে পাই না;—কেবল আহার সময়ে দু-বেলা সাক্ষাৎ পাই; আর, সেই সময়ে তাঁহার মুখে, "ভাত দে" এতদ্ব্যতীত অন্য কথা শুনিতে পাই না। তবে এ সংসারে সুখ কি? সুখের-সংসার বলি কেন?

বলি কেন—(কুলীন-কন্যার ভাগ্যে প্রায়ই স্বামী-সন্দর্শন ঘটে না; প্রায়ই পিত্রালয়ে বাস করিতে হয়।) আমি স্বামী-গৃহে বাস করিতেছি; দু-বেলা স্বামীকে দেখিতে পাই।

কিন্তু, স্বামী আমাকে বিষ-দৃষ্টে দেখেন! কেন, আমি কি স্বামী-চরণে কোন অপরাধ করিয়াছি?

আমিই অপরাধিনী! নহিলে, আমাকে তিনি বিষ দেখিবেন, কেন,? আমি তাঁহার নিন্দা করিব না।—পূর্ব্ব-জন্মের পাপে, এ জন্মে এত দুঃখ পাইতেছি; এজন্মে পাপ করিলে, আবার জন্মান্তরে কি দশা হইবে? মানুষ একবার মরিয়া কি পুনর্ব্বার জন্ম-গ্রহণ করে?—যদি করিত; এবং পূর্ব্ব-জন্মের কথা মনে থাকিত, তাহা হইলে কত দূর সুখের হইত।—জন্মে জন্মে আপন আপন স্বামী চিনিয়া লইতে পারিতাম। স্বামী, স্ত্রীর গুরু। স্বামীর নাম করিতে নাই; নাম করিলে স্বামীর প্রতি তাদৃশ ভক্তি থাকিবে না; এই জন্য স্বামীর নাম করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তাহা একপ্রকার ভাল; মন্দ নহে। স্বামীর যদি কোন দোষ থাকে, তবে সে স্ত্রীর কাছে গুণ। স্বামীর যদি সহস্র দোষ থাকে, তথাপি ভার্য্যায় সে দোষ বিবেচনা করিতে পারে না; সে, স্বামীকে সর্ব্বাংশে সুন্দর দেখে। এইত পতিব্রতার লক্ষণ।

স্ত্রীলোকে, স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে। সকল যন্ত্রণা সহিতে পারে। কিন্তু 'স্বামী যে (চোকের উপর) বিবাহ করিবেন' ইহা সহ্য করিতে পারে না।

কেন? স্বামী, বিবাহ করিলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি কি, স্ত্রীলোকে তাহা বিলক্ষণ বুঝে! যে স্বামীর জন্য, তাহারা সব করিতে পারে; অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে; এক জন সদ্যাগতা অপরিচিতা স্ত্রীলোক আসিয়া, সেই জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীকে, স্বামী-সম্বোধন করিবে; স্বামীর-হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে; স্বামীর হৃদয় হইতে (তাহার প্রতি যে স্নেহ) তাহা কাড়িয়া লইবে— তাহাকে স্বামীর পূর্ব্ব-স্নেহে বঞ্চিত করিবে। স্ত্রীলোকে ইহা কথনই সহ্য করিতে পারে না।

অপরে ক্ষতি-বোধ করিতে পারে। কিন্তু আমি ক্ষতি বিবেচনা করি কেন? স্বামীর এক বিবাহ নহে। এক পণ! এক বিবাহের পর, বিবাহ করিতেছেন না; তবে আমি এত ভাবিতেছি কেন?

কেন? বৃদ্ধ-বয়সে বিবাহ করিলে, পুরুষ সেই স্ত্রীর বাধ্য হয়। বিশেষতঃ তেমন স্বামী নহেন যে, দুই স্ত্রীকে অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিবেন! আমি দেখিতেছি, আমাকেই এ সংসার হইতে তাড়াইবেন। বিষাদিনী চক্ষু মুছিল।

আবার ভাবিল, যে আসিবে, সে স্বামীকে বশীভূত করিবে। কেন, আমিও ত ভার্য্যা! আমি কি স্বামীকে বশীভূত করিতে পারি না?

না। আমি তাঁহাকে বশবর্ত্তী করিতে পারিব না।

কেন?

এত দিন পারিলাম না! আজি পারিব?

এত দিন পারিলাম না কেন?

"তিনি আমাকে দেখিতে পারেন না।" বিষাদিনী আবার কাঁদিল।

মন বড় অস্থির। বিষাদিনী এখন উন্মাদিনী! ভাবিল, কেহ কেহ, শিকড় খাওয়াইয়া স্বামীকে বশীভূত করে। কি গাছের শিকড় খাওয়াইলে মানুষ বশম্বদ হয়? জানি না। জানিলে, আজি খাওয়াইয়া দেখিতাম।

এখনও চণ্ডী-মণ্ডপাভ্যন্তরে পূর্ব্ব-বৎ কথোপকথন হইতেছিল। বিষাদিনী আবার ভাবিল, দূর হউক! ও কথা শুনিলেই দুঃখ; মন যেন কেমন হয়। বিষাদিনী আর সে কথা শুনিতে পারিল না। তথা হইতে গৃহ-গমনোন্মুখী হইল।

সেই সময়ে বহিঃস্থ-দ্বার সম্মুখে আসিয়া, এক জন ফকীর ভিক্ষা চাহিল। বিষাদিনী তাড়াতাড়ি ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "মোল্লাজি! তোমার কাছে কি কোন ঔষধ নাই?"

ফকীর বলিল, "থাকিবে না কেন?"

বিষা। আমাকে একটী ঔষধ দিতে পার?

মোল্লা। কি ঔষধ?

বিষা। "স্বামী বশীকরণের।"

ফকীর দ্বি-রুক্তি না করিয়া, স্বীয় স্কন্ধ-দেশস্থ ঝুলীর ভিতর হইতে একটী শিকড় বাহির করিয়া, বিষাদিনীর হস্তে প্রদান করিল।

বিষাদিনী ভিক্ষা দিয়া, ফকীরকে বিদায় করিলেন। ফকীর প্রস্থান করিল।

তখন বিষাদিনী ঘরের ভিতর আসিয়া, তাড়াতাড়ি পান
াজাইতে বসিল। (ফকীরের কথিত মত) শিকড়টী পাণের
চতরে রাখিয়া, পাণটি খিলীবান্ধিল। আবার কি ভাবিয়া
লিল। পাণের ভিতর হইতে শিকড়টী বাহির করিয়া ভাবিল,
নিয়াছি যে, কোন কোন শিকড়ে গাছ হয়। কি করিতে,
ক করিব! অবশেষে কি স্বামী-হত্যা করিব? বিষাদিনী
শকড় দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন, বাম-হস্তাঙ্গুলির নখে একটু
ত্তিকা খুঁড়িয়া পাণের ভিতরে দিয়া, পাণটী পুনর্ব্বার খিলী
ান্ধিল।—(মেঝের-মাটি খাইলে, মাটির মানুষ হয়।) বিষাদি-
ীর মুখে একটু হর্ষ দেখা দিল। বিষাদিনী নীরবে, আপন
নে একটু হাসিল। কিন্তু সে ক্ষণিক; বিদ্যুৎ দেখা দিয়াই
ুনর্ব্বার বিষাদ-মেঘে ডুবিল।—কেন না, সে মুখে হাসি
দখিলে, লোকে কি মনে করিবে? পাছে কেহ দেখিতে
ায়, এই ভয়ে বিষাদিনী দ্বারের দিকে চাহিল। কাহাকেও
দখিতে পাইল না; কেবল মাত্র দেখিল, গঙ্গাপ্রসাদ একটী
ছাট হুঁকা ও ছোট কলিকা হস্তে করিয়া, সেই দিকে
াসিতেছিলেন।

তখন বিষাদিনী তাম্বূল হস্তে করিয়া, দ্বার-দেশে দাঁড়াইল।
াঙ্গাপ্রসাদ নিকটস্থ হইবামাত্র তাঁহার হস্তে তাম্বুলটী প্রদান
করিল।

গঙ্গাপ্রসাদ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "পাণের
ভিতর মাটি কেন?"

বিষাদিনী বলিল, "কি জানি? তুমি কালি উপবাস

করিবে, আমার কি মনের ঠিক আছে; পাণে বুঝি কি দিতে, কি দিয়াছি!”

গঙ্গাপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “উপবাস! কেন, কালি কি অরন্ধন?”

বিষা। না।

গঙ্গা। তবে কি?

বিষা। তুমি জান না, আমি জানি?

গঙ্গা। আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না?

বিষা। “কালি, তোমার বিবাহ!”

গঙ্গা। সেকি?

বিষা। কেন, এই-মাত্র যে ঘটক-ঠাকুর বলিতেছিলেন?

গঙ্গা। না।

বিষাদিনী ভাবিল, ঔষধের কি গুণ! [illegible] ওয়াইতে খাও-য়াইতেই স্বামী বশবর্ত্তী হইয়াছেন। [illegible], “না, কেন আমি বুঝি শুনি নাই?”

গঙ্গাপ্রসাদ ব্যঙ্গোক্তিতে বলিলেন, “[illegible] বাঁচিলাম না?”

বিষাদিনীর শরীর কাঁপিতে লাগিল। এখন বিষাদিনী ঔষধের যথার্থ গুণ বুঝিতে পারিল। বলিল, “একটি কথা শুনিবে?”

গঙ্গা। কি?

বিষা। তুমি বিবাহ করিও না।

গঙ্গা। কি সুখের কথা! আমি কি তোমার কথায় অত-গুলি টাকা হাত-ছাড়া করিব?

তখন বিষাদিনী আস্তে আস্তে ভূতলে বসিয়া পড়িল। উভয় স্বামীর চরণ-দ্বয় ধরিয়া বলিল, "আমি এ চরণে কি রাধ করিয়াছি? কেন আমাকে পায়ে ঠেলিতেছ?"

গঙ্গাপ্রসাদ, পা সরাইয়া লইলেন।

বিষাদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে পুনর্ব্বার স্বামীর চরণ ধরিয়া ল, "মাথা খাও! আর বিবাহ করিও না?"

গঙ্গা প্রসাদ কথা কহিলেন না।

তখন বিষাদিনী বাষ্প-রোধী কণ্ঠে আবার বলিল, "মিনতি রতেছি, তুমি বিবাহ করিও না। তুমি আর বিবাহ করিলে, মি মরিব।"

"উত্তম! ত্রি-রাত্রে শ্রাদ্ধ করিব" বলিয়া, গঙ্গা প্রসাদ স্থান করিলেন।

বিষাদিনী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"এখন, কি করিলে ভাল হয়?"

সন্ধ্যা-কাল। রাত্রে মল্লিকার বিবাহ। বাটী উৎসব-ময়। লোকজন ক্রমান্বয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাতায়াত করিতেছে। স্ত্রীলোকের কলরব; অলঙ্কার-শিঞ্জিত, বাটীর ভিতরে হাট বসিয়াছে। বৃদ্ধাস্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর মধ্যে বিষম

কোলাহল করিতেছেন। প্রাতিবাসিনী নবীনাকুল-কামিনীরা, (বাসর জাগিবেন বলিয়া) কেহ, চুল বান্ধাইতেছেন; কেহ দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া চুল বান্ধিতেছেন; কোন তৈল-দোষ-দূষিত-কেশাধিকারিণী (চুল বান্ধিবার আশয়ে) সজোরে মাথায় চিরুণী দিতেছেন,—মাথা ঘসিবার কাল আর নাই।' কোন কেশশূন্যা-রমণী, মাথায় স-যত্নে পর-চুলা বসাইতেছেন; কোন শ্যামাঙ্গিনী সাবান দিয়া গাত্র-ধৌত করিতেছেন; কেহ, অলঙ্কার-ভার পরিতেছেন; কেহ বা মনোমত ঢাকাই পরিতেছেন; কোন রসিকা (রাত্রি জাগিবেন বলিয়া) পাণের-থিলী-গুলি বস্ত্রাঞ্চলে বান্ধিতেছেন; কেহ কেহ বা পাণ সাজাইতেছেন; কোন রূপসী, ঘর আলো করিয়া আল্‌তা পরিতেছেন।

বর সু-চতুর। বেলা এক প্রহর থাকিতে, যাদবানন্দের বাটী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সমস্ত দিবস উপবাস। বয়স অধিক হইলে, উপবাসও অধিক জানায়। গঙ্গা প্রসাদ উপবাসের ক্লেশ, গাঁজায় নিবারণ করিতেছিলেন; ঘন ঘন গাঁজা খাইতেছিলেন!

পরিবারস্থাস্ত্রীলোকেরা, মল্লিকার বিবাহে ব্যাস্ত। কেহ বর ও কন্যার বসিবার পিড়ীর উপর আলেপনা আঁকিতেছেন; কেহ বরণের দূর্ব্বা ছিঁড়িতেছেন; কোন ভাবী-ঠাকুর-ঝী (বরকে ঠকাইবেন বলিয়া) পাণের ভিতরে 'ইষ্টক-চূর্ণ' দিতেছেন; অপরা কেহ তাহার পৃষ্ঠে চাপড় মারিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ও তামাসা খাটিবে কেন?—বরের যে দাঁত নাই!" কেহ স্ত্রী-আচার-মতে কলাগাছ পুঁতিতেছেন; কোন চতুরা,

কাজ করিবার ভয়ে) ঘরের বাহির হইতেছেন না; মধ্যে
ধ্য অলক্ষিত-ভাবে, কে কি করিতেছে, তাহা দেখিতেছেন।
ান লজ্জা-হীনা যুবতী (বাসর-ঘরে গান করিবেন বলিয়া)
র্জ্জনে বয়স্যার কাছে, মন খুলিয়া গান শিখিতেছেন;
য়স্যা, সুর করিয়া শিখাইতেছেন। কেহ কেহ বা, বাসর-ঘর
াজাইতেছেন।

আর, মল্লিকা? মল্লিকা কোথায়? কি করিতেছে?

মল্লিকা একাকিনী কোন পুষ্পোদ্যান মধ্যে দাঁড়াইয়া,
াহারও আসিবার অপেক্ষা করিতেছিল। আর ভাবিতেছিল,
ঙ্গাপ্রসাদ কে? তাহাকে ত কখনই বিবাহ করিব না।
হা ভাল বুঝিব; পিতার সাক্ষাতে বলিব—স্পষ্টই বলিব;
র্ব্বেইত মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি। মল্লিকার পূর্ব্বাপর
কই কথা।

ভাবিতে ভাবিতে মল্লিকা একটী বিকসিতা কামিনীর তলায়
াসিল। বৃক্ষ হইতে একটী কামিনী ফুল তুলিয়া, তাহার
ল-গুলি নখে কাটিতে কাটিতে ভাবিল, কই, এখনও ত আসি-
ান না! আসিবেন কি?

মল্লিকা মনে মনে উত্তর করিল, না। আসিবেন না।

প্রশ্ন। কেন?

উত্ত। আমার উপর রাগ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। কখন রাগ করেন নাই; আজি করিবেন?

উত্ত। আজি রাগ করিতে পারেন।

প্রশ্ন। কেন?

উত্ত। "আজি গঙ্গাপ্রসাদের সহিত আমার বিবাহ হইবে!"

প্রশ্ন। তাহা কি সত্য?

মল্লিকার চক্ষে এক-বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। বলিল, "প্রাণ সাক্ষী।—আমি দানাপহারিণী নহি। যাহাকে দান করিয়াছি, সেই সাক্ষী। মন অকপট; অন্য সাক্ষীর আবশ্যক করে না। কিন্তু তিনি কিসে জানিবেন? আমি মন্দ-ভাগিনী! সে দিন তাঁহাকে মনের কথা বলিতে পারি নাই। মল্লিকা চক্ষু মুছিল। আবার ভাবিল, এ সংসার অনিত্য। অনিত্য সংসারে, নিত্য কে? "পূর্ণচন্দ্র।" তাই কি নিত্য—নিত্য?—মাসে, একবার; বৎসরে, বার-দিন দেখা পাই!"

সহসা মধুর-স্বরে মল্লিকার কাণে বাজিল, "মল্লিকে! আজি আবার কেন?" এত মধুর-স্বর কাহার? মল্লিকা চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কামিনী-বৃক্ষের অপর পার্শ্বে একজন যুবা পুরুষ, বাম-হস্ত বৃক্ষ-গাত্রে রাখিয়া অবনত-গ্রীবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মল্লিকা চিনিল, "পূর্ণচন্দ্র।"

ছি! ছি! পূর্ণ! তোমার কেমন স্বভাব? দেখ, মল্লিকা তোমার জন্য এতক্ষণ কত ভাবিতেছে; কত বিতর্ক করিতেছে; মনকে কত যন্ত্রণা দিতেছে। তুমি কিনা, চোরের মত পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া আছ! তুমি কেন সম্মুখে আসিয়া, সুদ্ধ, "মল্লিকে!" বলিয়া সম্বোধন করিলে না? দেখিতে যে, মল্লিকার মুখে হাসি ধরিত না—মল্লিকা কত সুখী হইত। তাহা না করিয়া, পশ্চাদ্দিক হইতে মল্লিকাকে "মল্লিকে! আজি আবার কেন?" এ সম্ভাষণ করা কি তোমার উচিত

ইয়াছে? মল্লিকা ডাকিলে কি আজিও তোমার 'কালি' মনে ড়ে? মল্লিকা, তোমাকে কালি ডাকিয়াছে বলিয়া কি াজি ডাকিবে না?—না, তুমিই একবার আসিয়াছিলে বলিয়া, ার আসিবে না? তুমি না আসিলে, মল্লিকা মনের কথা াহাকে বলিবে? পূর্ণ! মল্লিকা ডাকিলে, "কালি গিয়াছিলাম" ম্মৃত হইও; যখন ডাকিবে, তখনই নূতন বিবেচনা করিও।

পাঠক মহাশয়ের সহিত আর একবার এই উদ্যান মধ্যেই, ইরূপ অবস্থায় পূর্ণ চন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু, পূর্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে পরিচিত হইতে পারেন নাই।

পূর্ণচন্দ্র, হেমচন্দ্রের প্রতিবাসী, গদাধর মুখোপাধ্যায়ের ত্র। পূর্ণচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতেন। তাঁহার স্বভাব বড় ভাল। ামস্থ সকলেই তাঁহার সৎ-স্বভাবের প্রশংসা করিত।

পূর্ণচন্দ্রের বয়স একবিংশতি বৎসর হইয়াছিল। (কুলীন-ানের বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইলে প্রায়ই বিবাহ তে বাকী থাকে না।) কিন্তু আজিও পূর্ণ, অবিবাহিত। ় পর অনেকগুলি সম্বন্ধ আসিয়াছিল। তম্মধ্যে কোন ান স্থানে বিবাহ দিতে, তাঁহার পিতারও একান্ত ইচ্ছা য়াছিল। কিন্তু, পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশে এ পর্য্যন্ত বিবাহ রেন নাই। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে,—এই পূর্ণচন্দ্রই হেমচন্দ্রের মনোনীত সু-পাত্র।

মল্লিকা পূর্ণচন্দ্রের নিকটে লেখা পড়া শিখিয়াছিল। এবং ল্য-কাল হইতে, উভয়ে এক-সঙ্গে ক্রীড়া; একত্রে কথোপ-ান; একসঙ্গে বসিয়া লেখা পড়া করায়, মনের সমতা

জন্মিয়াছিল; উভয়ের মনে—উভয়ের প্রতি প্রণয়-বেগ পড়িয়া ছিল। আজি মল্লিকা কোন নিগূঢ় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, পূর্ণচন্দ্রকে সন্ধ্যার পরে পুষ্পোদ্যান মধ্যে আসিতে সংবাদ দিয়াছিল।

পূর্ণচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "মল্লিকে! আজি আবার আমাকে ডাকিয়াছিলে কেন?"

মল্লিকা কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার পুষ্পোদ্যানের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিল। উদ্যান শোভা, ভাললাগিল না। আজি, পুষ্প-বীথিকার সে অমল শ্বেত-প্রভা কোথায়?—সে নয়ন প্রীতিকরী শক্তি কোথায়? সৌগন্ধিক সমীরণের সে স্নিগ্ধকারিতা শক্তি কোথায়? আজি প্রকৃতি শোভা বিষ-বোধ হইতেছে। হৃদয়ে বিষাগ্নি; দৃষ্টিতে বিষাগ্নি; চারিদিকে, বিষ জ্বলিতেছে কেন? আজি, কিছুই ভাল লাগিতেছে না কেন? বুঝিয়াছি, আজি মল্লিকার মনে সুখ নাই! মল্লিকা সে দৃষ্টি ধরাতলে রাখিয়া বলিল, "আর ডাকিব না।"

পূর্ণচন্দ্রের মনেও কিছুমাত্র সুখ ছিল না। যখন গঙ্গা প্রসাদের সহিত মল্লিকার বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে তখনি ত পূর্ণচন্দ্রের মনের সুখ নষ্ট হইয়াছে! পূর্ণচন্দ্র মল্লিকার কথায় উত্তর করিলেন না। প্রথম দিন মল্লিকা তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়াছিল; আজি তিনি মল্লিকার মন-পরীক্ষা করিতে বসিলেন। বলিলেন, "মল্লিকে! আজি কি তোমার বিবাহ হইবে?"

অপরে জিজ্ঞাসা করিলে, এ জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারিতাম। কি উত্তর করিতাম? উত্তর করিতাম, আজি বিবাহ হইবে না; আজি পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ঘুচিবে! কিন্তু পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কি উত্তর করিব? এ উত্তর হইল না।—পূর্ণচন্দ্র মনে ব্যথা পাইবেন। আর, এ লজ্জার কথা বলিতেও লজ্জা হয়! মল্লিকা লজ্জায় নীরব হইল।

পূর্ণ। মল্লিকে! কথা কহিতেছ না কেন?

মল্লি। কি?

পূর্ণ। আজিই কি তোমার বিবাহ?

মল্লি। কাহার সহিত?

মন্দ উত্তর নহে! চারি-দণ্ড কাল পরে যাহার বিবাহ, সে বলিতেছে, "কাহার সহিত?" এ কথায় অবশ্যই রস আছে। ইহা বড় রসের কথা! কিন্তু রসে—রসের যোগ। মনে রস থাকিলে, সে মনে অন্য রস বসিতে পারে; সকল রসই ভাল লাগে। আর মনে রস না থাকিলে, সে মনে অন্যরস বসিতে পারে না; কোন রসই ভাল লাগে না। আজি পূর্ণ চন্দ্রের মন নীরস। সুতরাং পূর্ণ চন্দ্র সে রস অনুভব করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "গঙ্গাপ্রসাদের সহিত।"

মল্লিকা নীরব। কেবল-মাত্র মনে মনে একবার—দুইবার বহুবার বলিল, "না।"

পূর্ণ-চন্দ্র স্বতঃই বলিলেন, "আজিই কি বিবাহের দিন-স্থির হইয়াছে?"

মল্লি। হইয়াছে।

পূর্ণ। এ বিবাহ কি তোমার পিতার অভিপ্রেত ?

মল্লি। তাঁহারই অভিপ্রেত।

পূর্ণচন্দ্রের মুখে নিরুৎসাহতা প্রকাশ পাইতে লাগি তাঁহার নীরস মুখ-মণ্ডল, আরও বিশুষ্ক হইল। ভাবিলে আজিই কি বিবাহের দিন-স্থির হইয়াছে ?' উত্তর।—"হ রাছে।" বিবাহ কি তোমার পি[illegible] অভিপ্রেত ? উত্তর। "তাঁহারই অভিপ্রেত ?" তবে [illegible]ল্লিকারও এ বিবাহে হইয়াছে ? হইয়াছে বই কি ! আ[illegible] প্রতি যে ভালবা ছিল, তাহা গেল কোথায় ? অথবা, একেই বুঝি বলে "স্ত্রী চরিত্র !" আপনাপনিই একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল।—সা সঙ্গে বলিলেন, "মল্লিকে ! রাত্রি হইয়াছে ; গৃহে যাও।"

মল্লি। বিলম্ব আছে।

পূর্ণ। কেন ?

মল্লি। যাহা বলিব ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহাত এখন বলি নাই ?

পূর্ণ। কি ?

মল্লি। যে বিপদ ; তাহাত সকলি জা[illegible]তেছ ?

পূর্ণ। বিপদ কি ? তোমার বিবাহ[illegible]

মল্লিকা, পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিল। বলিল, "বিবাহই যে বিপদ, তাহা দেখিতেছ। আমি কিছুই বুঝি না। এখ কি করিলে ভাল হয় ?"

পূর্ণচন্দ্র বহু-ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিতে লাগিলেন, "এখন কি করিলে ভাল হয় ?" পরিশেষে বলিলেন, "মল্লিকে ! আ

কিছুই বলিতে পারি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই করিও।" বলিয়া, পূর্ণ চন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

মল্লিকা, কিয়ৎ-কাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে পুষ্পোদ্যান হইতে অপসৃতা হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"রাক্ষস—নরেতে মৃত্যু জানিবে নিশ্চয়!"

খোণা।

পাঠক! এপরিচ্ছেদটী পাঠে কত-দূর সুখী হইবেন, বলিতে পারি না। সে অদৃষ্ট; গ্রন্থপাঠে, পাঠকের রুচি অরুচি দুইই গ্রন্থকারের অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করে। সেইরূপ সকল বিষয়েই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ করে। অদৃষ্ট-ফল, সকলেরই ভোগ করিতে হয়। প্রাক্তনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে; কে তাহার অন্যথা করিবে? মল্লিকারও ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিল।

সেই নিশিতেই গঙ্গাপ্রসাদের সহিত মল্লিকার বিবাহ হইল! মল্লিকা যাহা মনন করিয়াছিল যে, "পিতার সাক্ষাতে বলিব; স্পষ্টই বলিব যে, আমি বিবাহ করিব না। লজ্জা করিয়া কি করিব? এক দিনের লজ্জায় কি চির-দিনের সুখ হারাইব?" তাহা লজ্জায় বলিতে পারিল না। আজি মল্লিকা জানিল যে 'লজ্জাই স্ত্রীজাতির সকল সুখের প্রতিবাদী!'

হেমচন্দ্র যথা-বিহিত গঙ্গাপ্রসাদকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিল না। আপাততঃ যে বিঘ্ন ঘটিল, সে সামান্য; অল্পেই মিটিল। কিন্তু শেষে এমন এক বিঘ্ন ঘটিল, যাহাতে হেমচন্দ্র মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইলেন।

আপাততঃ বিঘ্নের মধ্যে, (বিবাহ সভায়) যাদবানন্দ, গঙ্গাপ্রসাদের কাণে কাণে কি একটী কথা বলিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ মৃদু-স্বরে বলিলেন, "এখন নহে। অগ্রে বাটী যাই; তাহার পরে সে হইবে।

যাদবানন্দও সেই রূপ অন্যের অশ্রাব্য-স্বরে বলিলেন, "না। তাহাতে কাজ কি? কার্য্যের শেষ রাখিতে নাই। এখনই দাও?"

গঙ্গা। সে জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? আমি ত আর পলাইয়া যাইব না?

যাদ। না। তাহা নহে। তবে কিনা, যাহা দিতে হইবে, তাহাতে আর অগ্র-পশ্চাৎ কি? মিটাইতে পারিলেই ভাল।

গঙ্গা। এখন দিলে, যদি কেহ দেখিতে পায়?

যাদ। কে দেখিবে? এখন সকলে ব্যস্ত আছে। কতক্ষণের কাজ? এই আমি হাত পাতিয়া আছি, তুমি হাতের উপরে দাও—আমি কাপড়ে বান্ধি। এই ত কাজ?

গঙ্গা। তোমাদের ঘটকের এক দশাই স্বতন্ত্র! সকল কার্য্যেই কি তাড়াতাড়ি করিতে হয়?

যাদ। তাড়াতাড়ি না করিলে যে কাজ মিটে না?

গঙ্গা। কাজ নয় দুই চারি দিন থাকিল ?

যাদ। অকারণ থাকিবেই বা কেন ? এখন যাহা বলি, তাহা কর ?

গঙ্গা। কি ?

যাদ। টাকা দাও ?

গঙ্গা। "কি বিপদ ! আমি কি তোমার টাকা লইয়া—"

যাদবানন্দ, (কথায় বাধা দিয়া) বলিলেন, "না। তুমি লোক ভাল নহ। আমার ভাল বোধ হইতেছে না ! তুমি আমার টাকা মিটাইয়া দাও ?"

গঙ্গাপ্রসাদ ব্যঙ্গোক্তিতে বলিলেন, "আমি কি তোমার কাছে কর্জ্জ করিয়াছি ; তাই মিটাইব ?"

যাদ। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তুমি লোক ভাল নহ ! এখনও বলিতেছি, ভাল ভাবে টাকা মিটাইয়া দাও ? নহিলে, আমি একথা হেমচন্দ্রের সাক্ষাতে বলিব।

গঙ্গা। বলিতে হয় বল ! আমি তোমার কাছে কর্জ্জ করি নাই !

যাদ। কর্জ্জ না কর, দিতে ত চাহিয়াছ ?

গঙ্গা। (সক্রোধে) কে তোমাকে দিতে চাহিয়াছে ?— আমি কি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, তাই তোমাকে ঘুষ দিয়া বিবাহ করিব ?

যাদবানন্দ ক্রোধে একেবারে অগ্ন্যবতার ! বলিলেন, "কুলাঙ্গার ! তোমাকে কি অল্পে ছাড়িব, মনে করিয়াছ ? তোমাকে ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতে হইবে।"

গঙ্গাপ্রসাদ মহাক্রোধে কহিলেন, "কি! কুল-কলঙ্ক! তু
আমাকে কুলাঙ্গার বলিস্?"

যাদবানন্দ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমা
সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিস্ বুঝি? আজি তো'কে উচ্ছ
করিয়া, তবে অন্য কাজ!"

গঙ্গাপ্রসাদ চক্ষু রক্ত-বর্ণ করিয়া বলিলেন, "আমার শ্বশু
বাটীতে বসিয়া আমাকে গালাগালি! এখনও বলিতেছি, যা
কল্যাণ চাও, তবে এই দণ্ডেই এখান হইতে দূর হও!"

কথায়, কথা বাড়ে। ক্রমে, উভয়ে একটী মহান্ কল
উপস্থিত হইল। আরও অধিক-তর সু-মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ আর
হইল! যাদবানন্দের এ কথা বলিবার জন্য, হেমচন্দ্রের নিক
যাইতে হইল না। হেমচন্দ্র (ডাকাইত পড়িয়াছে মনে করিয়া
আপনাপনিই দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, ডাকা
ইত নহে; 'দুই নরসিংহে যুদ্ধারম্ভ!' জিজ্ঞাসা করিলেন,
"কি হইয়াছে?"

তখন উভয়েই আপন আপন নির্দ্দোষিতা-সপ্রমাণ ও অন্যে
প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায়, হেমচন্দ্র
মূল ঘটনাটী অবগত হইলেন। তখন, কি করিবেন? অগত্যা
স্বয়ং অর্থ-দণ্ড দিয়া, যাদবানন্দকে নিরস্ত করিলেন।

বিবাহের পর, গঙ্গাপ্রসাদ বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।
কুলীর-পত্নীর, (বিশেষতঃ গঙ্গাপ্রসাদের) নিয়মানুসারে,
মল্লিকা পিতৃ-গৃহেই রহিল। কিন্তু মল্লিকা ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও

ক্ষতি বিবেচনা করিল না। ভাবিল, স্বামী কে? আমি গঙ্গাপ্রসাদকে বিবাহ করি নাই!

"পিতৃ-দত্তা কন্যা" মল্লিকা একথাটী জানিত না। মল্লিকা জানিত যে, এবিষয়ে, যাহাদের কার্য্য; তাহাদেরই অধিকার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বহু-বিবাহের ফল।

গঙ্গাপ্রসাদ-গৃহিণীকে পূর্ব্বে একবার "বিবাদিনী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এখনও "বিষাদিনী" বলিয়াই উল্লেখ করিব।

যে নিশিতে মল্লিকার সহিত গঙ্গাপ্রসাদের বিবাহ হইল, সেই নিশিতে বিষাদিনী একাকিনী গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল।

আজি বিষাদিনী,প্রকৃত উন্মাদিনী। বিষাদিনী ভাবিতেছিল, আমার কপাল মন্দ! নহিলে, স্বামী এত অশ্রদ্ধা করিবেন কেন? আমিত তাঁহাকে কখন অবজ্ঞা করি নাই! তবে তিনি আমাকে অশ্রদ্ধা করেন কেন? আমি কি তাঁহার নিকটে কোন অপরাধ করিয়াছি? আমিই অপরাধিনী! কিন্তু কি অপরাধ করিয়াছি? কই, (বিবাহের পর অবধি এখন পর্য্যন্ত) অপরাধত কিছুই দেখিতে পাই না! তবে ঘৃণা করেন কেন? এটী তাঁহার স্বভাব।

আমি কি উন্মাদিনী হইলাম? সত্য সত্যই হইয়াছি। নহিলে, আবার স্বামী-নিন্দা করিব কেন? স্বামী কি? এ জগতে আমার যাহা কিছু আছে—সর্ব্বস্ব। সেই স্বামী, অন্য একজন কামিনীকে বিবাহ করিতেছেন! স্ত্রীলোকে কি ইহা সহ্য করিতে পারে? স্ত্রী-জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য কি? স্বামীর বিবাহ। সপত্নী-কণ্টক, স্ত্রীলোকে সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু আমার ত সপত্নী অনেক-গুলি! তবে আমি সহিতে পারিব না কেন? এত দিন সহ্য করিয়াছি; আজি পারিব না কেন?

কেন? আমাকে বিবাহ করিবার পরে, স্বামী এই প্রথম বিবাহ করিতেছেন—আমাকে এই প্রথম স্বামীর-বিবাহ চোকে দেখিতে হইতেছে! (আমার সপত্নী অনেক গুলি আছে, সত্য বটে; কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চোকে দেখি নাই।) আমি মনে করিতেছি, স্বামীর এই দ্বিতীয় বার বিবাহ হইতেছে—আমার এই প্রথম সপত্নী হইতেছে।

এতক্ষণ কি তাঁহার বিবাহ হইয়াছে? হয়ত হইয়াছে। এতক্ষণ হয়ত তিনি বাসর-ঘরে কৌতুক করিতেছেন! কাহার স্বামী লইয়া কে কৌতুক করিতেছে? বিষাদিনী কাঁদিল।

আবার ভাবিল, এ যন্ত্রণা অসম্বরণীয়! আমি কি ইহার কোন্ প্রতিকার করিতে পারি না?

বিষাদিনীর কি একটী কথা মনে পড়িল। তখন বিষাদিনী ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটী ক্ষুদ্র হাত-বাক্‌স খুলিয়া, তাহার ভিতর হইতে কোন তরল-দ্রব্য-পূর্ণ একটী ক্ষুদ্র শিশি বাহির

রিল। পরে বাক্স বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-স্থানে আসিয়া সিল। ভাবিল, ইহার দ্বারা এখনই প্রতিকার করিতে পারি। ন্তু ইহাতে আমার কি উপকার হইবে? সপত্নীরই, সপত্নী-ণ্টকোদ্ধার করা হইল! যাহাই হউক, সে যন্ত্রণা সহিতে রিব না।—সপত্নীরই—কণ্টকোদ্ধার করিব। আমিই মরিব।

কিন্তু, এ প্রণালীর মরণে কি কষ্ট পাইয়া মরিতে হয়?—পত্নী-বিষাপেক্ষাও কি এ বিষের জ্বালা অধিক?

অধিক হইলেও, স্ত্রীলোকে তাহা বিবেচনা করে না। আমিই মরিব! মরিব, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিতা নহি। ন্তু,—(বিষাদিনীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।) কিন্তু সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার সে প্রীতিপূর্ণ খ দেখিয়া মরিতে পারিলাম না;—এ দুঃখ আমার মরিলেও াইবে না! এত দিন পর্য্যন্ত কামনা করিয়া আসিতেছি যে, যন স্বামীকে রাখিয়া, অগ্রে মরিতে পারি; যেন মৃত্যু-কালে ামী-সাক্ষাৎ—স্বামীর চরণ দেখিতে দেখিতে মরি। আমার ইচ্ছা দুইটীর মধ্যে, একটী অসম্পূর্ণ রহিল।—স্বামীর রণ দেখিতে দেখিতে মরিতে পারিলাম না! বিষাদিনী সে রলাধার মৃত্তিকোপরি নামাইল। স্বামী উদ্দেশে যোড়-হস্তে লিল, "স্বামিন্! দাসী কালিই চরণে বিদায় লইয়াছে। আজি ন্মের মত চলিল। এ জন্মে আর ও চরণ দেখিতে পাইবে না। চির-সঙ্গিনী আজি সঙ্গ-ত্যাগ করিয়া একাকিনী চলিল। চরণ-সেবিকা আজি সেবা-সুখে বঞ্চিত হইল! দাসী, ও চরণে সহস্র অপরাধ করিয়াছে। কি সাহসে ক্ষমা চাহিবে? দাসী

জ্ঞানে ক্ষমা করিও। তুমি অপরাধিনী মনে করিলে, নরকেও আমার স্থান হইবে না।

মন বড় ব্যগ্র। ইচ্ছা ছিল, তুমি বাটী আসিলে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। অপরাধ জন্য, চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব।—তুমি প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিলে, তোমাকে দেখিতে দেখিতে মরিব। কিন্তু পারিলাম না। ভাগ্যে ঘটিল না। এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে স্বামী-সম্মুখে মরিব?"

বিষাদিনী সতৃষ্ণ-দৃষ্টে গরল প্রতি চাহিল। বিষাদিনীর চক্ষু আপনাপনিই সতেজ হইল। তখন বিষাদিনী আবার বলিল, "স্বামিন্! হৃদয়-রত্ন! এ হৃদয়ের কোন কথাই তোমাকে বলিতে পারি নাই। ভাল করিয়া চরণ-সেবা করিতে পারি নাই। মনে মনে থাকিল। সাধ মিটিল না। এ জন্মে কিছুই করিতে পারিলাম না।"

"জগদীশ্বর! অধিনীর মৃত্যু-কালের ইচ্ছাটী শুনিও। এ জন্মে হইল না। জন্মান্তরে সফল করিও। প্রার্থনা করি,—যেন জন্মান্তরে এই স্বামীকেই স্বামী-লাভ করিতে পারি। যেন উভয় জন্মের অভিলাষ সফল হয়।" বিষাদিনী গরল পান করিল।

তখন বিষাদিনীর চক্ষু নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। মুখে ঈষৎ নীল-প্রভা প্রকটিত হইল। চক্ষু-কোণে কালিমা পড়িল। পঞ্চেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসিল।—চক্ষু তেজোহীন; কর্ণ প্রায় বধির; নাসিকা ঘ্রাণ-শক্তি-বিহীন; জিহ্বায় জড়তা; ত্বক শ্লথ ও স্পর্শ-জ্ঞান হীন

ল। সহসা বিষাদিনীর মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে
ায় কালার্দ্ধ-গ্রাসিত বিশুষ্ক-মুখে, একটু নীরস হাসি দেখা
ল।—বিষাদিনী দেখিল যেন, সম্মুখে একখানি পুষ্প-ময়-রথ।
া-মধ্যে একটী প্রস্ফুটিত শত-দল-পদ্ম। তদুপরি মহা জ্যোতি-
য়-রূপী এক পুরুষ-মূর্ত্তি। রথ-গ্রথিত পুষ্প-বীথিকার অমলশ্বেত-
ভা; তদুপরি শত-দল-বিকাশীপদ্ম-প্রভা; সর্ব্বোপরি সে
ান-ধৃতি—জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তির জ্যোতিষ্কপ্রশান্তি-প্রভা স্ফাতি
াইতেছিল। মূর্ত্তি যেন বিষাদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,
াধ্বি! আইস, রথারোহণ কর। আমার সহিত দিব্যলোকে
াইস। ত্বরায় স্বামী-সহ পুনর্ম্মিলন হইবে। এ মূর্ত্তি পরিত্যাগ
রিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি ধারণ কর। আইস! বিলম্ব করিও
া।

তখন যেন বিষাদিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া রথা-
রাহণ করিল।

বিষাদিনীর প্রাণ-বায়ু দেহ পরিত্যাগ করিল। শূন্য-দেহ
সই গৃহ-মধ্যে ধূলি-শয্যায় পড়িয়া রহিল।

কে সর্ব্বাভিলাষ পরিত্যাগ করে? এ বয়সে মরিতে চাহে
ক? সুখের বয়স। সুখের কাল। বিষাদিনীর দেহে,
াবীন যৌবনে—বয়সের কোরকাবস্থায়, মৃত্যু-কীট প্রবেশ
করিল।

সাধ্বি! তুমি রমণী-রত্ন। পতিব্রতা। রমণী-কুলে কে
তোমার সমান? তুমি পাতিব্রত্যের একশেষ দেখাইলে।
স্ত্রীলোকের যে সমস্ত গুণ থাকিলে, প্রশংসনীয়া হয়; তোমাতে

সে সমস্ত গুণই আছে। তুমি অশেষ গুণ-বতী। স্ত্রীজাতির মধ্যে যেন সকলেই তোমার মত গুণ-বতী হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেশাচারের ফল।

প্রত্যূষ-সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহ-প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, গৃহাভ্যন্তরে মৃত্তিকোপরি বিষাদিনীর মৃত-দেহ লম্বমান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

একি! এ কে করিল?

তখন গঙ্গাপ্রসাদ, বিষাদিনীর সে মৃত্যু-কীট-দষ্ট মলিনমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুখের নীলিমা দৃষ্টে স্থির করিলেন যে, নিঃসন্দেহ বিষ-প্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে।

এখন বিচার আবশ্যক হইল, "কে বিষ খাওয়াইল?"

প্রতিবাসীরা কি খাওয়াইছে?

"না। প্রতিবাসীরা কেন অকারণে স্ত্রী-হত্যা করিবে?"

পরিশেষে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, "বিষাদিনী স্বয়ংই বিষ-পাণ করিয়াছে।"

়খন আবার প্রমাণ আবশ্যক হইল যে, বিষাদিনী বিষ ায় পাইল ?

়খন গঙ্গাপ্রসাদের, নিজ চিকিৎসা-বৃত্তান্ত মনে পড়িল। মনে বুঝিলেন যে, বিষাদিনী বিষ কোথায় পাইয়াছিল ! াঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হই- যে, "গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম-মধ্যে চিকিৎসক ছিলেন। বিষ- প্রয়োগই তাঁহার চিকিৎসার প্রধান ঔষধ ছিল। একারণ তাঁহার গৃহে নানাপ্রকার বিষ-সংগ্রহ থাকিত।" বিষা- তাহা জানিত। বিশেষতঃ গঙ্গাপ্রসাদ (বিবাহ করিতে ার সময়) বিষ-বাক্সের চাবী ভ্রম ক্রমে গৃহ মধ্যে রাখিয়া ছলেন। বিষাদিনী তাহা দেখিয়াছিল। এবং সুযোগ বিষ-পান করিয়াছিল।

ঙ্গাপ্রসাদ গ্রামস্থ দুই চারি জন আত্মীয় ব্যক্তির সহায়তায়, নীর মৃত-দেহ সৎকার করিয়া আসিলেন। বিষাদিনীর পরে, কেহ গঙ্গাপ্রসাদকে তজ্জন্য কোন প্রকার শোক- করিতে শুনে নাই।—তবে রন্ধন-শালায় (ধোঁওয়ায় ত-লোচন হইয়া) মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "স্বহস্তে রান্ধিয়া বড় কষ্ট।" এমন অনেকে শুনিয়াছিল।

ষাদিনীর মৃত্যুর পর, গঙ্গাপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হইয়া বসি- অবিশ্রাম গাঁজা চলিতে লাগিল। গঙ্গাপ্রসাদ বিবাহ যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহাতে কিছুদিন আনন্দের চলিল। কিন্তু তিনি অধিক দিন এ আনন্দ ভোগ ত পারিলেন না।—

বিবাহের তিন মাস কাল পরে, গঙ্গাপ্রসাদের একটী উৎকট পীড়া জন্মিল। সে কাশ-জ্বর। কএক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শ্বাস-কাশের পীড়া জন্মিয়াছিল। একাল পর্য্যন্ত রোগটী নির্দ্দোষ হইয়া আরাম হয় নাই। মধ্যে মধ্যে অত্যাচার বশতঃ বৃদ্ধি হইত; আবার চিকিৎসা করাইলেই সাম্য হইয়া যাইত। বোধ হয় এই জন্যই গঙ্গাপ্রসাদ "গাঁজা খেলে সদ্যঃ-কাশী" এই গীতটি গাহিয়াছিলেন।

চিকিৎসকেরা কএকবার অনেক অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "গঙ্গাপ্রসাদ! গাঁজা পরিত্যাগ কর। নহিলে, আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে না। ক্রমশঃ পীড়া কঠিন হইয়া পড়িবে।—তখন আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না; তাহাতেই মৃত্যু ঘটিবে।" গঙ্গাপ্রসাদ উত্তর দিয়াছিলেন, "পরিত্যাগ! পরিত্যাগ, প্রাণ থাকিতে নহে। ইহাতে যায় প্রাণ ভাল,—থাকে প্রাণ ভাল!"

যাহা হউক, এবার তাঁহার পীড়া তাদৃশ সহজ বোধ হইল না। কাশীর সহিত প্রত্যহ ভয়ানক জ্বর হইতে লাগিল। (বৃদ্ধ-কাল) তৎসঙ্গে উদরাময়ও দেখা দিল।

হেমচন্দ্র সংবাদ পাইবামাত্র বিক্রমপুরে দৌড়িলেন। এবং ভাল চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি করিবেন? কাল কাহার বাধ্য? মল্লিকার পরিণাম দেখিতে হইবে বলিয়া কি সময় বসিয়া থাকিবে? না, একনিমেষের মধ্যে, মল্লিকার আশীটী সতীনের অবস্থা—

কার সহিত সমান হইবে বলিয়া, সময় অপেক্ষা করিবে ?
াশায় বচন ফলিল। হেমচন্দ্র দুঃখিত-চিত্তে বাটী ফিরিয়া
সিলেন। তিনি এত দিনে দেশাচারের ফল বুঝিতে
রিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কোরকে কীট কি ?

জগতে যাবতীয় ক্ষয়-শীল পদার্থের মধ্যে, এমন একটী
ার্থ নাই, যাহাতে কোন না কোন সময়ে কীট প্রবেশ না
রিবে। যে বস্তুর ক্ষয় আছে, তাহাতেই কীট আছে। এ
তে অবিনশ্বর পদার্থ কোথায় ? সকল বস্তুরই ক্ষয় আছে।
ুতরাং সকল বস্তুতেই কীট আছে। পৃথিবীতে পদার্থ নানা-
কার। কীটও নানা প্রকার। পৃথক পৃথক বস্তুতে, পৃথক
ক নাম-ধেয় কীট প্রবেশ করিয়া থাকে। কালই একপ্রকার
ারণ কীট। যত প্রয়োজনীয় হউক না কেন, যত শোভা-
শিষ্ট হউক না কেন,—কালে সকলকেই এককালে নিঃশে-
ষ করিবে। শুদ্ধ বিনাশই যে কীট, তাহা নহে। অন্যান্য
ার্থের পক্ষে তাহাই বটে, কিন্তু মানব-জীবনে আপাততঃ দুই
ন প্রকারের কীট দেখা যাইতেছে।

শোভার সামগ্রী। জগতের শোভা-সম্পাদন জন্যই পুষ্প সৃষ্ট হইয়াছে। বিলাসী চিত্তের বিলাস-সাধন, চিন্তাকুল-দেহের চিন্তাপনোদন, শোকাকুলিত চিত্তের—শোক বিমোচন, শোভায় অতুল, দেব-পূজা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই পুষ্প আমাদের উপযোগী পদার্থ। তাহাতে কীট, পোকা। বাঁশ, তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদে কীট, ঘুণ ও উই। মানব প্রভৃতি জন্তুর কীট, মৃত্যু। মানব-জীবনে আর একটী কীট, শোক। শোকে, মানবকে মৃত্যুর-ন্যায় অভিভূত করে। কেহ কেহ শোকাধিক্যে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং শোকও মানব জীবনে এক প্রকার কীট।

কীটের পরিচয় কতক হইল। এখন, কোরকে কীট কি?

পাঠক! মনে করুন, যখন সকল জীবনেই কীট আছে; তখন কেহই সেই কীটের পীড়নে নিস্তার পাইবে না। কিন্তু সেই কীটের যদি কোন একটী নির্দ্ধারিত সময় থাকিত; যদি সকল পদার্থকেই চরমে কীট-দষ্ট হইতে হইত, তবে এত-দূর পরিতাপ হইত না। যে বস্তু হউক না কেন, অসময়ে বিনষ্ট হইলেই পরিতাপের বিষয় হয়! নিম্নলিখিত প্রস্তাবে, পাঠক "কোরকে কীট" বিষয়ক তিনটী প্রধান প্রধান কীটের পরিচয় পাইবেন।

১।—একটী ফুল। ফুলটী কেমন সুন্দর। কত শুভ্র। কেমন সৌগন্ধ। কিন্তু ফুলটী কোরক। আর কিছুদিন থাকিলে বিকসিত হইত। আরও সুগন্ধবিস্তার করিত; উদ্যানের শোভা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত করিত; রোপণ-কারীর মন মুগ্ধ

রিত—পূর্ব্ব-শ্রম (রোপণ সময়ের শ্রম) সফল বোধ করা-
ত। কিন্তু তাহা হইল না; ফুলটীতে অকালে (কোরকা-
স্থায়) কীট প্রবেশ করিল! একে একে অসম্পূর্ণ-দল-গুলি
াটিল; মধ্যস্থিত শীর্ষটী কাটিল; অবশেষে বৃন্তটী ছেদন
রিল।

২।—অথবা; প্রথমে, অশেষ কষ্টস্বীকারে গর্ভে ধারণ;
ূমিষ্ঠ হইলে, শরীর মাটি করিয়া প্রতিপালন; ক্রমে এক একটী
থা ফুটিল; অর্দ্ধ-স্ফুট-স্বরে কর্ণ জুড়াইল—সকল শ্রম সফল
ইল। তার পর, বিদ্যারম্ভ। তাহাও এক প্রকার হইল।
ননীর মনে কত আনন্দ; কত ভরসা। কিন্তু সব বিফল
ইল।—এই মাত্র সন্তান চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বৎসরে পড়িয়াছে;
রীর আজিও অসম্পূর্ণ, কুমার বয়ঃ; যৌবনের প্রারম্ভ-মাত্র।
ই কিশোর-বয়সে—বয়সের কোরক সময়ে; নির্দ্দয় কাল-কীট,
স মোহন-মূর্ত্তি জননীর নয়ন হইতে অন্তর্হিত করিল!

৩।—আরও, যখন বিবাহ হইল, তখন বালিকা। সে
য়সে, স্বামী চিনিতে পারা যায় না। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-সঞ্চার,
ঙ্গে সঙ্গে প্রণয়-বেগ বাড়িতে লাগিল। অচিরে, যৌবন দেখা
দল। এখন সে ক্রমশঃ-সঞ্চিত প্রণয়ে, সুপ্রণয়-সঞ্চার হইল।
বামী কে?—চিনিল। স্বামী-ভক্তি বাড়িল। স্বামী কে?
জীবনের জীবন।—যাহার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারি"
ানিল। এ কি? আজি প্রাণ এমন করে কেন? 'স্বামীর
ীড়া হইয়াছে।' আজি হাত—মুখে উঠিতেছে না।—আহারে
রুচি কেন? 'স্বামী পীড়িত।—সমস্ত দিন আহার করেন

নাই।' এ রাত্রে নিদ্রা নাই কেন? 'পীড়ার জ্বালায় স্বামীর নিদ্রা হইতেছে না।' কখন আরোগ্য-লাভ করিবেন? কে বলিবে? কিন্তু, "যদি ধন্বন্তরি হইতাম, তবে কি স্বামী এতক্ষণ কষ্ট পাইতেন? এই দণ্ডেই আরাম করিয়া তুলিতাম।" বালিকা, স্বামীর মুখ-প্রতি চাহিল। 'কালি অপেক্ষা, আজি মুখ-খানি মলিন মলিন দেখিতেছি কেন? জ্বর-ত্যাগ সময়ে কি মুখ এইরূপ মলিন হয়?—এইরূপ চক্ষু নিস্তেজ হয়? চক্ষু-কোণে কি এইরূপ কালিমা পড়ে? চোকে কি এইরূপ শূন্য-দৃষ্টিতা জন্মে? এ আরোগ্য; না, বৃদ্ধি?' বালিকার চক্ষু হইতে টস্‌ টস্‌ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। আবার কি মনে পড়িল; বালিকা আর কাঁদিতে পারিল না। (চোকের জল ফেলিলে, পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয়) বালিকা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

সেই অবসরে, নির্ম্মম কাল-কীট সেই জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামী-প্রাণ হরণ করিল!

অঞ্চল মুক্ত হইল। বালিকা চাহিয়া দেখিল, জগৎ অন্ধকার! সে চাঁদ কোথায়? এই কাল-যামিনীর—কাল-মেঘে ডুবিল। চাঁদ ত মেঘে ঢাকিলে, পুনর্ব্বার মেঘ-মুক্ত দেখা যায়। কিন্তু এ চাঁদ আর দেখা পাইবে না। দেখা দিবে না। জন্মের মত চলিল।—কুমুদিনীকে সঙ্গে লইল না কেন? অবিচার! সে যে দুঃখ-সলিলে ভাসিবে; কে তাহাকে তুলিবে? আজীবন কাঁদিবে; কে শান্ত করিবে? কাহার হাত—কে বলিবে? যে যাইবার—সে ত চলিল। কিন্তু বালিকাকে যে জীবন্মৃতা

য়া গেল! বালিকা নবীন-বয়সে অনাথিনী হইল। বালি-
র সু-কোমল-দেহে, কোরক-বয়সে শোক-কীট প্রবেশ করিল।
াতঃ, পাঠক বুঝিয়াছেন "কোরকে কীট কি?"

পাঠক! আপাততঃ মল্লিকাকে একটী স্নেহ-ময়ী বালিকা;
বা, পুষ্পোপমা একটী মল্লিকা-কোরক মনে করুন।

ফুল মনে করিলে,—দেখিয়াছেন, মল্লিকা ফুলটী কেমন
শ্রী? রূপে কে মল্লিকার সমান? কেমন ফোটো ফোটো
য়াছে? দেখিয়াছেন, কেমন শুভ্র স্নিগ্ধ-জ্যোঃতি বাড়ি-
ছে?—সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন রূপের-দল ছাড়িতেছে?
জি এই দেখিলেন। আর নহে। আবার কালি আসিবেন।
যে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতীয় লক্ষণ,—ঐ পাখী
কিতেছে। তারা-গুলি একে একে অদৃশ্য হইতেছে।
নিনীর মান্;—(চন্দ্র তিরস্কৃত। নিভৃত স্থানান্বেষণ করিতে-
ন।) সমস্ত রাত্রির মান। শিশিরাশ্রুজলাভিষিক্তাপদ্মিনী,
াবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিল। সুসজ্জিতা হইল। স্বামী
সিবেন;—পদ্মিনী বিকাশে হাসিল।—মানিনীর আপনাপনি
স দেখিয়া, জগৎ হাসিল।

চলুন, পাঠক! হেমচন্দ্রের উদ্যানে যাই। হেমচন্দ্রের
-পালিতা মল্লিকাফুলটী দেখিয়া আসি।—একি! দল-
ল যে সুখাইতেছে। এই সময়ের মধ্যে, এই? আজিও
অসম্পূর্ণা? কোরকে-কীট! আর কি দেখিতেছেন?
কা-কোরকে—কীট প্রবেশ করিয়াছে।

বালিকা মনে করিলে,—দেখিয়াছেন, মল্লিকার আর পূর্ব্ব

শ্রী নাই। অধর বিশুষ্ক, মুখে কালিমা; চক্ষু বাষ্পোদ্ভাসিত কেন? কালি কি মল্লিকাকে এ প্রকার দেখিয়াছিলেন? না। এক নিশিতেই এই? কেন, মল্লিকে! তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার চারু-নেত্র—নেত্র কাঁপিতেছে কেন? ও কিও!—অশ্রু জল? ও কেন—কি জন্য? দুঃখে? কেন, মল্লিকে! এ বয়সে এত দুঃখ কিসের? আনন্দের বয়স। আনন্দের দিন। এ আনন্দ-বয়সে অশ্রু-জল কার?

কি বলিতেছ?

"হেমচন্দ্র কুলীন। আমি কুলীন কন্যা। কুলীন-বালার পরিণাম-প্রায়ই এইরূপ।'

না মল্লিকে, তুমি যে বালিকা! আজিই কি তোমার বয়সের পরিণাম কাল উপস্থিত হইয়াছে? আরও, তুমি যে হেমচন্দ্রের নয়ন-প্রীতি-করীস্নেহাধার-স্বরূপা দুহিতা? তুমি ত অনুকূল পিতা লাভ করিয়াছিলে; হেম যে নিয়ত তোমার হিতে রত? তাঁহার কথা মনে ভাবিয়া দেখ, "মল্লিকা চির-কাল অবিবাহিতা থাকিবে, সেও ভাল; তথাপি তাহাকে অপাত্র-সাৎ করিব না।"

হেম! তুমি যে স্থির প্রতিজ্ঞ। তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? দুহিতার পরিণাম কি একবারও বিবেচনা করিলে না—একবারও বিবেচনা করিলে না যে, আশীবৎসর বয়সের পরে গঙ্গাপ্রসাদ আর কত কাল বাঁচিবে? মানুষ কত কাল বাঁচে? তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে কর?—যে সর্ব্বনাশ-স্বপ্ন দেখিয়াও মল্লিকার বিবাহ দিয়াছিলে, তাহা একবার ভাবিয়া

থ ? ভাবিলেই মনে পড়িবে !—মনে পড়িবে কি, পাষাণের-
থা, চিরকাল মনে থাকিবে। আর, মল্লিকার এখনকার
বস্থা একবার মনে কর ? ও কি, মুখ অবনত কেন ?
জা ? তখন লজ্জা কোথা ছিল ? সে সময়ে লজ্জা হয়
ই !—এখন লজ্জা ? শুদ্ধ, লজ্জা নহে; অনুতাপও
রিতেছ ? কর, কর; নিষেধ করি না। আজি বলিয়া
ন, তোমাকে চিরদিন এ অনুতাপ করিতে হইবে।

"পিতার দোষ কি ? তিনি কি করিবেন ?"

মল্লিকে ! তবে দোষ কা'র ?

"দোষ দেশাচারের ! আমি পিতার মন জানিয়াছিলাম।
হার ইচ্ছা ছিল যে, আমার ভাল বিবাহ দিবেন। কিন্তু কি
রিবেন ? দেশাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য
তে পারেন নাই।"

পাঠক ! কি দেখিতেছেন ? মল্লিকাতে আর দেখিবার
কি আছে ? মল্লিকা এখন দিন দিনই এইরূপ শীর্ণা হইবে।
ক-কীটে, একেবারে নিঃশেষ করিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে
শেষিত করে। মল্লিকার কুসুম-কোমল দেহে কীট প্রবেশ
রিয়াছে। হেমচন্দ্রের স্বপ্ন সমূলক হইয়াছে; তাঁহার যত্নে-
লিতা মল্লিকা-কোরকে (অসময়ে) বৈধব্য-কীট প্রবেশ করি-
ছ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিদায় পত্র।

যে নিশিতে গঙ্গাপ্রসাদের সহিত মল্লিকার বিবাহ হয়, পূর্ণচন্দ্র সেই রাত্রিতেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। তদবধি পূর্ণচন্দ্রের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।—কেবল-মাত্র মল্লিকা তৎপর-দিবস কোন প্রতিবাসিনীর নিকটে এক-খানি পত্র পাইয়াছিল। তাহা এইরূপ ;——

"মল্লিকে !

আজি আমি সুবর্ণ-গ্রাম হইতে চলিলাম। কোথায় যাইব? তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। কেন? মন জানে না। মন যে জানিয়া গোপন করিতেছে, তাহা নহে। তোমাকে না বলিতে পারে, মনে এমন কি আছে? গমনের কিছুই স্থিরতা নাই। সুতরাং মন বলিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি 'আমার মন যেন কেমন হইয়াছে; কিছুই ভাল লাগিতেছে না।' বোধ করি যে, বিদেশে থাকিলে ভাল থাকিব।

এ কথায় মনে করিবে যে, গঙ্গাপ্রসাদের সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। তাহাতে আমার মনে কিছু-মাত্র ভিন্ন-ভাব জন্মে নাই। মল্লিকে! তোমাকে আজীবন সোদরা-ভগিনীর

ভাল বাসি—আজীবন বাসিব। তোমাকে মনের কথা
বলিয়া কাহাকে বলিব ?

সাত কথার মধ্যে পাঁচ কথা,—আমি পাগল। পাগলের
; পড়িয়া হাঁসিবে। যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই
খতেছি। পড়িয়া মনে মনে বলিবে, "পাগলে কি না বলে ?"
, যে পিতা মাতার কথার অবাধ্য; যে তাঁহাদের কোন
কারে আসিল না; যাহার নিজের মন, নিজের বাধ্য নহে;
পাগল নহে ত কি ?

পিতা মাতার উদ্দেশ্য,—আমার বিবাহ দিবেন। কিন্তু
ম বিবাহ করিব না; এ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বেই করিয়াছি।
ন করিব না ? সে অনেক কথা; পত্রে লিখিতে পারি-
না।

সে কথা যা'ক,—এই পত্রেই বিদায় লইলাম। কারণ,
মার গমনের পর মনে মনে বলিবে যে, "পূর্ণচন্দ্রের কেমন
টা স্বভাব, যাইবার সময় মুখের কথাটীও বলিয়া যান
।"

মনে হ'ল,—মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও। ঈশ্বর করুন, তুমি
ী হও। সুখী হইলে, সংবাদ লিখিও; তোমার ভাল
াদ পাইলে, পূর্ণ অবশ্যই সুখী হইবে।

ভুলিতেছিলাম,—কোথায় পত্র লিখিবে ? আমি কোথায়
কব, তাহার ঠিক্ নাই। যেখানে থাকি, পৌঁছিয়া যে পত্র
খব; তাহাতে ঠিকানা থাকিবে। সেই ঠিকানায় পত্র
াইও; নিঃসন্দেহ পাইব।

আর এক কথা,—অচির-স্থায়ী জীবনের কথা, কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। প্রাণ, এই আছে—এই নাই! মুহূর্ত্ত-কাল পরে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? আর যে সাক্ষাৎ হইবে, এখন সে প্রত্যাশা করিতে পারি না। তবে, দূর নহে; এক গ্রামে বাস। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে সাক্ষাৎ হওয়া বিচিত্র নহে। ইতি।"

"পূর্ণচন্দ্র।"

পূর্ণচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার পিতা কলিকাতায় যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, সে লোক ফিরিয়া আসিল। সম্বাদ? "পূর্ণ কলিকাতায় নাই।"

মল্লিকাও, এই পত্রের পরে পূর্ণচন্দ্রের আর কোন সংবাদ পাইল না। পূর্ণচন্দ্র যেখানেই থাকুন না কেন, সপ্তাহের মধ্যে মল্লিকাকে একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। সপ্তাহ যা'ক, পক্ষ যা'ক, মাস যা'ক;—আজি তিন মাস কাল গত হইল, ইহার মধ্যে কি একখানিও পত্র লিখিতে নাই? পত্রে লিখিয়া-ছিলেন, "মল্লিকে! পৌঁছিয়াই পত্র লিখিব।" তাহা কি সব মিথ্যা? পত্র না লিখিবার কারণ কি?

মল্লিকা ভাবিতেছিল, পূর্ণচন্দ্র যেখানেই থাকুন, আমার উপর রাগ করিয়াছেন। নহিলে, পত্র লিখিলেন না কেন? রাগও করিতে পারেন। কিন্তু আমি কি করিব? মানুষের ত হিতাহিত জ্ঞান নাই! শুদ্ধ এই কারণে আমরা স্বাধীনা হইতে চাই। যদি পিতা-মাত্রেই "দুহিতার" পরিণাম বিচার করিয়া কার্য্য করিতেন; যদি দুহিতার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

তাহিত বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেন; তবে কি
মরা স্বাধীনা হইতে চাহিতাম? স্ত্রী-জাতির মধ্যে (সকলের
সমান নহে) বিবাহ-বিষয়ে স্বাধীনতা সুখের নহে; ইহাতে
নাবিধ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন পিতার অবিবেচনায়,
শষ যন্ত্রণা; তেমনই বিবাহ-সম্বন্ধে স্বাধীনতায় নানাপ্রকার
াল-যোগ ঘটিবার, বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু এক পক্ষে—
তার অবিবেচনা; অন্যপক্ষে—স্ত্রী-জাতির বিবাহে স্বাধী-
া; এ উভয়ের মধ্যে, "স্বাধীনতা" মন্দের ভাল।

সে কথা যা'ক। পূর্ণচন্দ্র কি আর বাটী আসিবেন না?
হার পত্রে যতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে,
টী আসিবেন না। তিনি কোথায়? কিসে জানিব?
নিলে, একখানি পত্র লিখিতাম। কি লিখিতাম? লিখি-
ম, 'আমি আর একবারমাত্র তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষিণী,
সিতেন না? অবশ্যই আসিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত
ক্ষাতে কি হইবে? কি হইবে—আমি তাঁহাকে দেখিতে
ইলেও ভাল থাকি। দেখা দিবেন না? চোকের দেখা;
ন দেখা দিবেন না? অথবা, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের
ভিলাষ করি কেন? আমি বিধবা!

করি কেন? যত দিন বাঁচিব, তত দিন এ অভিলাষ
রিব। সুদ্ধ কি অভিলাষ?—"যদি তিনি অশ্রদ্ধা করিয়া
য়ে না ঠেলেন, তবে তাঁহাকে——"

ছি, মল্লিকে! তুমি লজ্জা-হীনা। নহিলে, এ প্রকার
ন্তা করিবে কেন? এখন তোমার অন্য চিন্তা কেন? তুমি

বিধবা হইয়াছ! পূর্ণচন্দ্র মরুন আর বাঁচুন, তাহাতে তোমার কি? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যাহাতে পরকালে ভাল হয়, পরকালে পুনরায় এ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ না করিতে হয়। পূর্ণচন্দ্রকে চিন্তা করিলে কি হইবে? সর্ব্বনাশ! আবার বলিতে বলিতে কথাটী অসম্পূর্ণ রাখিলে, "যদি তিনি অশ্রদ্ধা না করেন, তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব।" কি কথা? বিধবার বিবাহ! লোকে কি বলিবে?

"কি বলিবে? বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্র নহে। শাস্ত্র-সম্মত।"

মল্লিকে! তা সত্য। এ কথা স্বীকার্য্য; বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু দেশাচার-বিরুদ্ধ। সুতরাং সমাজে থাকিয়া দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? মল্লিকে! এ কু-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর।

আবার কি?

"কেন পরিত্যাগ করিব? বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। তবে কেন? বিশেষতঃ আমি পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণচন্দ্রকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছিলাম; এবং সম্পূর্ণ-রূপে পূর্ণচন্দ্রের হইয়াছিলাম। পিতা, আমার অমতে, এ বিবাহ দিয়াছিলেন। একের বিষয়ে, অন্যের ইচ্ছা, হইতে পারে না। আমি আজীবন পূর্ণচন্দ্রকে ভালবাসিয়া আসিতেছি, এখনও ভালবাসিব। স্বামী, কে? 'পূর্ণচন্দ্র।' স্বামী বর্ত্তমানে অন্যের সহিত বিবাহ সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

মল্লিকে! বিবাহ করিবে? লোকনিন্দা শুনিবে না;

চার মানিবে না ? তবে অসাধ্য। যাহা ভাল বুঝিবে, াই কর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"এখন আমি কা'র ?"

মল্লিকার, সধবা ও বিধবা উভয়াবস্থাই সমান। সধবা াও অলঙ্কার পরে নাই ; এখনও নহে। মল্লিকা সধবা-তেও যেরূপ চিন্তা করিত ; এখনও সেইরূপ রাত্রি দিন ব। প্রভেদের মধ্যে পূর্ব্ব-চিন্তায় মল্লিকা এতাদৃশ শীর্ণা নাই, এখন দিন দিনই শীর্ণা হইতেছে। মল্লিকাকে এখন ং দেখিলে, চিনিতে পারা যায় না ; যেন সে মল্লিকাই ।

মল্লিকার হৃদয়ে, আশু একটী চিন্তা জন্মিল ; যাহাতে ার চিত্ত-স্থৈর্য্য বিনাশ করিল। ভাবিল, 'বিধবার-বিবাহ, গার মত হইবে ত ?' আশা অপরিহার্য্য। আশার সীমা া। আবার ভাবিল, "কেন অমত করিবেন ? পিতা, শাস্ত্র হন ? তবে এ বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। পূর্ব্ব-কালীন নিয়ম তে চাহেন ? পুরান দেখুন। স্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন যে, ী-কালে এ নিয়মু প্রচলিত ছিল। তাহাদের সতীত্বে দোষা-প করিবেন ? তবে "তারা, মন্দোদরী" ইত্যাদির কোনটীকে তী বলিবেন ? যখন পুরাণ মানিতেছেন, তখন ইহাদের

'সতী ও প্রাতঃস্মরণীয়া" বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তবে কি কারণে অমত করিবেন?

পূর্ণচন্দ্র কি বিবাহে অনিচ্ছা-প্রকাশ করিবেন? না।—তিনি তেমন লোক নহেন। এখন মূলকথা,—'তাঁহার বাটী প্রত্যাগমন।' আসিবেন না? অবশ্যই আসিবেন। কত-কাল বিদেশে থাকিবেন? আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা! নহিলে, তখন যাইতে দিব কেন? যখন তিনি বলিয়াছিলেন, "মল্লিকে! তোমার জন্য সর্ব্ব-ত্যাগী হইতে পারি। জগতে, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়-তর কি? যদি কিছু থাকে, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি।" আমি কালামুখী, তখন বুঝিতে পারিলাম না। বিষা-দিনী মরিল, আমি মরিলাম না কেন? সাধ্বী মরিল—বিধবা মরিল না কেন? সেই রাত্রে যদি আমি মরিতাম, তবে কি তিনি বিদেশে যাইতেন? এখন কেন মরি না; এখনই কি মরিতে পারি না? পারি, কিন্তু এখন নহে। একবার তাঁহাকে চোকে না দেখিয়া মরিব না।' মল্লিকা একাকিনী গৃহমধ্যে বসিয়া, আপনার অপরিণাম-দর্শিতার ভুয়োভূয়ঃ অপ্রশংসা করিতে লাগিল। পরিশেষে অনুতাপের-নিদর্শন-স্বরূপ, জগদীশ্বরসমীপে একটী প্রার্থনা জানাইল,——

জগতের পিতা তুমি, কি হেতু অন্যায়?
সমান সম্বন্ধ যদি,
তবে কেন নিরবধি,
কিঞ্চিৎ মমতা তব নাহিক কন্যায়?——
তনয়ের প্রতি দয়া আছে সর্ব্ব-দায়।

পুত্রের বিবাহ কালে,
পিতা, কত কুতূহলে,
দেশে দেশে 'ভাল পাত্রী' করি অন্বেষণ ;
তবে সে বিবাহ, হ'লে মনের মতন।
কন্যা প্রতি কই এত ?
যেন অপরাধী কত !
কতক্ষণে বিলাইব ; এই মত ভাবি,
অপাত্রে অর্পেন পিতা, না বিচারি ভাবী !
কেহ, পশু পক্ষী প্রায়
বেচিতেছে কন্যা, হায় !
মনস্তাপে মনস্তাপ পলাইছে লাজে !
লভ্য-অঙ্ক, কন্যা বুঝি, এ পৃথিবী মাঝে ?
কোন পিতা, অর্থ-বশে
দিতেছেন কন্যা, শেষে
জরা-গ্রস্ত——বোধ-শূন্য——নিরক্ষর জনে !
কি করিবে বালা ? "পিতৃ-দত্তা কন্যা" জানে।
কুলীন-বালা, বিশেষে
"যম-বরা" অধিকাংশে ;
জঘন্য কৌলীন্য-প্রথা, হায় ! কত কালে
দূর হবে বঙ্গ হতে, তব কৃপা বলে ?
দেশাচারে কোন পিতা,
দিতেছেন স্বর্ণ-লতা,
প্রায় কাল-কবলিত—অশীতি-পরেরে,

বিধবা হই'ছে বালা——বিবাহ বৎসরে !
শেষে, কন্যা একা নয়,
পিতারও জ্বলিতে হয়
নিয়ত গৃহেতে হেরি, বিধবা কুমারী—
দাঁড়াইয়া মুখ-খানি——চূণ-পানা করি !
হৃদে, শোকাস্ত্র অমোঘ ;
নয়নে, নিয়ত মেঘ ;
জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ ভাবিয়া পাবে না—
সে মুখের হাঁসি কভু দেখিয়াছে কি না ?
অর্থ-হীন হলে পরে,
শ্রোত্রিয়, বংশজ ঘরে
কা'রও বংশ-লোপ হয় বিবাহ অভাবে ;
কেহ শতাবধি পারে, কুলীন-প্রভাবে !
হায় ! একি সুনিয়ম ?
কেন ভুলেছিল যম ?
বাল্যকালে বল্লালেরে করিতে সংহার ;
তা হলে এ ছার প্রথা, কে করিত আর ?—
যাহার জ্বালায় কত,
কুল-বালা শত শত—
না পূর্ণিতে যৌব-কাল—(হায়রে কেমনে
পশিছে বৈধব্য-কীট—কোরক-কুসুমে ?)
না সহি সে কীট-জ্বালা,
কত শত কুল-বালা

নবীন যৌবনে হায় !—ত্যজি সুখ-আশে,
অনা'সে ত্যজিছে প্রাণ—বালিকা বয়সে !
হায়, কিবা পরিতাপ !
কত মত এইরূপ,
হইতেছে প্রতিদিন, কে করে নির্ণয় !
দেশাচার-বশে, কা'রও দয়া নাহি হয়।
ভীত বটে দেশাচারে,
মানুষে হইতে পারে ;
কিন্তু তবোচিত নহে, মানুষের মত
দেশাচারে ভীত কিহে তোমার উচিত ?
তব নাম "ইচ্ছাময়"—
ইচ্ছায়, সকল হয়,
তবে কেন কৃপাময়, না দেহ সুমতি
জন-গণে—সংশোধিতে এ ছার কুরীতি ?
তব দয়ার প্রভাবে,
সকলে স-যত্ন ভাবে
দেশ-হিত সাধিবারে হইলে তৎপর,
তবে আমাদের দুঃখ থাকিবে কি আর ?
তাই হে পদে তোমার,
মল্লিকার এই ভার,—
কৃপাকর কৃপাকরি করহে বিধান,
যাহে আমাদের দুঃখে, সবে দেয় মন।
যেমন আমরা সবে,

জ্বলিতেছি আসি ভবে,
এখন যাহারা হ'বে—(আমাদের মত)
জন্মি আর যেন নাহি জ্বলে অবিরত।—
কিম্বা, করহে বিধান,
এই মত সুবিধান ;—
(যাহা ভাল হয় নাথ,—করহ বিচারে)
'নাহি জন্মে কন্যা যেন, কুলীনের ঘরে।'

মল্লিকা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিল। অবশেষে পুনর্ব্বার ভাবিল, "এ বিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ। দেশাচার-বিরুদ্ধ বিবাহ কি ঘটিতে পারে? পারে না; পরিণামে বড় গোল-যোগ, বড় বিপদ। কে জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদে পড়িতে চাহে? বিবাহ,—সুখের কর্ম্ম। কিন্তু দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলে, বড় দুর্ঘট। তবে যদি উভয় মনের একাগ্রতা জন্মে, তাহা হইলে কিছুতেই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। কিন্তু আমার মন যেরূপ, ব্যগ্র, তাঁহার মনও কি এইরূপ? না। তাঁহার মন পূর্ব্বে এইরূপ ছিল; এখন আর নহে। আর কি তিনি মল্লিকার মুখ দেখিবেন? "মল্লিকা" নামেও তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে!" মল্লিকা কাঁদিল।

গৃহ নির্জ্জন। কেহ দেখিল না। কোথা হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, "মল্লিকে! কাঁদিতেছিস?"

মল্লিকা চক্ষু মুছিল। চাহিয়া দেখিল, "মালতী।" মালতী, মল্লিকার সম-বয়স্কা ও সখী। মালতী পূর্ব্বে প্রায়ই মল্লিকার কাছে থাকিত। কিন্তু মল্লিকার বিধবা হওয়ার পর অবধি,

তীর আসা একপ্রকার বন্ধই হইয়াছিল; তবে কচিৎ কোন আসিত। মালতী বড় চতুরা। মালতী জানিত যে, 'মল্লি- ইচ্ছা, পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করিবে।' এ কথা জানিতে লে, পাছে মল্লিকার মাতা মনে করেন যে, 'মালতী সর্ব্বদা হার নিকটে থাকে। সেই মল্লিকাকে কুমন্ত্রণা দেয়।' সন্দেহ করিয়া, এ দিকে মালতীর আসা বন্ধ হইয়াছিল।

মল্লিকা উত্তর করিল। বলিল, "না।"

মালতী আবার বলিল, "না ত কি? চোকের জল যে ও সুখায় নি?"

মল্লিকা কথা কহিল না।

মালতীও আর ওকথা জিজ্ঞাসা করিল না। বলিল, াকে! অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই; এখন কেমন স্?"

মল্লি। এখন মরিলেই বাঁচি! চোকের দেখা; কেমন ঃ, একবার কি দেখিতেও নাই?

মাল। দেখিব কি, শুনিয়াছি,———

মল্লি। কি?

মালতী কাণে কাণে বলিল,"না কি আবার বিবাহ করিবি?"

মল্লি। কে বলিল?

মাল। লোকে বলিতেছে।

মল্লি। যে বল্বে বলুক্!

মাল। কথা কি সত্য?

মল্লি। সত্য নহিলে, লোকে বলিবে কেন?

মাল। বুঝিলাম না ত?

মল্লি। কি?

মাল। মনের অভিপ্রায়?

মল্লিকা হাঁসিল। বলিল, "বিবাহ করিব।"

মাল। কাহাকে?

মল্লি। যাহাকে ইচ্ছা হইবে।

মাল। এবার ভাই—পাত্রটী ভাল দেখিয়া বিবাহ করিও?

মল্লি। মালতি! তোর বুঝি হইয়া থাকে?

মালতী বুঝিল। বুঝিয়াও বলিল, "কি?"

মল্লিকা বলিল, "ভাই—পাত্র?"

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি তাহা বলিতেছি? আমি বলিতেছি, এবার ভাই তুমি পাত্রটী ভাল দেখিয়া বিবাহ করিও?"

মল্লি। উত্তম পাত্র স্থির করিয়াছি।

মাল। কে? দ্বিতীয় গঙ্গাপ্রসাদ না কি?

মল্লি। না।

তবে। তবে কে?

মল্লি। "যম।"

মাল। এই বয়সে এত সাধ?

মল্লি। নহিলে, কুলীন-বালার যোগ্য পাত্র আর কে

মাল। সকলের কথা বলিতে পারি না। তোমার যোগ্য পাত্র "পূর্ণচন্দ্র।"

মল্লি। আমি কি পূর্ণচন্দ্রের কথা বলিতেছি? কুলীন-
র প্রায়ই সু-পাত্র পাওয়া যায় না।

মাল। কেন?

মল্লি। কুলীন-কন্যাদিগের অবস্থা দেখ না কেন? আরও
কৌলীন্যপ্রথার জন্য, শ্রোত্রিয়-ঘরে (বিবাহ অভাবে)
ব্রাহ্মণের বংশ-লোপ হইতেছে।—আবার একজন গণ্ডমূর্খ
ীন, মনে করিলে অনায়াসে একশত বিবাহ করিতেছে!

মাল। এ কথা যথার্থ। কিন্তু ইহার সদুপায় কি?

মল্লি। সদুপায় এই যে, যদি সকলে এ বিষয়ে মনোযোগ
রন।

মাল। এ বিষয়ে গ্রাম-মধ্যে কেবল পূর্ণচন্দ্রের একটু মনো-
গ আছে। কিন্তু একজনের যত্নে কি হইতে পারে? মল্লিকে!
নয়াছিস, পূর্ণচন্দ্র আজি বাটী আসিয়াছেন?

মল্লিকা উত্তর করিল না।

মালতী জানিত যে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণচন্দ্রের
ত, মল্লিকার প্রণয়-বেগ পড়িয়াছিল। বলিল, "মল্লিকে!
যেন আমাকে মনের সকল কথা বলিতে সঙ্কোচ সঙ্কোচ
ধ করিস না?

মল্লিকা উত্তর করিল, "না।"

মালতী বলিল, "হাঁ।"

মল্লি। কোন্ কথা?

মাল। কেন, পূর্ণচন্দ্রের কথা?

মল্লিকা, মালতীর দিকে চাহিল। বলিল, "মালতি! আমি বিধবা। আমার পূর্ণচন্দ্র কি অন্যকাহারও কথায় প্রয়োজন?"

মালতী অপ্রতিভ হইল। বলিল, "মল্লিকে! আমি কেবল মনপরীক্ষার জন্যই এরূপ বলিয়াছি। মনে কোন দুঃখ্য বিবেচনা করিও না।"

মল্লিকা মনে মনে কি চিন্তা করিতেছিল; অন্যমনস্কতায় বলিল, "দুঃখ্য আবার কি ভাবিব।"

"ভাবিবে না; তাহাই বলিতেছি।" এই বলিয়া মালতী প্রস্থান করিল।

মল্লিকা ভাবিতেছিল, "বড় রহস্য! আমি পূর্ণচন্দ্রের মল্লিকা। মধ্যে পিতা, গঙ্গাপ্রসাদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎ-পরে বিধবা হইয়াছি।—এখন আমি কা'র?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"সে, আমার দু-চোকের বিষ

মালতীর মুখে পূর্ণচন্দ্রের বাটী প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া, মল্লিকা সম্পূর্ণ আনন্দ-লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মল্লিকার মনো-মধ্যে আর একটী গুরুতর চিন্তা জন্মিয়াছিল। সে, 'পূর্ণচন্দ্রের আমার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। নহিলে, বাটী আসিবেন কেন?'

মল্লিকা ভাবিল, আমাকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে পারেন। ভালবাসায় কি অশ্রদ্ধা হয় ? আমি ত তাঁহাকে ভাল ? তিনিই কি ভালবাসেন না ? তিনিও ভালবাসেন। তিনি মনে করিতেছেন, 'মল্লিকা অবিশ্বাসিনী।' আমি করিতেছি, 'কিসে অবিশ্বাসিনী হইলাম ? আমি ত এক র জন্যও তাঁহার নিকটে বিশ্বাস-ঘাতিনী নহি।' কিন্তু া তাহা কিসে জানিবেন ? একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ল, জানাইতে পারি। অথবা, এ আশা করি কেন ? এ ান্ত দুরাশা ! এ সাধ কি পূর্ণ হয় ?—বামনের ইচ্ছা, ন্দ্র ; অসম্ভব, তা হইবে কেন ? তিনি কি আর সাক্ষাৎ বেন ? 'মল্লিকা অবিশ্বাসিনী !'

মনন্ত পাগল ; মল্লিকা, প্রলাপে কি প্রত্যক্ষে ; জাগরণে স্বপ্নে দেখিতেছে ; সে জ্ঞান-বিহীনা। মল্লিকা শুনিল, পূর্ণচন্দ্র বলিতেছেন, "আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল না ? মল্লিকা অবিশ্বাসিনী ! মল্লিকা মরিল না কেন ? যেন, মেঘে, কালমেঘে, মুখামুখি হইয়া বলিতেছে, কালা- মরিল না কেন ? পাখীরা ডাকিয়া বলিতেছে, মরিল না ? যেন, প্রকৃতি-সতী গম্ভীর-স্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে- অবিশ্বাসিনী মরিল না কেন ? পৃথিবী বলিতেছে, মল্লিকা াসিনী ; অবিশ্বাসিনীর পৃথিবীতে না থাকাই উচিত। মরিল না কেন ?"

থিবীসুদ্ধ সমস্ত লোক বলিতেছে, 'মল্লিকা মরিল না ?' মল্লিকা বলিতেছে, 'এখন নহে। যদি মরি, তবে

পূর্ণচন্দ্রের মুখ দেখিয়া মরিব। পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে কেন? কাহার জন্য; মল্লিকার? তবে মল্লিকা মরিবে; কিন্তু একবার পূর্ণকে না দেখিয়া নহে।' মল্লিকা কাঁদিল। বহুক্ষণ কাঁদিল। প্রকোষ্ঠ নির্জন; নিঃশব্দ। বাতাসের শব্দটী নাই। নদী নিঃস্পন্দ; জলের সে ডাক নাই; নীরবে বহিতেছে। মল্লিকা নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া শোকের সমতা জন্মিল।

তখন মল্লিকার মন স্থির হইল। মনে, জ্ঞান-সঞ্চার হইল। ভাবিল, "আমার কি ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল? ভ্রান্তিই বটে। কিন্তু, কেন এ ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল? শুনিয়াছি, মানুষের কোন অমঙ্গল ঘটিবার পূর্ব্বে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে; মন এইরূপ চঞ্চল হয়। কিন্তু কি অশুভ ঘটিবে? আমার ঘটে, ঘটুক। পূর্ণচন্দ্রের পায়ে যেন কাঁটা না ফুটে।" মল্লিকা পূর্ণচন্দ্রের অন্য অমঙ্গল মনেও আনিতে পারিল না।

সহসা মল্লিকার গায়ে কাঁটা দিল। কাহার পদ-শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে "মল্লিকে!" শব্দটী মল্লিকার কর্ণে প্রবেশ করিল। মল্লিকা স্বরে চিনিল—"মালতী", কিন্তু কথা কহিল না।

মালতী আবার বলিল, "আমার মল্লিকা ফুলটী কোথায়?"

মল্লিকা বলিল, "ফুল আবার কোথায় থাকে?—গাছে।"

মালতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "গাছে, না, গাছ-তলায়?"

মল্লি। ফুল বুঝি গাছ-তলায় থাকে?

মাল। কেন, বোঁটা ছিঁড়ে পড়িলে?

মল্লি। সে, ফুলের?

মাল। এ ফুলেরও?

মল্লি। এ ফুলের আবার বোঁটা কি?

মাল। আছে।

মল্লিকা, মালতীর দিকে চাহিল। বলিল, "কি?"

মালতী বলিল, "স্বামীই স্ত্রী-জাতির বৃন্ত-স্বরূপ। আর, মী-হীনা কামিনীই, বৃন্ত-চ্যুত-কুসুম;"—

কামিনী, কুসুম-কলি, কুসুম-হৃদয়;
একমাত্র বৃন্ত স্বামী, সংসার-বন্ধনে।
স্বামী-হীনা কামিনীর, কি ফল জীবনে?—
বৃন্ত-চ্যুত কুসুম সে, সুখাইয়া যায়।

স্বামী, রমণীর গতি—স্বামীই সুমতি,
জীবনে জীবন স্বামী, দেখিয়া যাহারে
যাবতীয় দুঃখ নারী সহে এ সংসারে,
স্বামী বিনা কামিনীর নাহি অন্য গতি।

পুত্রের নিধনে হয় ব্যাকুল অন্তর,—
'পুত্র-সম স্নেহ নাই' শাস্ত্র-সিদ্ধ বটে।—
কিন্তু স্বামী কাছে কোথা সমতুল ঘটে?
সহস্রাংশে একাংশ না হইবে তাহার।

স্বামী সে নিষ্ঠুর যদি, তথাপি স্নেহ সে
কিঞ্চিৎ লাঘব নাহি হয় কোন-কালে;—

আশ্চর্য্য মোহিনী-শক্তি! মিন্দি সেই কালে,
কেমনে এমন নিধি, হরে অনায়াসে?
হায়রে নির্ম্মম কাল! কেমন আচার,
কেমন হৃদয় ক্রূর?—দয়া নাহি হয়
হরিতে এমন ধন, সুখের আলয়—
কামিনী কোমল প্রাণ, করি অন্ধকার?

বিকচ-কমল মুখ, নবনীত কায়,
অধর বান্ধুলি, আর সৌন্দর্য্য যতেক;
সকলি বৃথায় তার—বিনা সেই এক,
লাবণ্য নিঃসৃত আর নাহি হয় তায়।

রূপ, গুণ, যৌবন, কিছুই নিত্য নয়;
তবু ইথে কালাকাল আছে নির্দ্ধারিত।
কিন্তু সে কালের নাহি সময় নিশ্চিত,
লইতেছে শিশু, যুবা, ইচ্ছা হয় যায়।

কাঁদাইছে অবলায়, ভাসাইছে শোকে,
(নবীন যৌবন সবে—নবীন বয়সে)
দিতেছে অনল জ্বালি; দহিছে হুতাশে,
নিরন্তর শোক-বাষ্প বহিতেছে চোকে।

স্বামী-হীন যে জীবন, হায়রে যেমত—
(বৃন্ত-চ্যুতে সু-কুসুম তলে পড়ি যায়;
রূপ, রস, গন্ধ, আর নাহি থাকে তায়,
লাভে মাত্র হয় পশু-চরণে দলিত!")

মল্লিকা স্বীকার করিল। বলিল, "এ কথা যথার্থ।"

মালতী পুনর্ব্বার বলিল, "স্বামী যাহার মনোমত না হয়, ারও জীবন এইরূপ।"

মল্লি। স্বামী আদরের জিনীস। স্বামী আবার কা'র না ামত হয়?

মাল। কা'র, স্বামীর সহিত যাহার মন না মিলে।

মল্লি। তাহার অর্থ?

মাল। তাহার অর্থ,—আমি তোমাকে ভালবাসিলাম, তুমি আমাকে ভালবাসিলে না।

মল্লি। কিছুই ত বুঝিলাম না?

মাল। রাগ করিবে না ত?

মল্লি। কেন?

মাল। বুঝাইব।

মল্লি। না।

মাল। গঙ্গাপ্রসাদ, তোমার মনের মত হইল না কিসে?

মল্লি। সে, আমার চু-চোকের বিষ!

মাল। ঐ চোকের বিষেই ত মনের মত হয় না!

মল্লিকা লজ্জিতা হইল। কথা কহিল না।

ালতী আবার বলিল, "এখন বুঝিয়াছ ত?"

ল্লিকা মাথা নাড়িল, "বুঝিয়াছি।" বলিল, "কিসে প্রণয় কিসে হয় না, আমি তাহা জানিতাম না।"

াল। আমাদের বিবাহ বিষয়ে পরাধীনতাই প্রণয়ের াদী!

মল্লি। স্বাধীনতায় কি হইত ?

মাল। সুপ্রণয় হইত।

মল্লিকা বলিল, "মালতি! স্বামীর সহিত যাহার অপ্রণয়, তাহার জীবন ?

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবলাবন—বড় কাঁটা!"

মল্লি। মর, তোমার কপালে আগুন!

মাল। তা হলে ত বাঁচিতাম।

মল্লি। কেন ?

মাল। শিব হইতাম।

মল্লি। মালতি! তো'র কথায় কথায় এত শিব হইবার সাধ কেন ?

মাল। তাহা হইলে যে এ দায়ে বাঁচি।

মল্লি। কোন দায়ে ?

মাল। পরাধীনতার দায়ে।

মল্লি। স্ত্রীলোকে কি শিব হয় ?

মাল। কপালে থাকিলেই হয়।

মল্লি। কি ?

মাল। "আগুন!"

মল্লি। তো'কে ভাই, পারা ভার!

মাল। পারিবি না ত বলা কেন ?

মল্লি। বুঝিতে পারি নাই।

মাল। তবে ?

মল্লি। কি ?

মাল। দণ্ড?

মল্লি। কি দণ্ড?

মাল। যাহা তোমার ইচ্ছা।

মল্লি। আমার ইচ্ছায় কি দণ্ড হইতে পারে?

মাল। পারে।

ল্লিকা বলিল, "না।"

মালতী বলিল, "তবে কাহার ইচ্ছায় দণ্ড হইবে?"

ল্লিকা উত্তর করিল, "মালতীর।"

াল। মালতী এমন দণ্ড দিবে কেন?

ল্লি। কেমন?

াল। যাহাতে মালতীর কথা থাকিবে না।

ল্লি। অবশ্য থাকিবে।

াল। যাহা বলিব, শুনিবে?

ল্লি। শুনিব।

ালতী কাণে কাণে বলিল, "পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ কর।"

ল্লিকা ঈষদ্বিরক্তির সহিত বলিল, "তুমি মর।"

াল। কেন?

ল্লি। বিধবার বিবাহ?

াল। কেন, পুরুষেত যতবার ইচ্ছা হয়, ততবার বিবাহ

ল্লি। পুরুষের সময় যে দোষ নাই!

াল। যতদোষ বুঝি আমাদের বেলা? পুরুষেরা স্ত্রী

থাকিতে বিবাহ করে। আমাদের বুঝি স্বামী মরিলেও বিবাহ করিতে নাই ?

মল্লি। না।

মাল। কেন ?

মল্লি। দেশাচার।

মাল। "এমন দেশাচারের মুখে———"

মল্লিকা বাধা দিয়া বলিল, "যা'ক আমাদের ও তর্কে কাজ কি ?

মালতী উত্তর করিল, "কাজ নাইইবা কেন ?"

মল্লি। থাকিলেও, এখন বিদায় দাও।

মাল। তবে আমাকেও এখন বিদায় দাও।

মল্লি। কখন আসিবে ?

"যখন মন ছুটিবে" বলিয়া মালতী গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার ফুটিল।

ক্রমে, একথা হেমচন্দ্রের কাণে উঠিল। হেমচন্দ্র শুনিলেন যে, "মল্লিকার ইচ্ছা যে,—সে পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করে।" হেমচন্দ্রের মনোবৃত্তি অতিশয় সতেজ। তিনি ভাবিলেন, একবার অবিবেচনায় এই যন্ত্রণা!—অবিবেচনা আর করিব না। মল্লিকার

য় আর আঘাত করিব না; তাহার সুখের পথে কাঁটা
না। কিন্তু দেশাচারবিরুদ্ধ-কার্য্যে, কিরূপে সাহসী
? এখন যেন সাহস করিলাম, বিবাহ দিলাম; কিন্তু
ামে কি দশা হইবে? অথবা, যাহাই হউক, আর এ বিষয়ে
চ্ছাপ্রকাশ করিব না। আজিও মল্লিকার সুখাভিলাষে
তৃপ্তি জন্মে নাই। পরিতৃপ্তি কি, আজিও সে সুখ
াকে বলে জানে না। সুখের নাম-মাত্র শুনিয়াছে; কিন্তু
দিনের জন্যও মনোমধ্যে সুখানুভব করে নাই। সেই সুখে
বাদী! আমার যাহা হয় হইবে; কিন্তু মল্লিকার সুখেচ্ছায়
প্রতিবাদী হইব না।

মনের ভাব বিচিত্র! কেহ স্বর্গে বসিয়া নরক দেখিতেছে,
নরকে থাকিয়া স্বর্গ অনুমান করিতেছে। কেহ, দুগ্ধ-ফেন-
শয্যোপরি শুইয়া মনে করিতেছে, কি কণ্টক! কেহ,
মৃত্তিকোপরি ধুলি-শয্যায় শয়ন করিয়াও সুখ-সুপ্ত। এক
য়, কাহারও মনাবেশ, কাহারও দুঃখের এক-শেষ। এক
ন, কাহারও রুচি, কাহারও 'মরিলেই বাঁচি!' কেহ,
শয্যায় বাঁচিতে-ইচ্ছুক, কেহ বা দীর্ঘ-জীবনে মরণোৎসুক।
জগতে, কাহারও মহাদুঃখ, কাহারও পরম-সুখ। এক-
া, কাহারও সুখের শেষ, কাহারও পক্ষে কাল-কূট-বিষ!
ভার্য্যা, কাহারও চিত্ত-তোষিণী, কাহারও প্রাণাপহারিণী।
সামগ্রীতে, কাহারও চক্ষু-শূল, কাহারও শোভায় অতুল।
মল্লিকা মনে করিতেছে, 'রূপে, গুণে, কে পূর্ণচন্দ্রের সমান?
চন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে, না জানি কত সুখই হইবে।'

পূর্ণচন্দ্র মনে করিতেছেন, 'মল্লিকা অবিশ্বাসিনী ! কে সে সন্ম চক্ষুর কাছে দাঁড়াইয়া বলিবে যে মল্লিকা অবিশ্বাসিনী? পূর্ণ চন্দ্র, কখনই না; পূর্ণচন্দ্রের জীবন থাকিতে নহে।' হেম চন্দ্র মনে ভাবিতেছেন, 'এ বিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ !' তিনি অকূল-পাথার দেখিতেছেন।

হেমচন্দ্রের অসম-সাহস। তাঁহার সাহসিকতার এই প্রথম পরিচয়। দেশাচার-বিরুদ্ধাচারীর পরিণাম-ফল নির্দ্দিষ্টই আছে। জানিয়াও, তাঁহার মনে কিছু-মাত্র ভীতি-সঞ্চার হইল না। তিনি অনেক বিবেচনার পর, পূর্ণচন্দ্রের সহিত মল্লিকার বিবাহ দেওয়াই যুক্তি-স্থির করিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে কমলা শুনিল, বিমলা শুনিল। অবশেষে বামা, ক্ষেমা, কামিনীর ননদ, কৃপার বো'ন-ঝী, ক্ষীরদার মাসী, প্রমদার সই জ্ঞানদা, বরদার—পাঁচী দাসীও শুনিল। কমলা স্বামীর কাছে পরিচয় দিতে বসিল, "শুনিয়াছ, মল্লিকার পিতা নাকি মল্লিকার আবার বিবাহ দিতেছেন?" কোন বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনীর কাছে বলিল, "বিধবার-বিবাহ ! কালে কালে না হ'ল কি?" বিমলা নির্জ্জনে, ঘরের ভিতরে বসিয়া বলিল "ঠাকুর-ঝি ! এই সু-সময়। দেখিয়া শুনিয়া একটী বিবাহ কর না?" ঠাকুর-ঝী চক্ষু-লজ্জায় বলিলেন, "আমার কি আর দিন কাল আছে যে বিবাহ করিব?"—আর, মনে মনে বলিলেন, 'দিন কাল আছে, ইচ্ছাও আছে, কিন্তু বিধি যে প্রতিবাদী !' তখন ঠাকুর-ঝীর বয়স সাড়েনয়গণ্ডা। প্রমদা, সখীর কাণে কাণে বলিল, "আমার বয়স কাল আছে, কিন্তু বাবা যে

ম মহেন ?” সখী বলিল, “তা অমন করিয়া মাকি-সুরে কে কি হ’বে ?”

একে একে গ্রামস্থ সকলেই শুনিল। বৃদ্ধেরা, স্বরে স্বামে ঢ় হইয়া বসিলেন। যুক্তি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, সাব্যস্ত। কেহ বলিলেন, “তিনি কি গ্রামটীকে উচ্ছিন্ন তে বসিয়াছেন ?” কেহ বলিলেন, “তিনি বুঝি মনে করি-ন, গ্রাম-মধ্যে আর কেহ মানুষ নাই; তাই যাহা মনে বেন, তাহাই করিবেন ?” কেহ বলিলেন, “তাঁহার কি মনে যে আমাদের হস্তেও একদিন তাঁহাকে পড়িতে হইবে ?” সাব্যস্ত আর কি হইবে ? তিনিই সম্পূর্ণ দোষী। এখন, ম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ? পরিশেষে সকলে থাকিয়া স্থিরী-কৃত যে, “আমরা তাঁহাকে ভালমন্দ কিছুই বলিব না; সে যাইবও না; তাঁহার বাটীতে খাইবও না।”

হেমচন্দ্র পরম্পরায় এ যুক্তি শুনিলেন। তথাপি তাঁহার ভয়-সঞ্চার হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “উচিত র্য্যে ভয় কি ?” তখন তাঁহার আরও সাহস বাড়িল। পরি-বিঘ্ন, তাঁহার মনেও স্থান পাইল না। তিনি, পূর্ণচন্দ্রের মল্লিকার বিবাহ দিলেন।

পাঠক ! কত-দূর সন্তুষ্ট হইবেন বলিতে পারি না; আজি মাসের পরে, বৈধব্য-কীট-দষ্ট মল্লিকা-কুসুম টী আবার । মল্লিকার জীবনে এই প্রথম শ্বশুর-বাটী দর্শন ঘটিল। বাসর বিগত হইল। প্রত্যুষে মল্লিকা, পূর্ণচন্দ্রের বাটীতে করিল।

হেমচন্দ্রের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিল। হেমচন্দ্র সমাজ-চ্যুত হইলেন। কেবল নিতান্ত আত্মীয় দুই এক ঘর লোক, হেমচন্দ্রের মুখ চাহিয়া তাঁহার দিকে রহিল।

মল্লিকা শ্বশুর-বাটী গমন করিল বটে, কিন্তু (শ্বশুরালয় গ্রাম-মধ্যে হওয়ায়) লোক-নিন্দার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করিয়া যে সুখ-লাভ করিয়াছিল, সে সুখ মল্লিকা একদিনও লোক-গঞ্জনায় মনোমধ্যে অনুভব করিতে পারিল না। প্রতিবাসিনীরা কথায় কথায় "বিধবা-বিবাহের" কথা তুলিয়া, মল্লিকাকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিত। মল্লিকা কাহারও সহিত ভয়ে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিত না। প্রতিবাসিনীরা আসিলে, প্রায়ই সেখান হইতে উঠিয়া যাইত। বিবাহের পর অবধি কেহ মল্লিকার মুখে বড় কথা শুনিতে পায় নাই; বা, হাসি দেখিতে পায় নাই। মল্লিকা, লোক-গঞ্জনার জ্বালায়, সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত; কত কি ভাবিত। মনের দুঃখ, মল্লিকা কাহাকেও বলিত না; পূর্ণ-চন্দ্রকেও নহে। ফলতঃ মল্লিকা বিবাহ করিয়া সুখী হইবে কি, এক প্রকার জীবন্মৃতা হইয়াছিল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

যে যন্ত্রণা, সেইই রহিল।

ঠক! পাত প্রস্তুত। একবার এদিকে আসিতে হইবে;
 সমাজে উঠিতেছেন।

 ধুম্। পাপের প্রায়শ্চিত্ত! বাটীর ভিতরে সারি সারি
াড়িয়াছে। বহির্ব্বাটীতে লোকারণ্য। সামাজিক ব্রাহ্মণ-
 কতক আসিয়াছেন, কতক আসিতেছেন, কতক আসি-
 যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ আমোদ
ছে, ছোট কথা, বড় কথা, তর্ক, নাক-নাড়া, চক্ষু-ভঙ্গী,
ী ইত্যাদি।

মচন্দ্রের অধিকদিন সমাজ-চ্যুত হইয়া থাকিতে হয় নাই।
পেরদণ্ড-স্বরূপ মহাসমারোহে একটী ভোজ দিয়া,
 তিনি সমাজে উঠিতেছেন। সামাজিক ব্রাহ্মণ-গুলি
ই অনুগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। পরিশেষে
সভায় মীমাংসা হইল যে, "হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। যে
অদৃষ্ট-ফল সকলেরই ভোগ করিতে হয়। মল্লিকা যেমন
করিয়া আসিয়াছিল; সেইরূপই ঘটিয়াছে। কপালই
 তাহার কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে। কিন্তু
 হেমচন্দ্রকে পীড়ন করা উচিত নহে।" এই বিবেচনায়
হেমচন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। হেমচন্দ্র, সকলের অনুগ্রহ-

প্রসাদে (কিঞ্চিৎ অর্থ-দণ্ড দিয়া) পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সমাজে চলিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র সমাজে উঠিলেন। কিন্তু কই, মল্লিকাকে ত কেহই নিন্দা করিতে ছাড়িল না? হেমচন্দ্রের সমাজ-চ্যুতি ও মল্লিকার নিন্দা, এক সময়েই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্র ত সমাজ-ভুক্ত হইলেন; মল্লিকার পক্ষে ক্ষমা নাই কেন? আজি ছয় মাস কাল গত হইল মল্লিকার বিবাহ হইয়াছে; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই ত মল্লিকাকে ক্ষমা করিল না! মল্লিকার যে যন্ত্রণা, সেইই রহিল।

মল্লিকা, ক্রমাগত এই ছয় মাস লোক-নিন্দা সহ্য করিল। শেষে, আর পারিল না। ক্রমে, অসহ্য হইয়া উঠিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ইহার ঔষধ কি?"

বেলা অপরাহ্ন। গৃহ-মধ্যে সু-সজ্জিত পূর্ণচন্দ্র। আর কেহ কোথাও নাই। মল্লিকা মুখ-ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ইহার ঔষধ কি?"

পূর্ণচন্দ্র মল্লিকার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "কিসের?"

মল্লি। লোক-নিন্দার।

পূর্ণ। মল্লিকে! সে অনুসন্ধান কেন?

ল্লি। প্রয়োজন আছে।

র্ণ। কি প্রয়োজন ?

ল্লি। ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

র্ণচন্দ্র নিরুত্তর।

ল্লিকা আবার বলিল, "ঔষধ কি, বলিতে পার ?"

র্ণ। মল্লিকে ! লোক নিন্দার ঔষধ কি ?

ল্লি। তা'ইত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

র্ণ। মল্লিকে ! লোক-নিন্দার ঔষধ কিছুই নাই।

ল্লি। তবে লোক বাঁচে কিসে ?

র্ণচন্দ্র নীরব।

ল্লি। বল।

র্ণ। কি ?

ল্লি। ঔষধ কি ?

র্ণচন্দ্র এ কথার উত্তর করিলেন না। বলিলেন, "মল্লিকে ! নিন্দায় কি তোমার মনে কোন বেদনা উপস্থিত হই-
?

ল্লিকা বলিল, "নহিলে, ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিব
?"

র্ণচন্দ্র আবার নীরব হইলেন।

ল্লিকা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "জান ?"

র্ণ। মল্লিকে ! ঔষধ আছে।

ল্লি। কি ?

র্ণ। সহিষ্ণুতা।

মল্লি। না।

পূর্ণ। কেন?

মল্লি। ভাবি, সহ্য করিব; পারি না কেন?

পূর্ণ। অবশ্য পারিবে।

মল্লিকা, পূর্ণচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পূর্ণচন্দ্র স্বতঃই বলিলেন, "যখন কেহ নিন্দা করে, তখন সে কথায় কর্ণ-পাত না করিলেইত পার?"

মল্লি। তাহাইত করি?

পূর্ণ। তবে?

মল্লি। তবুও লোকে বলে।

পূর্ণ। বলিলেই বা ক্ষতি কি?

মল্লি। শুনিতে হয়।

পূর্ণ। শুনিলে কি হয়?

মল্লি। মনের কষ্ট।

পূর্ণ। মনোমধ্যে সে কথা তুচ্ছজ্ঞান করিতে পার না?

মল্লি। শুনিলেই মন কেমন হয়; তখন আর সহ্য করিতে পারি না।

"মল্লিকে! লোকে বলিবে, তাহার অন্য উপায় কি? সহ্যতা ভিন্নত উপায় দেখিতে পাই না।" এই বলিয়া পূর্ণচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

কোথায়?

মল্লিকাত তাহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। বোধ হয়, পূর্ব্বে মল্লিকাকে সে কথা বলিয়া থাকিবেন।

তখন মল্লিকা একাকিনী বসিয়া ভাবিল, লোকে, নিন্দা রে কেন। কেমন করিয়া তাহারা অপরের নিন্দা করে ; জ্জা-লজ্জা হয় না ? ইহাতে তাহাদের কি লাভ হয় ? লাভ ত চ্ছুই দেখিতে পাই না। তবে কেন বলে ? কি জানি। সে থা যা'ক ; ইহার কি কোন ঔষধই নাই ? আছে। কিন্তু াহাতে লোকের কি ? ক্ষতি কা'র ? আমার। কে আপন নিষ্টকে আপনি আহ্বান করে ? তবে না ; তবে না। কিন্তু ন বুঝিবে ত ? মনই জানে। আবার ভাবিল, 'দূর হ'ক্, কথা ভাবিলেই মনের কষ্ট।' মল্লিকা সে গৃহ পরিত্যাগ রিয়া অন্যত্র গমন করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"এই জন্য—এই ?"

কে তুমি ? স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতেছি ! একাকিনী বকুল-তলে রিভ্রমণ কেন, কি মানসে ? কুল-বালা নিশীথে এখানে ন, লোকে দেখিলে কি মনে করিবে ?

তোমার এ বেশ কেন ?—কেশ-পাশ আলুলায়িত ; চক্ষু শোস্তাসিত ; মুখ কালিমা-ব্যাপ্ত ; সাতডাকে—কথা নাই ! ায়ে কি সন্তাপাগ্নি ? সন্তাপিনি ! তুমি কে ?

পূর্ণ-মাসী রজনী। আকাশে অতুল শোভা। নীচে, সুখ-

শান্তিসর্ব্বরী-ক্রোড়ে জীবগণ সু-নিদ্রিত। শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রা-দেবী সকলকে বিশ্রাম প্রদান করিতেছেন। তোমার নিদ্রা নাই কেন? নিদ্রা কোথায়; পোড়া-চোখে কি নিদ্রা নাই? পূর্ণচন্দ্র-করে, প্রকৃতি ভাসিতেছে। ঐ দেখ, পৃথিবী হাসি-মুখে চাহিয়া দেখিতেছে। দেখিয়াছ, বকুল-বৃক্ষে কেমন খদ্যোদালোক জ্বলিতেছে? দেখ, দেখ, সুনীল-সলিলাসরসী-মধ্যস্থ বিকসিতেক-শ্বেতাম্বুজ-সন্নিভ——চন্দ্রিকোজ্জ্বলনীলাম্বরে কেমন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল শোভা। তোমার দৃষ্টি অবনত কেন? যদি তুমি একবার দৃষ্টি করিয়া দেখিতে—যদি আকাশ-পটে একবার-মাত্র ঐ পূর্ণচন্দ্র-প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে, তবে কি এ অভিলাষ করিতে?

কি অভিলাষ?

বলিতে হইবে কেন? সন্তাপিনি! চিনিয়াছি, "তুমি মল্লিকা।"

নিশীথ সময়। পূর্ণচন্দ্র বাটীতে নহেন।—গ্রাম-মধ্যে কোথায় গিয়াছিলেন। মল্লিকাকে বলিয়া গিয়াছেন, "আসিতে হয়ত একটু রাত্রি হইবে।" বাটীর অন্যান্য সকলে শয়ন করিল; নিদ্রিতও হইল।

মল্লিকার নিদ্রা কোথায়? মল্লিকা সুযোগ পাইয়া শয়ন-কক্ষ হইতে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে বহির্গত হইয়া, একাকিনী বকুল-তলে আসিয়াছিল। এই বকুল-বৃক্ষ, পূর্ণচন্দ্রের বাটীর ঠিক্ পশ্চাদ্ভাগে। বৃক্ষটী বহুকালের পুরাতন; এজন্য বিরল-পত্র। বৃক্ষের উন্নত প্রদেশ হইতে স্থূল শাখা সকল ছত্রাকারে

মশঃ নিম্ন হইয়া, বৃক্ষাগ্র-ভাগ পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে।

মল্লিকা, এক-হস্তে বকুলের একটী শাখা ধরিয়া, সেই হস্তা-
নধানে মস্তক রাখিয়া ভাবিল, 'মানুষেরত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য
ান নাই! তাহারা কিনা করিতে পারে? যথার্থকার্য্যে
াক-নিন্দা! এ' নিন্দায় লাভ কি; প্রাণীহত্যা!' মল্লিকা
স্ত নামাইল, ত্রস্তে বকুল শাখা ছাড়িয়া দিল। বৃক্ষ মূলের
কে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া, উভয় হস্তে নিষ্পীড়িত
রিয়া, এক-গাছি লতা ছিঁড়িল। মল্লিকা সে লতা হস্তে লইয়া,
নর্ব্বার সেই শাখার দিকে চলিল।

রাত্রিকাল।—একবার বৃক্ষ-শাখা ধরিলে; পুনর্ব্বার তাহা
ড়িয়া দিলে; এক-গাছি লতা ছিঁড়িলে; আবার সেই শাখার
:ক যাইতেছ। মল্লিকে! তোমার মনন কি? মরিবে?
ন, মল্লিকে! এ বয়সে, এ সাধ কেন? তুমি যে বালিকা!
লিকা বয়সে মরিবার ইচ্ছা কেন, পিতা মাতার তিরস্কারে?

"না।"

তবে কেন? পূর্ণচন্দ্র কি কিছু বলিয়াছেন; না, তাঁহার
হৃত অপ্রণয় সঞ্চার হইয়াছে? ও কি ও,—ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত,
ন রোষপ্রদীপ্ত, অধরে অসন্তোষ কেন? অসন্তোষ-চিহ্ন
াশ করিতেছে?

"কাজেই! পূর্ণচন্দ্র কি অপ্রণয়ী, যে তাঁহার সহিত অপ্রণয়-
ার হইবে?"

মল্লিকা, হস্ত-স্থিত লতা-রজ্জুর একপার্শ্ব বকুল-শাখায় বাঁধিল;
র পার্শ্ব মণ্ডলাকারে বান্ধিয়া, ফাঁসী প্রস্তুত করিল। মল্লিকা

সযত্নে উভয়-হস্তে ধরিয়া সে ফাঁসী মস্তকোপরি রাখিল।—লতা-পাশ, কর্ণদ্বয়ে ঠেকিল। মল্লিকার চক্ষু কাঁপিল। চক্ষু-কম্পনে, দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু সম্মুখস্থ ভূমি-খণ্ডে পড়িল। তাহার অর্থ, 'এ সময়ে পূর্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল না—আর হইবেও না। আরও, যাঁহাকে এ হৃদয়ের কোন কথা গোপন করি নাই, আজি তাঁহাকে গোপন করিবার জন্য কি না যত্ন করিয়াছি; লুকাইয়া আসিয়াছি।' মল্লিকা কাঁদিল। হস্ত-সহ লতা-পাশ সেইরূপ মস্তকোপরি রহিল; সেই মূর্ত্তি স্থির, স্থির-মূর্ত্তি স্থির হইয়াই রহিল। মল্লিকা নীরবে কাঁদিল। (স্বভাব নিস্পন্দ। জন-গণ, নিদ্রা-কুহকিত, নির্জীব-বৎ। ডাক,—উওর পাইবে না। চক্ষুর নিকটে চুরি,—দেখিবে না!) কেহ দেখিল না। সহসা মল্লিকার গায়ে কাঁটা দিল।

"সন্তাপিনি! কে 'তু—' আমারই মল্লিকা? ও কি সর্ব্বনাস? সর্ব্বনাশি! সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ?"

মল্লিকা আবার শুনিল, কে বলিতেছে, "সর্ব্বনাশি! আমারই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ?"

মল্লিকা লজ্জিতা হইল। লজ্জায়, হস্ত জানু'পরি লম্বমান হইয়া পড়িল। মস্তক-স্থিত লতাপাশও হস্ত-বিমুক্তে লম্বমান হইয়া ঝুলিতে লাগিল। মল্লিকা চাহিয়া দেখিল, "পূর্ণচন্দ্র।' আর চাহিতে পারিল না। মল্লিকা সে দৃষ্টি অন্তরীক্ষে রাখিল আকাশেও পূর্ণচন্দ্র। তখন সে দৃষ্টি নামিয়া অদূর-স্থিত বাপী জলে পড়িল; সেখানেও পূর্ণচন্দ্র; 'মল্লিকা মরিনে'—ভয়ে পূর্ণচন্দ্র জলে ডুবিয়া কাঁপিতেছে।

তখন মল্লিকা কোথায়ও সুখ দেখিতে পাইলনা। সর্ব্বত্রেই
চন্দ্র। ভূতলে পূর্ণচন্দ্র, আকাশে পূর্ণচন্দ্র, পুষ্করিণী-জলে
চন্দ্র। মল্লিকা সর্ব্ব-স্থানেই পূর্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিল।
বিল, "এ জগতে সুখ কোথায় ? পূর্ণচন্দ্রই সুখ। মল্লিকার
ণেচ্ছা দূর হইল। পুনর্ব্বার পূর্ণচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।
স্তু কথা কহিতে পারিল না।

পূর্ণচন্দ্র নীরবে ভাবিতেছিলেন, 'একেই বলে, বিধি প্রতি-
া! যদি আমি এদিকে না আসিতাম, তবে কি সর্ব্বনাশ
ত ?'

পূর্ণচন্দ্র বাটীপ্রত্যাগমন করিয়া মল্লিকাকে না দেখিয়া
বিয়াছিলেন, একি! মল্লিকা কোথায় ? অপরাহ্ন সময়ের
া মনে পড়িল। আবার ভাবিলেন, তবে বুঝি "লোক
নায়" আত্ম-ঘাতিনী হইতে গিয়াছে। এই সন্দেহ প্রযুক্ত,
চন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান
রতেছিলেন। অবশেষে বকুলতলে উপস্থিত হইয়া মল্লিকাকে
খিতে পাইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মল্লিকে! কেন এ
নাশ করিতেছিলে ?"

মল্লিকা কথা কহিল না।

পূর্ণচন্দ্র আবার বলিলেন, "মল্লিকে! মরিবে ?"

মল্লিকা বলিল, "না।"

পূর্ণ। না ত, ঐ করিতেছিলে কেন ?

মল্লিকা নীরব।

পূর্ণ। মল্লিকে! মাথা খাও, বল?

মল্লিকা কথা কহিল না। মনে মনে বলিল, "তোমার বালাই;—আমার মাথা খাও, যেন দেখিতে দেখিতে মরি।"

পূর্ণ। মল্লিকে! কথা কহিতেছ না কেন?

মল্লি। কি?

পূর্ণ। বল, এ সর্ব্বনাশ করিতেছিলে কেন?

মল্লি। বুঝিতে পারি নাই।

পূর্ণ। মল্লিকে! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?

মল্লি। না।

পূর্ণ। তবে এ কেন?

মল্লিকা নীরব।

পূর্ণচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "মল্লিকে! তবে এ সর্ব্বনাশ কেন?"

মল্লি। কি?

পূর্ণ। প্রাণ হারাইতেছিলে কেন?

মল্লি। "লোক গঞ্জনায়।"

পূর্ণ। মল্লিকে! এইজন্য—এই? কত লোক যে, পুত্রশোক সহিতেছে, স্বামীশোক সহিতেছে! তুমি সামান্য লোকনিন্দায় মরিতেছিলে; লোকের কথায় আপন প্রাণ হারাইতেছিলে? মল্লিকে! আর যেন এ অভিলাষ করিও না?

মল্লি। না।

পূর্ণ। বল, আর ত পূর্ণচন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিবে না?

মল্লি। না।

পূর্ণ। মল্লিকে ! জান কি, পূর্ণচন্দ্র বাঁচে কিসে ?

মল্লি। না।

পূর্ণচন্দ্র স্বতঃই বলিলেন, "পূর্ণচন্দ্র বাঁচে, মল্লিকাকে
খয়া ; আর মল্লিকা বাঁচে, পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া। মল্লিকে !
। কি তুমি জান না ?—উভয়ে, উভয়ের ভরসা ; একের
াবে, অন্য বাঁচিতে পারে না। তুমি মরিলে কি পূর্ণচন্দ্র
তে ? পূর্ণ, তখনই মরিত।"

মল্লিকা কথা কহিল না।

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "মল্লিকে ! আর এখানে কেন ? চল,
যাই।"

তখন মল্লিকা হৃদয়মধ্যে প্রবোধ পাইল। এক প্রবোধ
ন্দ্রের মুখে, অন্য প্রবোধ কথায়। কথায় প্রবোধ,
দেশ ; আর মুখে প্রবোধ, মরিলেত এ মুখ দেখিতে
ব না ! তবে মরি কেন ? মল্লিকা মনে মনে বলিল,
র কখন এ ইচ্ছা করিব না ; না বুঝিয়া করিয়াছিলাম।
বুঝিতেছি যে, আমি অপরাধিনী নহি ; তবে কেন
ক-নিন্দায় প্রাণ হারাইব ?'

মল্লিকা, যেন সে মল্লিকাই নহে। শোকের ঝড় থামিল।—
কা সব ভুলিল ; পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাভিমুখে চলিল।

সমাপ্ত।

পূর্ণ। মল্লিকে! মাথা খাও, বল?

মল্লিকা কথা কহিল না। মনে মনে বলিল, "তোমার বালাই;—আমার মাথা খাও, যেন দেখিতে দেখিতে মরি।"

পূর্ণ। মল্লিকে! কথা কহিতেছ না কেন?

মল্লি। কি?

পূর্ণ। বল, এ সর্ব্বনাশ করিতেছিলে কেন?

মল্লি। বুঝিতে পারি নাই।

পূর্ণ। মল্লিকে! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?

মল্লি। না।

পূর্ণ। তবে এ কেন?

মল্লিকা নীরব।

পূর্ণচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "মল্লিকে! তবে এ সর্ব্বনাশ কেন?"

মল্লি। কি?

পূর্ণ। প্রাণ হারাইতেছিলে কেন?

মল্লি। "লোক গঞ্জনায়।"

পূর্ণ। মল্লিকে! এইজন্য—এই? কত লোক যে, পুত্রশোক সহিতেছে, স্বামীশোক সহিতেছে! তুমি সামান্য লোকনিন্দায় মরিতেছিলে; লোকের কথায় আপন প্রাণ হারাইতেছিলে? মল্লিকে! আর যেন এ অভিলাষ করিও না?

মল্লি। না।

পূর্ণ। বল, আর ত পূর্ণচন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিবে না?

মল্লি। না।

পূর্ণ। মল্লিকে ! জান কি, পূর্ণচন্দ্র বাঁচে কিসে ?

মল্লি। না।

পূর্ণচন্দ্র স্বতঃই বলিলেন, "পূর্ণচন্দ্র বাঁচে, মল্লিকাকে
য়া.; আর মল্লিকা বাঁচে, পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া। মল্লিকে !
। কি তুমি জান না ?—উভয়ে, উভয়ের ভরসা ; একের
বে, অন্য বাঁচিতে পারে না। তুমি মরিলে কি পূর্ণচন্দ্র
ত ? পূর্ণ, তখনই মরিত।"

মল্লিকা কথা কহিল না।

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "মল্লিকে ! আর এখানে কেন ? চল,
যাই।"

তখন মল্লিকা হৃদয়মধ্যে প্রবোধ পাইল। এক প্রবোধ
ন্দ্রের মুখে, অন্য প্রবোধ কথায়। কথায় প্রবোধ,
দেশ; আর মুখে প্রবোধ, মরিলেত এ মুখ দেখিতে
ব না ! তবে মরি কেন ? মল্লিকা মনে মনে বলিল,
র কখন এ ইচ্ছা করিব না ; না বুঝিয়া করিয়াছিলাম।
। বুঝিতেছি যে, আমি অপরাধিনী নহি ; তবে কেন
ক-নিন্দায় প্রাণ হারাইব ?'

মল্লিকা, যেন সে মল্লিকাই নহে। শোকের ঝড় থামিল।—
কা সব ভুলিল ; পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাভিমুখে চলিল।

সমাপ্ত।

শেষানুরোধ।

পাঠকমহাশয় গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠে, বিরক্ত হইতে পারেন। এবং আমার (স্বয়ং কুলীন হইয়া) কুলীনের দোষোল্লেখে, মনে করিতে পারেন যে, আমি ভঙ্গ-কুলীন চারি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত আদরের সহিত চলিয়া আসিয়াছি তৎপরে এক্ষণে "বংশজ" হইয়া পড়িয়াছি। থাকিবার মধ্যে কেবল, পূর্ব্বকৌলীন্যেরচিহ্ন-স্বরূপ "মুখোপাধ্যায়োপাধিটী" আছে মাত্র। নহিলে, (কুল হারাইয়া) আর সর্ব্বাংশেই শ্রোত্রিয়ের ন্যায় হইয়াছি।—তজ্জন্যই, বিবাহে অধিক পণ লাগিয়াছে বলিয়া; অথবা, পণাধিক্যে বিবাহ না হওয়াতে, বিরক্ত হইয়া কুলীনের দোষোল্লেখ করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পাঠক! নিশ্চিত বলিতেছি যে, "আমি স্বভাব কুলীন। অদ্যাপি স্ব-ভাবে আছি। এবং ভঙ্গ হইবারও আশা নাই; কারণ, বিবাহ করিয়াছি।"

যদি বলেন, তবে এরূপ লিখিবার উদ্দেশ্য কি? অনর্থক কুলীনের নিন্দা করিবার কারণ কি?

তদুত্তর এই যে, আমি কাহারও নিন্দা করিতেছি না। দেশাচারের দোষ লিখিতেছি। লিখিবার উদ্দেশ্য,—দেশের হিত-সাধন; দেশাচারের কুরীতি সংশোধন।

যদি উত্তর করেন, লিখিলেই যদি কুরীতি সংশোধন হইত, তবে আর ভাবনা কি?

পাঠক যদি এরূপ উত্তর করেন, তবে নাচার! কি উত্তর করিব? কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, সৎকার্য্যের চেষ্টাও শ

ভাল। আরও আমি অন্যায় বলিতেছি না, যথার্থ কথাই বলিতেছি। যথার্থ কথা, সকল বিষয়ে ও সকলকেই বলা যায়। "পেটে ক্ষুধা, মুখে লজ্জা" করিলে কি হইবে?

আপনি কি যথার্থ কথায়, বিরক্ত হইয়া থাকেন? না, কেন বিরক্ত হইবেন; বিরক্ত হইবারত কোন কারণই নাই। মন বুঝিলাম, বিরক্ত হইবেন না।

পাঠক! একটী অনুরোধ আছে। শেষানুরোধ এই যে, আমার চপলতা ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থ-পাঠে পাঠকের বিরক্তি, গ্রন্থকারের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলের কারণ। বিশেষ আবার এইথানিই আমার প্রথমউদ্দেশ্য। অনেক যত্ন, অনেক আশা। "সকল আশায়—"জগদীশ্বর না করেন। কারণ, এই প্রথম; এখনও অনেকবার সাক্ষাতের সম্ভাবনা।

গ্রন্থকার।